ধৃতং প্রেম

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

অষ্টম খণ্ড

স্বামী স্বরূপানন্দ রচনাবলী
NAME OF THE BOOK

SL. NO	BENGALI	ENGLISH	TOTAL VOLUME
1	অখণ্ড সংহিতা	AKHANDA SANHITA	24
2	অসংযমের মুলচ্ছেদ	ASAMJAMER MULLOCHED	1
3	আদর্শ ছাত্রজীবন	ADARSHA CHATRA JIBAN	1
4	আত্মঘাঠন ও ব্রহ্মচর্য প্রসঙ্গ	ATMAGATHAN O BRAHMACHARYA	1
5	আপনার জন	APNAR JAN	1
6	আয়ুর্বেদ চিকিৎসা	AYURVEDA CHIKITSA	1
7	বন পাহাড়ের চিঠি	BAN PAHARER CHITHI	2
8	বিধবার জীবন যজ্ঞ	BIDHABAR JIBAN JAGYA	1
9	বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য	BIHAHITER BRAHMACHARYA	1
10	বিবাহিতের জীবন যজ্ঞ	BIBAHITER JIBAN SADHANA	1
11	দিন লিপি	DINA LIPI	1
12	ধৃতঙ্গ প্রেম্ন্যা	DHRITANG PREMNNA	39
13	গুরু	GURU	1
14	তাঁর পবিত্র বাণী	HIS HOLY WORDS	1
15	জীবনের প্রথম প্রভাত	JIBANER PRATHAM PRABHAT	1
16	কর্মের পথে	KARMER PATHE	1
17	কর্ম্ম ভেরী	KARMA VERI	1
18	কুমারীর পবিত্রতা 6 খন্ডে	KUMARIR PABITRATA	6
19	মন্দির	MANDIR	1
20	মধুমল্লার	MADHUMALLAR	1
21	মঙ্গল মুরলী	MANGAL MURALI	1
22	মুর্ছনা	MURCHANA	1
23	নবযুগের নারী	NABAJUGR NARI	1
24	নব বর্ষের বাণী	NABA BARSHER BANI	1
25	পথের সাথী	PATHER SATHI	1
26	পথের সন্ধান	PATHER SANDHAN	1
27	পথের সঞ্চয়	PATHER SANCHOY	1
28	প্রবুদ্ধ যৌবন	PRABUDDHA JOUBAN	1
29	সংযম প্রচারে স্বরূপানন্দ	SAMJAM PRACHARE SWARUPANANDA	1
30	সর্পঘাতের চিকিৎসা	SARPAGHATER CHIKITSA	1
31	সরল ব্রহ্মচর্য	SARAL BRAHMACHARYA	1
32	সংযম সাধনা	SANJAM SADHANA	1
33	স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব	STREE JATITE MATRIBHAB	1
34	সধবার সংযম	SADHABAR SANJAM	1
35	সাধন পথে	SADHAN PATHE	1
36	শান্তির বার্তা 3 খন্ডে	SHANTIR BARATA	3
	মোট বহি	TOTAL	105

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

অষ্টম খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৩ বাংলা

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী—১০

(মাশুল স্বতন্ত্র)

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা

মুদ্রণ-সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত)

প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী, অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN—978-93-82043-37-9

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম

পি-২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম

"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম

পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম

২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম

রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম ● দূরভাষ-(০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মাল্টিভারসিটি

পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

অষ্টম খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সম-সাময়িক পত্রাবলী (যাহা ১৩৬৫ ও ১৩৬৬ সালের "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার অষ্টম খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি বহুস্থানে পাঠাইতে হইত বলিয়া প্রধানতঃ অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। দিবেদনমিতি—বৈশাখ, ১৩৬৭ বাং

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী—১০

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

ওঁ
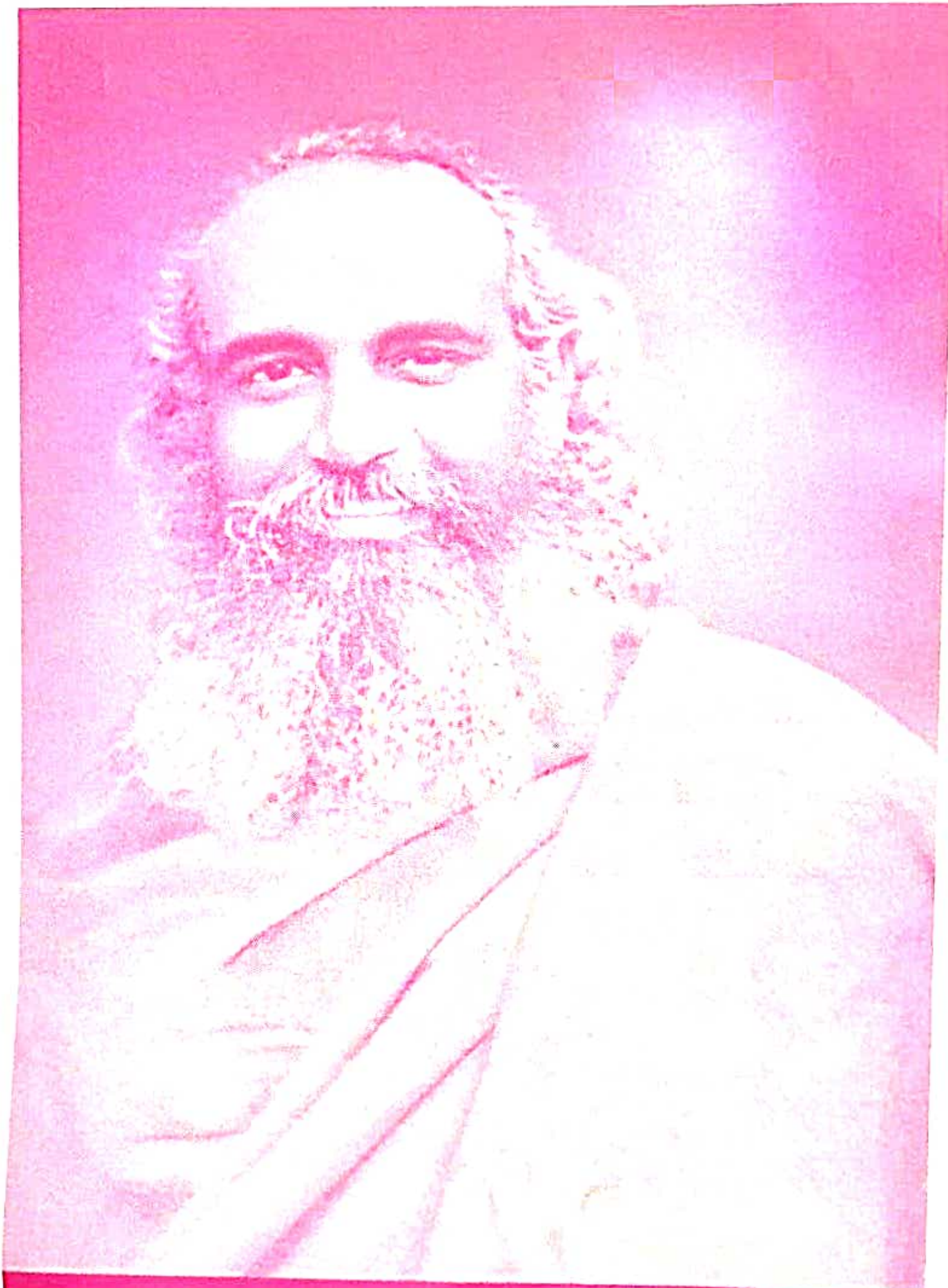
ধৃতং প্রেম্না

(অষ্টম খণ্ড)

—ঃ * ঃ—

(১)

হরি ওঁ

পুপুন্কী আশ্রম
১লা পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কল্যাণীয়া গৌ—কে সর্ব্বদা চিন্তা করিতে বলিবে যে, তাহার শরীর দিনের পর দিন ভাল হইতেছে। কেবল তাহাকেই নহে, নিজ পরিবারের বা সমাজের বা দেশের যেখানেই যাহাকে রুগ্ন দেখিবে, তাহাকেই নিজের ইচ্ছা-শক্তির বলে সুস্থ হইবার প্রেরণা দিবে। ঔষধ ও চিকিৎসক মানুষের অপ্রয়োজনীয় নহে কিন্তু তাহাদের উপরে অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা এক প্রকারের মানসিক দুর্ব্বলতা সৃষ্টি করে, যাহাকে 'মনোবিকার' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। নিজের ইচ্ছাশক্তিকে উদ্যত

করিয়া তাহারই বলে রোগ সারাইবার চেষ্টা চলিলে মানুষের এই মনোবিকার দূর হইয়া যায়। সত্যিকারের সবল মনুষ্য-সমাজ সৃষ্টি করিতে হইবে, ইহা মনে রাখিও। আর, তাহা করিতে হইলে প্রথমে তোমার নিজ গৃহ বা সমাজ হইতেই কাজ শুরু করিতে হইবে।

নাগা-পাহাড়ে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের ভিতরে বা তাহাদের প্রতি মানসিক সহানুভূতিসম্পন্ন অন্যান্য পার্ব্বত্য আদিমজাতির ভিতরে উন্নয়ন-কার্য্য চালাইয়া যাইতে তোমাদের যে অসুবিধাগুলি হইতেছে, তাহা আমি গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি। আগামী ফাল্গুনে তোমাদের ঐ অঞ্চলে একেবারে আভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করিবার আমার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামরিক অবস্থার দরুণ আমাকে বাধ্য হইয়া অন্য দিকে লুসাই সীমান্তে কুকি, রূপিণী, রিয়াং ও লালংদের মধ্যেই এই বৎসর কার্য্য সীমাবদ্ধ রাখিতে হইতেছে। আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই আমি ঐ অঞ্চলের প্রগ্রাম তৈরী করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত গমনাগমন নিরাপদ না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা তোমাদের অঞ্চলের বিপজ্জনক পার্ব্বত্য বস্তিগুলিতে ভ্রমণের চেষ্টা করিও না। জীবন বিপন্ন করিয়া কাজ করিবার মত জরুরী প্রয়োজন এখনই আসিয়া পড়ে নাই। কিন্তু জীবন দিবার প্রয়োজন হইলে তোমাদিগকে

অবহেলে তাহা বিসর্জ্জনও করিতে হইবে। ডর-ভয়কে মনের ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকিতে দিও না। বিপদের যেখানে আশঙ্কা নাই, আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সেখানকার কাজও এখন বন্ধপ্রায় করিয়া রাখিয়াছ, ইহা ভাল কথা নহে। প্রচারমূলক কার্য্যসমূহের বিশেষত্ব এই যে, একবার ছাড়িয়া দিলে তাহা পুনরায় শুরু করা বড় কঠিন। আর, শুরু করিলেও অল্প শ্রমে কাজ হয় না, বৃথা এবং অধিক শ্রম করিতে হয়। সেই জন্যই তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা কেহই বসিয়া থাকিও না।

নামটি অঞ্চলে মিকির-জাতির ভিতরে তোমাদের কয়েকটী ভ্রাতা বেশ উদ্যম সহকারে কাজ সুরু করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ঘাড়ে হঠাৎ আসিয়া রাজরোষের খড়্গ পড়িল। পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু তাহারা জঙ্গল কাটিয়া মিকির-অঞ্চলে জনপদ গড়িয়াছিল। সরকারী হাতী আসিয়া নাকি তাহাদের ঘরদুয়ার ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদিগকে দ্বিতীয়বার গৃহহীন করিয়াছে। তাহারা নিজেদের অস্তিত্ব লইয়াই বিপন্ন, নতুবা এতদিনে তাহাদের দ্বারা ঐ অঞ্চলে খুব উল্লেখযোগ্য কাজ হইত। কিন্তু বিপদ ঘটিয়াছে বলিয়াই মানুষের মত মানুষেরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। আত্মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পরোপকার-কার্য্য করিবার পথ বাহির করিয়া লয়ই লয়। তোমাদের অঞ্চলের অবস্থা ততটা প্রতিকূল নহে। তোমরা বসিয়া থাকিবে কেন?

বাধা, বিঘ্ন, অস্বস্তিকর অবস্থা যেখানে প্রত্যক্ষ ও বাহ্য

কর্ম্মের নিরাপত্তা নাশ করিয়াছে, সেখানেও তোমরা মনে মনে প্রেমানুশীলন করিতে পার। এই সকল পার্ব্বত্য, আরণ্য, অনুন্নত, আদিম জাতিকে পরিত্রাণ দিবার জন্য তোমরা যাইতেছ, এই ভাবকে মন হইতে সরাইয়া দাও। ইহাদের প্রতি তোমাদের সহজাত প্রেম তোমাদিগকে ইহাদের সন্নিহিত করিতেছে, এই ভাবটীকে অন্তরের ভিতরে জমাট বাঁধিতে দাও। ভাবিতে ভাবিতে প্রেম আসে। প্রেম আসিলে দুর্গম পথ সুগম হয়, কঠিন কাজ সহজ হয়, একযুগের কাজ একদিনে সম্পন্ন হয়। তোমরা অন্তরের প্রেম বাড়াও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১লা পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার পত্রখানা অসময়ে হাতে পড়িল। তাই সময় মত জবাব পাইলে না।

যাহা করিলে অন্তরে তাপ ও দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহাই পাপ। যাহা প্রতিক্রিয়া-বর্জ্জিত বিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তাহাই ধর্ম্ম। যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিলে অন্তরের পাপ

প্রশমিত হয় এবং ধর্ম্মভাব জাগরিত হয়, তিনিই ভগবান। সৎকর্ম্ম আশ্রয় কর, নিজের ভবিষ্যৎ নিজ হাতে গড়িয়া লও। তথাকথিত অদৃষ্টের পানে তাকাইয়া বৃথা দুর্ব্বল হইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১লা পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। কলিকাতায় তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া কথা কহিতে পরে না, আমি ব্যস্ত থাকি বলিয়া। এজন্য দুঃখ করিয়াছ। কিন্তু বাবা, দুঃখ করিও না। তোমার মতই শত শত ব্যথিতক্লিষ্ট নরনারীর প্রতি আমার সমান কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সকলের প্রতি যাহাকে কর্ত্তব্য-পালন করিতে হয়, নির্দ্দিষ্ট ভাবে একজনের প্রতি তাহার পক্ষে হঠাৎ-খবরে অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু আমার আশীর্ব্বাদে ত' বিশ্বাস কর? আমি নিয়ত তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ধীর প্রশান্ত চিত্তে সাধনে বসিলে সে আশীর্ব্বাদ প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হইবে।

নাম রূপ যে পরমসম্পদ তোমাকে আমি দিয়াছি, তাহা লইয়া নির্ভয়ে পথ চল। নামের ভিতরেও আমারই আশীর্ব্বাদ সম্পুটিত রহিয়াছে। আমি নিজের জন্য জীবনে কোনও কাজই হয়ত করি নাই, জ্ঞান-বুদ্ধি বিকাশের পর হইতে যখন যাহা করিয়াছি, সব তোমাদের জন্যই করিয়াছি ও করিতেছি। অন্তরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া পথ চল, সমস্ত বিপত্তি আপনিই নাশ পাইবে, আকাশের সকল মেঘ, জীবনের সকল দুর্য্যোগ আপনা-আপনি কাটিয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১লা পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের গ্রামের দুই দুর্গোৎসব নিয়া নিজেদের মধ্যে যে কলহ বাঁধাইয়াছ, তাহার মীমাংসা আমার দ্বারা হইবে না। সর্ব্বজনীন বা ব্যক্তিগত যেই দুর্গোৎসবেই যে যোগ দিয়া থাকুক, কাহার কোথায় দোষ হইল, ইহা বিচারের আর প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। সকলে সকলের

তথাকথিত দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া সমবেত উপাসনায় মিলিত হও।

একদা ভারতে লক্ষ্মীপূজকেরা সরস্বতীর পূজা করিত না, সরস্বতীর পূজকেরা কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিত না। এক দেবতার উপাসকেরা অন্য দেবতাকে অসার মনে করিত। এক এক জাতি বা সম্প্রদায়ের দেবতা অপরাপর জাতি বা সম্প্রদায়ের নিকটে অবজ্ঞার বস্তু ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেরই ন্যায় এক দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাইত, জিতিত, হারিত বা আপোষ করিত। ভারতীয় আর্য্য ঋষিদের বিমল প্রতিভা সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মবাদ লইয়া এই সকল জাতির ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বলিল "যাঁহার পূজা সকলের কর্ত্তব্য, তাঁহার কোনও প্রতিমা নাই"। আবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিল,—"একই ব্রহ্ম নানা দেশে নানা জাতি দ্বারা নানা নামে নানা রূপে পূজিত হইতেছেন।" বৈদিক বিশ্বদেববাদ ক্রমশঃ সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মবাদে রূপান্তরিত হইয়া সকল আর্য্যেতর জাতির ভিতরে এমন এক মহাশক্তির সঞ্চার করিল যে, পরবর্ত্তী কালের অনার্য্যকুলজাত ঋষিদের দৃষ্টিতে দেবতায় দেবতায় বিরোধ অসার মনে হইল। তখন তাঁহারা এক দেবতাকে কেন্দ্রে রাখিয়া অপরাপর দেবতাদিগকে তাঁহার পুত্র, কন্যা, পত্নী, ভ্রাতা, কিঙ্কর বা প্রভু

সাজাইয়া দেবতাদের সংসার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, —তোমাদের দুর্গাপূজা তাহারই একটী চমৎকার নিদর্শন।

বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গাপূজা হইত, বাড়ীতে বাড়ীতে পূজার আড়ম্বর লইয়া ঈর্ষ্যা, রেষারেষি, দলাদলিও হইত। হঠাৎ একদিন বারোয়ারী দুর্গাপূজাই নূতন এক সংস্করণে সর্ব্বজনীন পূজা রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এখন ত' আবার একই পাড়ায় তিনটা করিয়া সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসব হইতেছে। যেই সর্ব্বজনীন পূজার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল দলাদলি প্রশমনের জন্য, তাহা নিয়া এখন আবার তোমরা রকম-ফের দলাদলি চালাইতেছ। ব্যাপার চমৎকার।

কিন্তু আমি তোমাদিগকে দুর্গোৎসব করিতে শিক্ষা দেই নাই। যেই উৎসবে পুরোহিত করিবেন মন্ত্রপাঠ আর সর্ব্বসাধারণ দূর হইতে মাত্র প্রতিমা-দর্শনের অধিকারী হইবেন, তাহাকে সর্ব্বজনীন অনুষ্ঠান বলিয়া নাম দিতে আমি কুণ্ঠা বোধ করি। এই জন্যই আমি সমবেত উপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়াছি, যাহাতে নিজ নিজ দীক্ষাপ্রাপ্ত ইষ্টমন্ত্রটুকু ছাড়া আর সকল মন্ত্রে সকলের সম অধিকার, যাহাতে প্রণবসংযুক্ত স্তোত্র-মন্ত্র এবং ব্রহ্মগায়ত্রী গান করিতে স্ত্রী-শূদ্র-চণ্ডাল-ম্লেচ্ছ কাহারও নাই বাধা। তোমরা সেই বিশুদ্ধ কাঞ্চনে সমাদর না করিয়া এখনও গ্রামে গ্রামে দুর্গাপূজার দলাদলিতে প্রমত্ত রহিয়াছ, দেখিয়া অবাক্ হইতে হইল।

যে-কোনও ব্যাপারেই হউক, দলাদলি বড় দোষের জিনিষ। দলাদলির অভ্যাস একবার মজ্জাগত হইয়া গেলে তাহা পরিত্যাগও কঠিন। তোমরা দলাদলি ছাড়।

ব্যক্তিগত অহমিকা স্পর্দ্ধিত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে খোঁচাইতে থাকিলে তাহারই ফলে দলাদলির সৃষ্টি হয়। দশের স্বার্থ ও সুখের কাছে নিজের স্বার্থ ও সুখকে বড় করিতে চাহিলে যাহা হয়, তাহা হইতেছে নির্লজ্জ স্বার্থপরতা। কিন্তু ইহার সহিত নেতৃত্বলোভ যুক্ত হইলেই দলাদলি আসে। তোমরা অনেকেই সাধন নিতেছ কিন্তু সাধক হইতেছ না। দলাদলি এইজন্যই এত বাড়িয়া চলিয়াছে। ভগবানের চরণে যে শরণাগত হইয়া নিয়মিত প্রতিদিন নিজ ব্রহ্মকার্য্য করিয়া যায়, তাহার মধ্যে এই সব নীচতা আসে না। সর্ব্বজনে প্রেম তাহার হৃদয়কে সবলে অধিকার করে। সে তখন নেতা সাজিয়াও সকলের দাসানুদাস থাকে না। সে বিশ্বের সকলের মধ্যে বিশ্বপতিকেই দর্শন করিয়া সর্ব্বদা বিনয়-নম্র প্রয়াসে প্রতিজনকে আপন করিবার চেষ্টা করে।

তোমাদের কাছে ইহা কি প্রত্যাশা করিতে পারি না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরি-ওঁ বারাণসী

৮ই পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ব্যক্তিগত সাধনে রুচি কমিলে মানুষের মনুষ্যত্ব কমিয়া যায়, কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ তাহাকে চারিদিক হইতে ঘেরিয়া ধরে। ফলে, সে মেরুদণ্ড-বর্জ্জিত হইয়া পড়ে। বাহিরের লোকের কাছে সাধু থাকিবার জন্য তাহাকে অভিনয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আর, অভিনয় আসিলেই সংঘগত কর্ত্তব্যে ত্রুটি আসিয়া যায়। তখন ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বকে বজায় রাখিবার জন্য সাধুবাক্যের দ্বারা সরল লোককে প্রবঞ্চিত করিতে অন্তরে প্ররোচনা জাগে।

ইহা বুঝিয়া তোমরা সাবধান হইয়া চল। একদা তোমাদের মধ্যে অদমিত উৎসাহ, অপূর্ব্ব পৌরুষ ও অসামান্য বীর্য্যবত্তা আমি দেখিয়াছি। দেখিয়াছি অদ্ভুত সাহস। আজ তোমাদের ভিতরে তাহার ব্যত্যয় দেখিলে ত' সুখী বোধ করিতে পারি না। খুঁজিয়া বাহির কর, কোথায় তোমাদের ত্রুটি, কোথায় তোমাদের ভুল, কেন তোমাদের ব্যক্তিগত উপাসনার আগ্রহ কমিয়া গেল, তোমাদের সমবেত উপাসনায় রুচি বাড়িল না

কেন, কেন তোমরা এতদিন পরেও নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারিলে না।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি তোমাদের নির্ভর, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও দরদ কি কমিয়া গিয়াছে? ঐ একটা শিথিলতার সুযোগ নিয়াই কি তোমাদের ভিতরে আর পাঁচটা দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিতেছে? তীক্ষ্ণচক্ষু হও, সর্ব্বদোষের মূল কারণকে খুঁজিয়া বাহির কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরি-ওঁ বারাণসী

১১ই পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের ঐ নূতন স্থানটীতে তোমার গুরুভ্রাতারা সমবেত উপাসনার আয়োজন করিয়াছেন এবং তোমাকে আমন্ত্রণও করিয়াছেন, এই সংবাদে সুখী হইলাম। তুমি ত' তাঁহাদের গুরুভগিনী। সুতরাং আমন্ত্রণ ত' অবশ্যই করিবেন কিন্তু যাঁহাদের সঙ্গে পারমার্থিক সতীর্থতার সম্পর্ক নাই, তাঁহাদিগকেও এই পুণ্যানুষ্ঠানে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে আমন্ত্রণ করা যাইতে পারে। অবশ্য, এমন লোককেই আমন্ত্রণ করা সঙ্গত, যাঁহারা

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

শুদ্ধ দেহে শুদ্ধ মনে অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে আসিবেন বলিয়া আশা করা যায়। আর, গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, এই অনুষ্ঠানে কেহ আমন্ত্রণ না করিলেও যোগদান করিবার চেষ্টা করা উচিত, অবশ্য যদি কোনও সঙ্গত কারণে আমন্ত্রণ অত্যাবশ্যক না হইয়া পড়ে।

ঐ ক্ষুদ্র স্থানটীতে তুমি নিজ প্রতাপেই যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালিনী বলিয়া আমার মনে হইল। তোমার স্বামীর সম্মানিত জীবিকার জন্যও তোমার প্রভাব ওখানে কম নহে। মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি সকল সময়েই ধন-সম্পদের উপরে নির্ভর করে না। যিনি পরোপকারমূলক সৎকার্য্যে যত অধিক আত্মনিয়োজিত, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি তত অধিক হইয়া থাকে। বেতন নিয়া কাজ করিলেও ধার্ম্মিক শিক্ষক ও দরদী চিকিৎসকের সম্মান এইজন্যই অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। অনুমান করিতেছি, তোমাদের অবস্থা তাহাই। এমতাবস্থায় তোমরা যদি স্থানীয় অখণ্ডমণ্ডলীর সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাতে নিয়মিত উপস্থিত থাক এবং ভক্তিভরে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া আস, তাহা হইলে ইহা অন্যান্যদের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিবে। এই সদ্দৃষ্টান্তের সুফল আপামর জনসাধারণের উপরে গিয়া পড়িবে। এই কথাটী মনে রাখিয়া তোমরা সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার দিনে গৃহের অন্যান্য কাজকর্ম্ম আগে হইতেই গুছাইয়া রাখিয়া বা সংক্ষিপ্ত করিয়া এই পুণ্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে চেষ্টা করিও।

অবশ্য, তুমি মহিলা। অসুবিধাজনক সময়ে বা অতি দূরে উপাসনার স্থান হইলে, তোমার পক্ষে সকল সময়ে যোগদান সম্ভব নাও হইতে পারে। চোর, গুণ্ডা, দুর্ব্বৃত্ত প্রভৃতি দ্বারা উপদ্রুত অঞ্চলে সন্ধ্যার পরে সমবেত উপাসনায় মহিলাদের পক্ষে যোগদান সকল সময়ে নিরাপত্তা বা আত্মমর্য্যাদার দিক দিয়া সঙ্গত নাও হইতে পারে। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় অসুবিধা ও সাময়িক প্রয়োজন বুঝিয়া কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিও। তবে সর্ব্বদাই চেষ্টা রাখিও যেন প্রায় প্রত্যেকটী সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাতেই যোগদান করিতে পার। তোমার যোগদান দৃষ্টান্ত-হিসাবে বড়ই সুফলদায়ী হইবে।

গতকল্য কাছাড়ের একটী বিশিষ্ট অখণ্ডমণ্ডলীর সম্পাদকের পত্র পাঠ করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, সেই মণ্ডলীর সভাপতি মহাশয় বিগত এক বৎসরে একটী দিনও সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাতে উপস্থিত হন নাই। সম্ভবতঃ তিনি অত্যন্ত কাজের লোক কিন্তু এত বড় সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া মণ্ডলীর প্রাথমিক কর্ত্তব্য সম্পাদনে যিনি অক্ষম, তিনি ধনী, পণ্ডিত বা বড় সরকারী চাকুরে বলিয়াই তাঁহাকে সভাপতি করিতে হইবে, ইহার অর্থ আমি বুঝি না। অনেক স্থলে মণ্ডলীর সদস্যগণ আত্মশক্তিতে আস্থার অভাব বশতঃ অযোগ্য ও অপদার্থ ব্যক্তিদিগকে সভাপতিত্ব বা সম্পাদকতা দিয়া থাকেন। তোমাদের মত প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিরা কেহ কেহ মণ্ডলীর

আনুষ্ঠানিক সভ্য বা আমার শিষ্য না হইয়াও যদি সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাতে নিয়মিত যোগদান করিতে থাক, তবে তোমাদের সদ্দৃষ্টান্ত বহুজনকে অনুপ্রাণিত করিবে এবং অপাত্রে নেতৃত্ব অর্পণের কুফলে যেই সকল মণ্ডলীর নৈতিক মেরুদণ্ড দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, তাহারা সরল মেরুদণ্ডে দাঁড়াইবার প্রয়াস পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭)

হরি-ওঁ বারাণসী
১১ই পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে আসিব ভাবিয়া প্রাণ আনন্দে নাচিতেছে। কিন্তু আর একটী কথা ভাবিয়া বুক দুরুদুরুও করিতেছে। ভাবিতেছি, গিয়া তোমাদের কেমন দেখিব? কেমন করিয়া তোমরা এতগুলি দিন কাটাইয়াছ, তাহার কি বিবরণ শুনিব? সুখ-দুঃখ মানুষের জীবনে নিয়তই আসে আর যায়, সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের বিবরণ শুনিবার জন্য আমি তত আগ্রহী নহি, যদিও তোমাদের সকল কথাই শুনিতে আমার ভাল লাগে এবং অসীম সহিষ্ণুতা সহকারে তাহা

শুনিয়াও থাকি। কিন্তু আমার প্রধান জ্ঞাতব্য হইল, দুঃখ, বিপদ, বাধা, প্রলোভন, দুর্ব্বলতা এবং পাপের সহিত তোমরা এতদিন কেমন সংগ্রাম দিয়াছ। রাষ্ট্রকর্ণধারেরা জাতির চরিত্রকে উন্নত করিতে পারিতেছেন না। আমরা ধর্ম্মপ্রচারকেরা তাহা কতটুকু করিতে পারিলাম, তাহাই দেখিবার জন্য আমি উদ্গ্রীব।

আমি যদি তোমাদের মধ্যে আসিয়া দেখিতে পাই যে, তোমরা তোমাদের মনুষ্যত্বকে দেদীপ্যমান করিয়া সকলের সমক্ষে ধরিতে সমর্থ হইয়াছ, তোমরা তোমাদের কল্পনাতীত পুরুষকারের দ্বারা অসংখ্য চিরাভ্যস্ত পাপকে জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছ, তাহা হইলে তোমাদের দেখিয়া আমার যে আনন্দ হইবে, তাহার কথা ভাবিতেও অপার আনন্দাস্বাদন করিতেছি। আমি যদি দেখিতে পাই, তোমরা তোমাদের অভাবনীয় উদ্ভাবনী শক্তির বলে সমাজের নিম্নতম স্তরের হীনতম মানুষটীর প্রাণেও নবাশার অরুণিমা জাগাইয়া তুলিবার প্রকৃত সদুপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছ, তাহা হইলে আমার আনন্দ হইবে অপার অসীম। আমি যদি দেখিতে পাই যে, তোমরা ধূলিকণাকে সুবর্ণরেণুর সম্মান দিয়া তাহার মধ্যে হীরকত্ব সৃজনের সম্ভাবনাকে করিয়াছ প্রস্ফুটিত, তবে ত' বুঝিব যে, আমার জীবন এতদিনে সফল হইল। আবর্জ্জনার স্তূপ হইতে জঞ্জাল কুড়াইয়া আনিয়া তাহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া

দেবতার নির্ম্মাল্য হইবার যোগ্যতা কি দিতে তোমরা পারিয়াছ?

আমি সংগঠন শব্দটা প্রায়ই ব্যবহার করি। তাহার যদি প্রকৃত অর্থ বুঝিতে চাহ, তবে তাহা উপরে লিখিত হইল। ভাবিয়া বুঝিতে ও বুঝিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১১ই পৌষ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ব্যাকুল প্রতীক্ষায় আছি কবে তোমাকে দেখিব, কবে তোমাকে বুকে ধরিয়া প্রাণমন শীতল করিব। ডাকাতে আসিয়া তোমার গলা চাপিয়া ধরিল, মাথায় ছুরিকাঘাত করিল, সর্ব্বাঙ্গ তোমার রক্তে রক্তময় হইয়া গেল, তবু তুমি নিমেষের জন্য ভগবানকে ভুলিলে না, তোমার এই অসামান্য নির্ভর ও ভক্তি আমাকে তোমার প্রতি প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে। তুমি ভগবানের অকপট ভক্ত, তাই ভগবান অপার অসীম করুণায় তোমাকে অদ্ভুতভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিলেন। কৃতান্ত-দর্শনে তুমি ভীত হও নাই, তোমার প্রেমময় জীবন-প্রভুর প্রেমের বারতা-বাহী দেবদূত বলিয়া মনে মনে

জানাইয়াছ অভিনন্দন এবং সস্নেহ স্মিত-সুন্দর দৃষ্টি। তোমার কথা ভাবিলে বুদ্ধ, যীশু, নিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রেমাবতারদের কথা মনে পড়ে। শরণাগত দীন জনকে প্রেমের ঠাকুর কখনও পরিত্যাগ করেন না, তুমি তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ সুদীর্ঘকাল এই জগতে থাকিবে এবং জগৎকে প্রেম বিলাইবে।

যাহাদের শত্রু বলিয়া ভাবি, কেহই তাহারা আমাদের শত্রু নহে। শত্রু হইতেছে তাহাদের কদভ্যাসপ্রিয় সংস্কার আর আমাদের অসম্যগ্‌বুদ্ধিজনিত অশুদ্ধ দর্শন। জগতে কেহই পর নহে, কেহই শত্রু নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

১৪ই পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এক মাস একুশ দিনের এক ভ্রমণ-তালিকা প্রতিধ্বনিতে ছাপাইয়া দিয়া বারাণসী হইতে রওনা হইবার পরে পরশু দিন বেলা নয়টার সময়েই আমার শরীর আমাকে জানাইয়া দিল যে, একাদিক্রমে এত বড় বিশ্রামহীন ভ্রমণ এবার চলিবে না। ফলে ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলটার ভ্রমণ-তালিকা আজ কাটিয়া

দিলাম। অদ্য এখানে জন্মদিনের উপাসনা হইতেছে অথচ শেষ রাত্রিতে চিরাভ্যস্ত সময়ে শয্যাত্যাগ করিতে হইতেছে আলস্য। আলস্য আমার চরিত্রে বিরল বস্তু। তাই হৃৎপিণ্ডের ব্যথাটাকে সরাসরি আগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না।

আমার এই ভ্রমণ-তালিকার অংশ-বিশেষ স্থগিতের ব্যাপারে তোমাদের অনেকের মনে কষ্ট হইবে জানি। কিন্তু বাবা, আমি ত' জীবনে বিশ্রাম কখনও চাহি নাই, বিশ্রাম নেইও নাই। যৎকালে শারীরিক কারণে আমি ভ্রমণ স্থগিত রাখিব, তৎকালে পুপুন্‌কী, কলিকাতা বা বারাণসী বসিয়া আমি অন্যতর শ্রমসাধ্য কাজ করিব, যাহা সময়মত আহার-নিদ্রার পথে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করে না। ভ্রমণকালে তোমরা কেবল নূতন নূতন কৰ্ম্মের তালিকা সৃষ্টি কর। একদিনে দুইটা তিনটা চারিটা ভাষণেরও ব্যবস্থা তোমরা কর। যে গাধা বোঝা বহিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, তাহার পিঠে একদিনে চল্লিশ টন মাল চাপাইয়া দিয়া যে কোনও লাভ নাই, এই সরল কথাটা তোমরা বুঝিতে পার না। নতুবা কি একবার ভ্রমণ-তালিকা ছাপাইবার ঠিক চারিদিন পরেই তাহার শেষ দিক দিয়া কতকটা স্থান কাটিয়া দিতে হয়?

এ মাসের 'প্রতিধ্বনি' তাহার পাঠকদের নিকটে হয়ত বড় জোর তিনদিন আগে পৌঁছিয়াছে। এই তিন দিনের মধ্যে

অবশ্য কতকটা প্রচার হইয়া গিয়াছে যে, আমি ফাল্গুনে কোথায় কোথায় যাইতাম। অদ্য সকল স্থানে পত্র দিয়া জানাইতেছি যে, আমার যাওয়া স্থগিত রহিল। যাইবার তারিখের কমপক্ষে এক মাস সোয়া মাস আগে সকলেই আমার এই পত্র পাইয়া যাইবে। তবু এক শ্রেণীর লোক খুবই সোরগোল তুলিয়া আন্দোলন চালাইবে যে, আমি কথা রাখি না। এই সকল অবুঝ আন্দোলনকারীদের কথায় তোমরা কর্ণপাত করিও না। আমি সময় মত সেখানে গিয়া হাজির হইলে ইহারা আবার অন্য দোষ একটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহা নিয়া আন্দোলন নিশ্চয় চালাইত। হয়ত ইহাদের সমালোচনার বিষয় এই হইত যে, পাহাড়ীরা পাহাড়ে দিব্যি পায়ে হাটিয়া ওঠে নামে, আমি কেন হাতীতে চড়িয়া নবাবী দেখাইলাম। কিন্তু এই সকল সমালোচনা ও আন্দোলনের কোনও অর্থ হয় না। কোনও বিজ্ঞ লোক এই সকল কথাকে একটী কাণাকড়ি মূল্য দেন না। সুতরাং তোমরা এই ব্যাপার নিয়া মোটেই মন খাটো করিও না।

তোমাদের অনেক সদ্‌গুণ থাকিলেও দুইটী দোষ আমাকে বড়ই ব্যথিত করে। একটী দোষ এই যে, তোমরা লোকের সমালোচনাকে বড় ভয় কর। সত্য পথে চলিবার কালে লোকের রসনা-কণ্ডূয়নকে তোমরা গ্রাহ্যে আনিবে কেন? অপর

দোষটী হইতেছে, তোমাদের করণীয় কাজ সব আমার আগমনের প্রতীক্ষায় গুদাম-জাত করিয়া রাখ। আমার আসার ভ্রমণ-তালিকা ছাপা হইবার আগ পর্য্যন্ত তোমরা মৃতের ন্যায় অবস্থান কর, কাজের কাজ কিছুই কর না। যাহা অনেক আগ হইতেই অল্প অল্প করিয়া করিতে থাকিলে ফল হইত সুদূরপ্রসারী, তাহাকে তোমরা অবহেলা কর। তোমাদের এই দুইটী দোষ সংশোধিত হইতেছে না বলিয়া তোমরা দিনের পর দিন আমার ঘাড়ে গুরুভার বোঝা-স্বরূপ হইয়াছে। সমাজের জঞ্জাল দূর না করিয়া তোমরাই নিজেরা জঞ্জাল-স্বরূপ হইয়া সমাজের দুঃখ বাড়াইবার ব্যবস্থাগুলি করিতেছ। তোমরা ভুলিয়া যাইতেছ যে, আমি এই যে দেশের পর দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াই, তাহার পশ্চাতে এক কণা পার্থিব স্বার্থের লোভ নাই। এত অনিয়ম আমি বছরের পর বছর সহ্য করিতেছি কিন্তু বিশ্রামের জন্য ত' কাতর হই নাই। আজ এখানে জন্মদিনের উপাসনা হইতেছে। অন্নপ্রসাদ কমপক্ষে ছয় হাজার লোক পাইবেন। এত বড় ব্যাপারের মধ্যে ফাঁক করিয়া নিয়া তোমাদের কাছে চিঠি লিখিতেছি। একটা মিনিট সময়কে আমি বৃথা চলিয়া যাইতে দিতে রাজি নহি। কেন আমার এত ত্রস্ততা, এত ব্যস্ততা, তাহা কি তোমরা এখনও বোঝ নাই?

বন-পাহাড়ের আদিম অধিবাসীদিগকে আমি আমার

বাল্যকাল হইতেই ভালবাসি। তাহাদের জন্য চিত্ত আমার কেবলই ধাইয়া বেড়াইতেছে। কতবার কত অবস্থায় তরুণ কৈশোরেই তাহাদের মধ্যে ছুটিয়া গিয়াছি। আজও আমি তাহাদের মধ্যে বারংবার যাইতে চাহি। কিন্তু যাইয়া কিছু কাজও করিতে চাহি, যে কাজ স্থায়ী ও চিরশুভদ, যে কাজ সর্ব্বজীবের কুশলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, যে কাজে নাগা, রিয়াং, কাইফেং, মলসুং-এর কুশলের সহিত অ-নাগা, অ-রিয়াং, অ-কাইফেং, অ-মলসুংদের চিরকালের প্রীতির সম্বন্ধ হয় স্থাপিত। কিন্তু তোমরা ত' কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতেছ না যে, একাজ মাত্র একটী লোকেরই করণীয় নয়, একটী দিনেই হইবার নহে। তোমাদের সকলকে এই কাজে হাত লাগাইতে হইবে এবং আমার যাইবার ভ্রমণ-তালিকা হইবার ছয় মাস কি এক বৎসর আগ হইতেই প্রতিস্থানে সকলের মনের উপরে আমাদের নূতন চিন্তা ও আদর্শের ছাপ দাগিয়া দিতে হইবে, আমাদের ভাবের সহিত নিগূঢ় পরিচয় ঘটাইয়া নিবিড় প্রেমের সহজ-সুন্দর আবেষ্টন সৃষ্টি করিতে হইবে।

প্রেম-সহকারে তোমরা এই কাজে লাগ। আগেকার মতন আর সময় নষ্ট করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরি-ওঁ
পুপুন্‌কী
১৪ই পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। তোমরা আমার জন্মোৎসব করিতেছ, ইহা ত' সুখের কথা। কিন্তু প্রকৃত সুখ পাইলাম সেই কথাটুকুতে, যেখানে তুমি লিখিতেছ, আমাকে একটা ব্যক্তিবিশেষ জানিয়া তোমরা আমার জন্মোৎসব করিতেছ না, করিতেছ আমাকে সর্ব্বমানবের মধ্যের সামান্য, সহজ, নিত্য মানুষটী জানিয়া। আমার এই শরীরের ভূমিষ্ঠ হইবার দিনটীকে ধরিয়া বিশ্বের আগত-অনাগত সকল মানবের, দেব-দানব-গর্ন্ধব-কিন্নর-যক্ষ-রক্ষ-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি সকলের করিতেছ তোমরা আবির্ভাবোৎসব। তোমাদের এই আনন্দ-উৎসব, একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া নহে, ইহা হইতেছে বিশ্বের সকলের আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করিবার জন্য বিশ্বোৎসব। যাহা হউক, বড়ই আশ্বস্ত হইলাম যে, তোমরা আমাকে একজন অবতার করিয়া ফেলিবার জন্য অন্যান্য বহু ভক্ত-সম্প্রদায়ের ন্যায় চেষ্টা করিবে না। ভগবান প্রত্যেকটী জীবের রূপ ধরিয়া জগতে আবির্ভূত হইতেছেন। প্রত্যেকটী জীবই ভগবানের অবতার। প্রত্যেকটী অবতারই

কতকগুলি সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়া আসিয়া থাকেন, যাহার অতীতে তাঁহাদের করণীয় কিছু থাকে না। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সিংহনাদ করিয়া অর্জ্জুনের মোহান্ধকার দূর করিলেন কিন্তু যাদবকুলের কুবুদ্ধি কুমতি দূর করিতে সক্ষম হইলেন না। এইজন্যই শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-বধের জন্য আবির্ভূত হইয়া একটী মাত্র যুগের একটী মাত্র সীতাকেই লঙ্কাপুরী হইতে উদ্ধার করিলেন কিন্তু অনন্ত কোটি সীতাকুল ভারত-ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে ও পরে যে পরগৃহে লাঞ্ছিতা হইয়া কত আর্ত্তনাদ করিলেন, তাহার কোনও প্রতিবিধান-ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারিলেন না। এই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ যবন হরিদাসকে ঠাকুর হরিদাস করিলেন কিন্তু আরও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যবন এই ভারতের প্রান্তে প্রান্তে হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি বিদ্বেষ লইয়া বংশানুক্রমে যে বাড়িতে থাকিল, তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। এই জন্যই অত্যাধুনিক কালের কোনও কোনও মহামানব ধর্ম্মে ধর্ম্মে প্রেমমূলক অপূর্ব্ব ধর্ম্মান্দোলনের মূলস্বরূপ হইয়াও তাঁহারই পন্থানুবর্ত্তী ত্যাগী সাধুদের অনেকের ভিতর হইতে ঈর্ষ্যা, অসূয়া, অপর সঙ্ঘের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধির জড় উৎপাটন করিয়া যাইতে পারিলেন না। ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদবুদ্ধি লইয়া লোকে যাঁহাদের অবতার বলিয়া পূজা করে এবং অন্যান্য অবতারদের অপেক্ষা কোনও অবতারকে শ্রেষ্ঠ

বলিয়া প্রচার করে, তাঁহাদের লীলা-প্রকাশ সীমাবদ্ধ মহিমার ব্যাপার। তোমাদের সংখ্যাবল এত অধিক এবং তোমাদের সাধন-বল বাড়ুক আর না বাড়ুক, সংখ্যাবল দিনের পর দিন এত বাড়িয়া যাইতেছে যে, তোমরা কেহ কেহ মিলিয়া আমাকে অবতার বলিয়া প্রচার সুরু করিয়া দিলে সেই প্রচার অবাধে গলাধঃকরণ করিবার লোকের অভাব হইবে না। যেই সকল ঘটনাকে লীলা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া এই সকল স্থলে প্রচার করা হইয়া থাকে, অপর দশ জন সাধারণ মানুষের মতই সেই জাতীয় ঘটনা আমারও এই ক্ষুদ্র জীবনে এত প্রচুর যে, তাহা নিয়া মালা গাঁথিয়া একটা কাব্য রচনাও খুব কঠিন কাজ হইবে না। আবার, কাহাকেও অবতার বলিয়া প্রচার করিবার পরে তাঁহার জীবনের অতি সামান্য ঘটনাগুলিকে যে ভাবে অতিশয় নিগূঢ় তাৎপর্য্যে পূর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তাঁহার জীবনের সাধারণ এবং অসাধারণ ত্রুটিগুলিকে যে ভাবে অত্যাশ্চর্য্য মহিমাখ্যাপক বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাঁহাদের কাহারও কাহারও জীবনের সামাজিক ও নৈতিক অপরাধগুলিকে যেমন করিয়া চূণকাম করিয়া কৃষ্ণবর্ণ কয়লাকে দাঁত মাজিবার শাদা ধবধবে ফ্রেঞ্চ চকে পরিণত করা হয়, তাহা করিবার জন্য লেখক, কবি এবং সাহিত্যিকেরও অভাব হইবে না। সকলেই প্রাণের ভক্তি লইয়া প্রেমের তাগিদে

লেখনী লইয়া বসিবেন, তাহা নহে। যাঁহার জীবন লইয়া দুই কলম লিখিলে যশ বা অর্থ কিম্বা উভয়ই লাভ সম্ভব, তাঁহার সম্পর্কে কাব্য, লীলা-মহিম্ন-স্তোত্র বা অলৌকিক কাহিনী রচনা করিবার লোক লিখন-শৈলীর নিপুণ শিল্পীদের মধ্যেও আপনা আপনি মিলিয়া যাইবে, যাঁহারা হয়ত নিজেদের লিখিত ঘটনা নিজেরাই অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করেন না। মহৎ গুণাবলির বলে অনেকে অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন কিন্তু মহৎ গুণাবলি না থাকা সত্ত্বেও এই সকল বরেণ্য বক্তা বা যশস্বী সাহিত্যিকের অক্লান্ত শ্রমে অনেক সাধারণ লোকও অবতারের পদবী পাইয়াছেন। কিন্তু আমি সাধারণ মানুষটী থাকিতেই ভালবাসি, অবতার বলিয়া পূজা পাইতে চাহি না।

আমার জন্মদিবসকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমরা জগতের ছোট-বড় সকলের জন্মকে কর সম্মান। এই বিশ্বাস মানুষের মনে সুদৃঢ় হউক, যাহারা অবতার বলিয়া পূজিত হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না, সেই সকল নীচ, হীন, অন্ত্যজ, অপাংক্তেয় বলিয়া অবজ্ঞাত অবহেলিতদের মধ্যেও কত কত অবতার ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। এই ঘুমন্ত দেবতাকে আমাদের জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরি-ওঁ পুপুন্কী আশ্রম
১৫ই পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

হঠাৎ শরীর জানাইয়া দিল যে, হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পর্ব্বতাতিক্রম এখন চলিবে না, কিছুদিন সবুর সহিতে হইবে, তাই আমার এবারকার লঙ্গাই উপত্যকার পাহাড়ী জায়গাগুলির ভ্রমণ স্থগিত রইল। পরে আমি ঐ অঞ্চলের ভ্রমণ-তালিকা তৈরী করিব এবং এইবারকার প্রস্তাবনায় যেই সকল স্থান বাদ পড়িয়া গিয়াছিল, আমার আগামী প্রস্তাবনায় সেই সকল স্থানকেও ভ্রমণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিব। পাহাড়ী বস্তিগুলি যতই দুর্গম হউক, আমি চাহি না যে তাহাদের মধ্যে একটী উল্লেখযোগ্য স্থানও আমার পর্য্যটনের সময়ে বাদ পড়িয়া যাউক। অবশ্য, যে সকল স্থানে গেলে খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত আমাকে পাঞ্জা লড়িতে বাধ্য হইতে হইবে, সেই সকল স্থানে আমি যাইতে চাহি না। কারণ পৃথিবীর সকল ধর্ম্মকেই আমি সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। কোনও ধর্ম্মের সহিতই সংঘর্ষ করিবার আমার ইচ্ছা নাই।

কিন্তু খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচারিত ধর্ম্মে অনেক সময়ে পার্থক্য হইতে দেখা যায়। খ্রীষ্টদেব মানুষ

মাত্রেরই প্রতি প্রেম করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু অনেক মিশনারীরা পরধর্ম্ম-দ্বেষ প্রচার করিয়া থাকেন। যীশুখ্রীষ্ট কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া ইহুদিদের দেশে ও সমাজে নববিধান প্রবর্ত্তন করেন নাই কিন্তু অনেক খ্রীষ্টান মিশনারীর শিক্ষা এবং রুচি প্রচারগোষ্ঠী-বিশেষকে জাতিবিশেষের বিরুদ্ধে দ্রোহ-পরায়ণ হইবার প্ররোচনা দিয়াছে। যেখানে সর্ব্বজীবের প্রতি সমভাব প্রচার করিতে গিয়া অকারণে তাঁহাদের ক্রোধের পাত্র হইতে হইবে, যাঁহারা নিজেদের খ্রীষ্টান বলিয়া পরিচয় দিলেও খ্রীষ্টদেবের ক্ষমা, প্রেম, দয়া ও সেবার অনুশীলন ও অনুসরণ করেন না, সেখানে নির্ভয়ে নিজ কর্ত্তব্য-পালন করিয়া যাওয়াকে আমি সাম্প্রদায়িকতা বলিয়াও মনে করি না। অবশ্য আমাদের নীতি আবহমান কাল ধরিয়াই, নিজে বাঁচিতে এবং পরকে বাঁচিতে দিতে, আর স্বল্পতম বিরোধের মধ্য দিয়া বৃহত্তম প্রেম-মিলনের পথ খুঁজিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। যেখানে খ্রীষ্টধর্ম্ম পৌঁছে নাই, এমন পার্ব্বত্য অঞ্চলের অভাব কি? কেন আমরা সেই সকল স্থানে সর্ব্বাগ্রে যাইব না?

আমি লঙ্গাই উপত্যকাতে কিছুদিন পরে আসিতেছি। হয়ত সেই বিলম্বটা এক বৎসরও হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে তোমাদের হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। লঙ্গাই উপত্যকা, মনু উপত্যকা, গোমতীর উৎস বা অন্য যে কোনও স্থানেই আগামী

শীতে যাই না কেন, তোমাদের কাজ এখনই সুরু করিতে হইবে। জংলী মানুষগুলির ভিতরেও যে পরমদেবতা বিরাজ করেন, এই বিশ্বাস যাহাদের আছে, মাত্র তাহাদেরই সঙ্গে নিয়া যাইও। কয়লার স্তূপের মধ্যেও যে হীরক খুঁজিতে চাহে, ছাই-পাঁশের গাদার মধ্যেও যে অগ্নিকণা বাহির করিতে চাহে, ঝরা পাতার স্তূপের নীচেও যে সারমাটি খুঁজিয়া বাহির করে, এমন লোককে সঙ্গে নিও। তোমাদের প্রত্যেকের মনে এই ভাবই থাকা প্রয়োজন যে, প্রভুর সেবার এমন সুযোগ আর কখনও জীবনে মিলে নাই, এই সুযোগের প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। তোমাদের প্রত্যেককে মনে রাখিতে হইবে যে, পাহাড়ীদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য তোমরা যাইতেছ না, যাইতেছ ভগবানের প্রিয় কাজ করিয়া নিজেরা ধন্য হইবার জন্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৬ই পৌষ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

লঙ্গাই উপত্যকাতে পার্ব্বত্য জাতি সমূহের মধ্যে কাজ

করিবার জন্য কর্ম্মী প্রেরণ সম্পর্কে তোমাদের মণ্ডলী একটী সভা আহ্বান করিয়াছেন এবং আহূত সভাতে অধিকাংশ সভ্যেরা আগ্রহের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, ইহা তেলিয়ামুড়া অখণ্ডমণ্ডলীর পক্ষে খুবই একটা কৃতিত্বের কথা। আরও গৌরবের কথা এই যে, তোমাদের মণ্ডলী হইতে চারিজন কর্ম্মী নিজেদের ব্যয়েই কাজে যাইতেছেন এবং অপর দুইজন মূল্যবান্ কর্ম্মীকে দুইটী মাসের জন্য সংসার-চিন্তা হইতে অব্যাহতি দিয়া সর্ব্বশক্তি লইয়া কায়মনোবাক্যে কাজে লাগিবার জন্য অতি সাধারণ ভাবে হইলেও তাহাদের পারিবারিক ব্যয়-সংস্থানের একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছ। তোমরা কথা কখনও বেশী বল নাই। এইজন্যই বোধ হয় তোমাদের দ্বারা সত্যিকারের কাজের সময়ে তর্ক-বিতর্ক উঠিল না, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে মিটিং-এর পর মিটিং চলিল না, দলাদলি হইল না, কে কার চেয়ে বড় কর্ম্মী, তাহা নিয়া বিতণ্ডার সৃষ্টি হইল না। তোমাদের আচরণ যদি অন্যান্য মণ্ডলীগুলি অনুসরণ করে, তবে তাহারা লাভবান্ হইবে।

যাহা হউক, সিদ্ধান্ত যখন করিয়া ফেলিয়াছ, তখন তোমরা আর কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া কাজে নামিয়া পড়। ছাপান কাগজপত্র যখন যাহা যদ্রূপ ভাবে প্রয়োজন হয়, বারাণসীতে সবিস্তার নির্দ্দেশ জানাইয়া পত্র দিলে, পত্র পাইবার সাতদিন মধ্যে স্নেহময় তাহা রওনা করিয়া দিবে। তোমরা কাজে

নামিলে তোমাদের হাতিয়ার-পত্রের কখনও অভাব হইবে না।

মনে রাখিও, তোমরা পৃথিবীব্যাপী অজ্ঞানতার বিরুদ্ধেই চালাইতে যাইতেছ অভিযান। অজ্ঞানতা বিদূরণের নাম করিয়া নূতন কোনও কুসংস্কার তোমরা সরল-স্বভাব পর্ব্বতের শিশুদের মনে না ঢুকাইয়া দাও, এই বিষয়ে তোমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে।

তাহাদের নৃত্য, গীত, কারু, শিল্প, বাদ্য, ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি সম্পর্কে যত অধিক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পার, করিবে। তাহাদিগকে ভাল করিয়া না জানিলে না চিনিলে তাহাদিগকে কেমন ভাবে আমরা আপন করিব, তাহার পদ্ধতি-নির্ণয়ে ভ্রান্তি এবং প্রমাদ আসিতে পারে। যে যাহাকে চেনে না, সে তাহাকে আপন করিতে পারে না। যে যাহাকে আপন বলিয়া জ্ঞান করে না, সে তাহাকে চিনিতেও পারে না। সুতরাং তোমরা ইহাদিগের ভিতরে প্রবেশ করিবার কালে তোমাদের অনেক যুগ আগেকার হারাণো ভাই বলিয়া ইহাদিগকে জ্ঞান করিও।

আর্য্য ঋষিরা তাঁহাদের সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মবাদের বলে বহু অনার্য্যকে আর্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু ঋষিদের বংশধর আমরা বিশ্বকে আর্য্য করিবার নির্দ্দেশ পালন করিয়া চলি নাই। ঋষিরা বলিয়াছিলেন কৃণ্বন্ত বিশ্বমার্য্যম্, কিন্তু আমরা তাঁহাদের

বংশধর কেবলই বলিতে লাগিলাম, ওকে ছুঁয়ো না, ওর ছায়াস্পর্শ করিও না, অমুককে দুরমুজ-পেটা কর, তমুককে সমাজ হইতে বহিষ্কার করিয়া দাও। একটী আর্য-সন্তানকে বংশানুক্রমে পর করিয়া দেওয়াই যেন আমাদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ও আমাদের সভ্যতার পরমোৎকৃষ্ট অবদান। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দুনিয়ার দুর্গতিকে টানিয়া আনিয়া শুদ্ধ করিয়া সৎস্বভাব সৎসংস্কার আর্য্যে পরিণত করিয়াছেন আর আমরা তাঁহাদেরই বংশধর হইয়া আর্য্যকে অনার্য্য, হিন্দুকে ম্লেচ্ছ, জাতিভুক্তকে সমাজদ্রোহী হইতে সাহায্য করিয়াছি। তাঁহাদের কৃতিত্ব ছিল ইতিবাচক আর আমাদের কৃতিত্ব হইয়াছে নেতিবাচক। তাঁহারা কর্দ্দমে পঙ্কজ খুঁজিয়াছেন, আমরা পঙ্কজে কর্দ্দম খুঁজিয়াছি। তাঁহারা ধূলিকণাকে স্বর্ণকণায় পরিণত করিয়াছেন, আমরা স্বর্ণ-মুষ্টিকে ধূলি-দৃষ্টিতে রূপান্তর দিয়াছি।

আমাদের এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত নানা ভাবেই আসিয়াছে তবু আমাদের চোখ খোলে নাই। কিন্তু এভাবে আর দিন চলিবে না। অমাবস্যার গভীর অন্ধকারময়ী রজনী আসিবার আগেই ইহাদের সহিত পরিপূর্ণ আত্মীয়তা স্থাপন করিতে হইবে। যাহারা সত্য সত্যই আপন, তাহাদিগকে কেন আর দূরে ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিয়া দিব? চল আজ বনে জঙ্গলে পাহাড়-পর্ব্বতে হরিনামের দিব্য অভিযান লইয়া। আমি কখনো

সশরীরে কখনও দিব্য দেহে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৬ই পৌষ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। পাইয়া সুখী হইলাম। গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে ধীবর, পাটনি, মাঝি, নমঃশূত্র প্রভৃতির দ্বারা অধ্যুষিত এক গ্রামে গিয়া হরিনাম ও দিব্যভাব প্রচার করিয়া আসিয়াছ। স্পষ্টই দেখিয়া আসিয়াছ যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ আদি তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদের অপেক্ষা সৎকথা শ্রবণে ইহাদের আগ্রহ বিন্দুমাত্র কম নহে। নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছ যে, ইহাদের মধ্যে অনেকের সরলতা ও ধর্ম্মপ্রবণতা অন্য জাতির লোকদের অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও গভীর।

তোমরা বারংবার ইহাদের গ্রামে যাইও। ইহাদের নিকটে সেই বার্ত্তা শুনাইও যে, ছোট-বড়'র ভেদাভেদ ঘুচিবার দিন আসিয়াছে। সূর্য্য আকাশে উদিত হইয়াই গিয়াছে, মানুষগুলি জাগরিত হইলেই মাত্র হয়। মানুষ জাগিল না, প্রভাত-অরুণ

মধ্যাহ্ন-অর্য্যমায় পরিণত হইলেন, মধ্যাহ্নের সূর্য্য অস্তাচলে আরোহণ করিলেন, যে যেমন ঘুমে ছিল, সে তেমনই রহিয়া গেল,—এভাবে ভেদাভেদ দূর হয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৭ই পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সকল বিষয় বিস্তারিত অবগত হইলাম। পত্রখানার জবাব কালই দিতাম কিন্তু এখানে বড় প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে। আশ্রমের দরজায় কোলাপ্‌সিবল গেইট বসাইবার কালে একটা লোহায় লাগিয়া বাম পায়ে বেশ আঘাত লাগিয়াছে। আঘাতের বেদনা আর তীব্র শীত একত্র মিলিত হওয়াতে আমি আর রাত্রে বেশী সময় টেবিলে বসিতে পারি নাই। হাতের অবস্থাও খুব ভাল নহে। দুই হাতে কমপক্ষে সাত আটটা কাঁটা ফুটিয়াছে। বত্রিশ বছর আগে এটা জঙ্গল ছিল, আজ পুষ্পোদ্যান হইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া এদেশের স্বচ্ছন্দ-জাত কাঁটা কমে নাই।

অন্য সঙ্ঘের ধর্ম্মমতে দীক্ষিত অনেক ব্যক্তি নিজেদের

মতে পথে অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাদের এখানে দীক্ষিত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের সম্পর্কে আমাদের মতামত অনেক আগেই সুস্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়া রহিয়াছে। কাহাকেও নিজপথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন একটা মত বা পথ গ্রহণে উৎসাহ দান আমাদের পক্ষে সঙ্গত নহে। প্রথম কারণ এই যে, এই সকল ধর্ম্মার্থীরা অনেকে হয়ত নিজেদের মন না বুঝিয়াই হুজুগ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। আমার দীক্ষার ঘরে যখন পুষ্প-বিল্বপত্রাদি লইয়া দলে দলে আগ্রহী নরনারীরা প্রবেশ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের সুদীর্ঘ সারি দেখিয়া যে-কোনও ভাব-প্রবণ লোকের মনে একটা সাময়িক উদ্দীপনা জাগিয়া ওঠা খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। হিন্দুদের প্রতীক-উপাসনা যাঁহারা মানেন না, পুরীধামে জগন্নাথদেবের রথের দড়ি টানিবার জন্য ব্যাকুল নরনারীদের বিশাল সমাবেশ দেখিয়া তাঁহাদের কাহারও কাহারও কি প্রাণে ভক্তির সুরধুনী বহিতে দেখা যায় নাই? ইহাও তদ্রূপ এক সাময়িক ব্যাপার মাত্র। এই কারণে এই সকল দীক্ষাপ্রার্থীকে এই উপদেশই দেওয়া প্রয়োজন যে, তাহারা নিজ নিজ প্রাপ্ত দীক্ষাতেই একনিষ্ঠ হইয়া সাধন করিয়া যাইতে থাকুক এবং তাহারই ফলে একদিন পরম পিপাসার পরিনিবৃত্তি ঘটিবে। বিশেষতঃ, যত দিন যাইবে, তত মত আর তত পথ চাখিয়া বেড়াইবার বুদ্ধি খুব সুবুদ্ধিও নহে।

সুতরাং অন্য মতে দীক্ষিত ভিন্ন পথের পথিকদিগকে নিজ নিজ পথে প্রেম সহকারে চলিবার উৎসাহই তোমরা দিবে, তাহাদিগকে আমাদের মতে পথে টানিয়া আনিবার জন্য চেষ্টা পারতপক্ষে করিবে না। জগতে যতগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাহার বাড়া আরও শত শত ধর্ম্মসম্প্রদায় সৃষ্ট হইলেও আমাদের আপত্তি নাই। আমরা যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমি হইতে, সমন্বয়ের মহামন্ত্র সাধনা হইতে নিজেরা এক চুল দূরে না সরিয়া পড়ি, আমাদের লক্ষ্য মাত্র সেইটুকুই থাকিবে। আমাদের দল বাড়াইবার জন্য কোনও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু এই কথা মনে রাখিও যে, আমাদের চিন্তা ও আদর্শ প্রচারের আমাদের অধিকারও আছে, প্রয়োজনও আছে। অপর কোনও মতামতের সহিত সংঘর্ষ সৃষ্টি না করিয়া নিজেদের মতামত প্রচারের চেষ্টাই হইবে আমাদের কর্ম্মকৌশল। অন্য মত বা পথকে বিরূপ সমালোচনায় হেয় করিয়া নিজেদের মত বা পথকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন আমাদের হইবে না। আমাদের মত-পথের ভিতরে উপলব্ধি আর যুক্তি এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটিয়াছে। আমাদের মত, আমাদের আদর্শ অন্য পথকে আক্রমণ না করিয়াও আত্মবিস্তার করিবার সামর্থ্য রাখে। যাঁহারা আমাদের মত-পথকে আক্রমণ করিতেছেন বা আমাদের মত-পথ প্রচারের বৈধ চেষ্টাগুলিকে বিকৃত ব্যাখ্যা

দ্বারা লোকচক্ষে হেয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা এই সকল চেষ্টার দ্বারা জনসাধারণের অশ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই অর্জ্জন করিবেন না। অপিচ অপরের অহিত না করিয়া আমাদের প্রচারের জন্য যে-কোনও আবশ্যকীয় পন্থা অবলম্বনের আমাদের অধিকার আছে। মানবজাতিকে সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে আমরা ভালবাসি বলিয়াই এই অধিকার আমাদের অধিকতর বলশালী হইয়াছে। আমাদের মত প্রচার করিবার জন্য প্রয়োজন-স্থলে আমার জীবনের সত্য ঘটনা প্রকাশ করা তত বড় অপরাধ নহে, নিজেদের দল পুষ্ট করিবার জন্য সঙ্ঘের গুরু স্বর্গারোহণ করিবার পরে তাঁহার জীবনে নানা সত্য, মিথ্যা ও বিকৃত সত্য ঘটনার সমাবেশ করিয়া তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টার ভিতরে যত বড় অপরাধ রহিয়াছে। অনেকের মতামত তাঁহাদের জীবনের ঘটনাগুলিকে বাদ দিয়া বুঝা যায় না, বুঝান যায়। কিন্তু অনেক ব্যক্তির মতামতের সহিত তাঁহাদের জীবনের ঘটনাবলির সহিত কোনও সামঞ্জস্যই নাই। কেবল এইরূপ স্থলেই মত-প্রবর্ত্তকের জীবনকে বাদ দিয়া তাঁহার মতবাদ আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু আখ চিবাইয়া খাইতে যে আমোদ, এক গ্লাস আখের রস গলাধঃকরণে সেই আমোদ নাই। কাহারও মতবাদের সহিত তাহার জীবনের ঘটনাবলি জড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়াই যেমন মতবাদের আলোচনা আর

জীবনের কোনও কোনও ঘটনায় প্রায় অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্ক, ঠিক তেমনই ব্যাপার তোমাদের "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়াছবিতে ঘটিয়াছে। কেহ কেহ তোমাদের সঙ্ঘের আদর্শ প্রচারের এই যন্ত্রটীকে অপছন্দ করিতেছেন বলিয়াই তোমরা হতোদ্যম হইতে পার না বা নিজেদের কাছে নিজেরা ছোট হইয়া যাইতে পার না। চিরকাল সিদ্ধ গুরুরা ডাকিয়া বলিয়াছেন,—এই দেখ্, আমি ইহা। শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিতে শুনা গিয়াছে যে, তিনি কবে কি ভাবে কি সাধনা করিয়াছেন, কবে কি ভাবে তাঁহার প্রাকৃত দেহে জীব-বিজ্ঞানের কল্পনার বাহিরে সব সংযোজন ঘটিয়াছে এবং তিনিই কলিযুগে রাম এবং কৃষ্ণ দুই অবতারের মিলিত আবির্ভাব। সিদ্ধাচার্য্যেরা চিরকালই নিজেদের সম্পর্কে এমন সব কথা শিষ্যদের বলিয়াছেন, কুব্যাখ্যা করিলে যাহাকে আত্মপ্রচার বা আত্মাহঙ্কার বলা চলে। কিন্তু সেরূপ ব্যাখ্যা আমরা কখনও করি না। যেই যোগ-ভূমিতে দাঁড়াইয়া ক্ষত্রিয় নন্দন শ্রীরাম নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া ভাবিতে পারেন, যেই যোগভূমিতে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিশ্বের কর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন, যেই যোগভূমিতে দাঁড়াইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেকে দেবাধিপতি নারায়ণের সহিত অভেদ জ্ঞান করিয়া প্রয়োজন স্থলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মকে স্মরণ করিতে পারেন, সেই যোগ-ভূমিতে দাঁড়াইয়া আমিও এই কথা বলিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছি যে,—আমিই রাম, আমিই কৃষ্ণ,

আমিই বুদ্ধ, আমিই শঙ্কর, আমিই রামানুজ, আমিই কবীর, আমিই সুরদাস, আমিই ভক্তি, আমিই ভক্ত, আমিই ভগবান্, আমিই অবতার। কিন্তু তথাপি আমি তোমাদের নির্দ্দেশ দিয়া রাখিয়াছি যে, আমাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিবে না, আমার আশ্রমে বিগ্রহ-পূজার স্থানে আমার প্রতিচিত্র বসাইবে না। সেই আমার যুগোপযোগী আদর্শবাদ প্রচারের প্রয়োজনে যদি তোমরা এমন ছায়াচিত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাক, যাহাতে আমার জীবৎকালেই আমার জীবন-কাহিনীর অতি অল্প অংশ মাত্র আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা হইলে ভিন্নমতাবলম্বী ভিন্নপথাবলম্বী ব্যক্তিরা উহাকে আমাদের আত্মপ্রচার বলিয়া গালি দিলেই তাহা একেবারে ষষ্ঠ বেদ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? তোমরা যাহা করিয়াছ, প্রয়োজনের তাগিদে করিয়াছ, যুগের দাবীতে বাধ্য হইয়া করিয়াছ। তোমরা করিয়াছ সেই কাজ, যেই কাজের ফলে তোমাদের গুরুকে অবতার বলিয়া প্রচার করা হয় নাই, হইয়াছে এই কথা প্রচার,—"ওরে, তোরাও যা, আমিও তা। তোদের আর আমার মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই।"

সর্ব্বজীবের প্রতি অগাধ প্রেম লইয়া সর্ব্বত্র তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও এবং সর্ব্বজনের প্রতি অতুল ভালবাসা লইয়াই তোমরা প্রতি কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাক। তোমাদের সঙ্ঘশক্তির প্রকাশ যেন জগতের সকল সঙ্ঘের প্রতি মৈত্রীভাবসম্পন্ন

হয়। কোনও কারণেই তোমরা ভিন্ন লোকদের আচরণে রুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রতি বিরোধ-ভাব পোষণ করিও না। যাঁহারা আজ তোমাদের প্রতিকার্য্যে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন, কাল যে তাঁহারা তোমাদের প্রকৃত সহায়ক হইবেন না, ইহা কে হলফ করিয়া বলিতে পারে? সেদিন মালদহের রথবাড়ী গ্রামে ভাষণ দিতেছিলাম। দেখিলাম, জনসংখ্যা মন্দ নহে কিন্তু হয়ত আরও বেশী হইতে পারিত। পরদিন প্রাতে জানা গেল, এক দল ভদ্রলোক চারিদিকে প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে ট্রেইন মিস্ করার দরুণ আমি আসিতে পারি নাই। এই সংবাদে রাস্তা হইতেই অনেক লোক নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যান, সভাস্থলে আর কষ্ট করিয়া আসিলেন না। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের সভাতে কি এই কৌশল কার্য্যকর হইয়াছিল? দ্বিতীয় দিনের সভাকে পণ্ড করিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল, যাহা অবশ্য সভাস্থলেই আপনা আপনি ব্যর্থ হইয়া যায়। আমার ভাষণ দান সম্পর্কে মালদহ সহরে যতগুলি পোষ্টার লাগান হইয়াছিল, প্রায় সবগুলি তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। সমগ্র সহরে মাত্র একখানা কি দুখানা পোষ্টার অনবধানতায় ভদ্রলোকেরা তুলিয়া ফেলিতে ভুলিয়া যান। মনে করা হইয়াছিল, সভায় লোক হইবে না। কিন্তু এই চেষ্টা সফল হয় নাই। প্রথম দিনের সভাভঙ্গের পরে দ্বিতীয় দিনে যে জন-সমাবেশ হইয়াছিল, ধর্ম্মসভায় এত বড়-সমাবেশ এবং

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

এমন বিদ্বান ও বিদূষী নরনারীদের দলে দলে আগমন মালদহ সহর হয়ত এক শতাব্দীতেও দেখে নাই। হইল কি অপচেষ্টা সফল? আজ যাঁহারা এই ভাবে নানা মিথ্যা অবলম্বন করিয়া তোমাদের নির্ব্বিরোধ সমাজ-সেবার প্রয়াসকে ব্যাহত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা যাঁহার বা যাঁহাদের প্ররোচনাতেই ইহা করুন না কেন, একদিন তাঁহারা তোমাদের মিত্র হইয়া কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কাজ করিতে নামিবেন না, এমন গ্যারাণ্টি কি কেহ দিয়া রাখিয়াছে? সুতরাং এই জাতীয় ব্যাপারে তোমরা নিজেদের মনের মধ্যে বিদ্বেষ-বিষের অনুশীলন করিও না। বিদ্বেষ প্রশ্রয় পাইলে কলেরার বীজাণুর ন্যায় নিয়ত বংশ বাড়ায়। তোমরা ক্ষুদ্র বিদ্বেষকেও মনের ভিতরে ঠাঁই দিও না। যে অঞ্চলেই যেই রূপটী ধরিয়া যেভাবে যে বাধা আসিবে, তোমরা তোমাদের প্রেমময় সঙ্ঘের মধুময়ী একতা দ্বারা সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে তাহাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দিবে। বাধা দূর করিয়া দেওয়াই তোমাদের কর্ত্তব্য, ভিন্ন সঙ্ঘের অনুবর্ত্তীদের বা ভিন্ন সঙ্ঘের লোকদের দ্বারা প্ররোচনাপ্রাপ্ত নিরীহ ব্যক্তিদের সম্পর্কে মনে কোনও তিক্ত চিন্তা পোষণ করিয়া তাহাদিগকে শত্রু জ্ঞান করা তোমাদের কর্ত্তব্য নহে। আজ যাহারা তোমাদের রথের দড়ি কাটিয়া ফেলিবার জন্য কাস্তে হাতে ছুটিয়া আসিতেছে, কাল তাহারাই আবার ঐ রথের চাকার তলে

আত্মবিসর্জ্জন দিয়া নিজেদের জন্ম-জীবন ধন্য মনে করিবে। কেবল একটু ধৈর্য্য ধরিয়া চল। মুখে প্রেমের বুলি কপচাইয়া আমরা যেন কার্য্যে অপ্রেম না করি।

কোনও একটা অনুষ্ঠান সম্মুখে আসিয়া পড়িলে তোমরা গোড়া হইতেই ধরিয়া নিও যে, সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ অসাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষকেরা সাধ্যমত বাধা একটা দিবেনই। সুতরাং তোমরা তোমাদের সৈন্যব্যূহ রচনা করিবে তদুচিত ভাবে। নেপোলিয়ান এক প্রতিপক্ষকে একাধিক দিকে আক্রমণ করিতেন কিন্তু তন্মধ্যে একটী স্থানে করিতেন সর্ব্বশক্তির প্রয়োগ। কারণ, এই একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে শত্রুব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াই তাঁহাকে চরম যুদ্ধজয় করিতে হইবে। এই অপূর্ব্ব রণকৌশলের জন্য নেপোলিয়ান চিরকাল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমর-নেতাদেরও শিক্ষাগুরু হইয়া থাকিবেন। তোমাদিগকেও এই কৌশলটী আয়ত্ত করিতে হইবে। তোমরা তোমাদের এই অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের জন্য ভিক্ষা কর না বা চাঁদা তোল না। তবু যে কতকগুলি সঙ্ঘের কোনও কোনও শাখার সেবক ও কর্ম্মীদের কাছ হইতে নিরন্তর বাধাই আসিতেছে, তাহার কারণ দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু এই বাধাকে নিষ্ফল করিবার জন্য তোমরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইও না। অপরের সৎকার্য্য পণ্ড করিবার মধ্যে যাঁহাদের কর্ম্ম-শক্তির

উদ্দীপনা, পৃথিবীতে তাঁহারা জীবিত নাই বলিয়াই বিবেচনা করিবে। কিন্তু প্রতিটি ভ্রাতা-ভগিনী শিশু-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে ঘরে ঘরে যাইয়া মানুষের সাথে প্রাণের সংযোগ স্থাপন করিবে। তোমাদের কোনও অনুষ্ঠান যেন চাঁদা আদায়ের জন্য মানুষের দুয়ারে না যায় কিন্তু এই উপলক্ষ্যে তোমাদের আদর্শের বাণীগুলি যেন অনুকূল-প্রতিকূল-নির্ব্বিশেষে প্রতিটি মানুষের ঘরে অবিরাম পৌছিতে থাকে। গ্রহণ করিয়া নহে, দান করিয়া ইহাদের সহিত আত্মার আত্মীয়তা তোমরা প্রতিষ্ঠিত করিবে। নিয়া নহে, দিয়া তোমরা কুটুম্ব-পরিসর বর্দ্ধন করিবে। দিবে ইহাদিগকে অন্তরের প্রেম, শুদ্ধ ভালবাসা, প্রাণভরা বিশ্বাস, শ্রদ্ধা আর সম্মান। নিয়া নহে, দিয়া ইহাদিগকে আপন করিবে। চাঁদা দিয়া তোমাদিগকে ইঁহারা "মহারাজ" "মহারাজ" বলিয়া ডাকুন, তাহা নহে, অন্তরের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া প্রীতি-প্রেম পাইয়া ইঁহারা তোমাদের "দাদা" বা "ভাই" বলিয়া ডাকুন, ইহাই হইবে তোমাদের লক্ষ্য। তোমরা একটী প্রাণীকেও তোমাদের আদর্শের বাণী না শুনিয়া থাকিতে দিবে না, তোমাদের প্রচার-ব্যবস্থা এমন নিখুঁত হওয়া চাই। স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে তোমাদের প্রতিজনকে এই প্রচার-যন্ত্র পরিচালনের কাজে লাগিতে হইবে। এই সময়ে একজনও বসিয়া থাকিবে না। সকলে সকল সংসারী জরুরী কাজ কয়েক দিনের জন্য

শিকায় তুলিয়া রাখিবে। ঘর-সংসার, ক্ষেত-খোলা, অফিস-আদালত সব কিছুর দায় কয়েক দিনের জন্য একেবারে চুকাইয়া দিয়া প্রতিজনে কাজে হাত দিবে। যাহা অপরেরা এক শতাব্দীতে পারেন নাই, তোমাদিগকে এক সপ্তাহে তাহা পারিতে হইবে, এই জিদ নিয়া কাজে সবাই নামিবে। মতভেদ, মনান্তর, ঝগড়া-কলহ, দলাদলি সব কিছু একেবারে খতম করিয়া দিয়া সকলের কাঁধে সকলে কাঁধ মিলাইবে। এমন একটা অত্যদ্ভুত বাতাবরণ সৃষ্টি করিয়া ফেলিতে হইবে যেন শত শত লোক প্রকাশ্যে দাঁড়াইয়া আর সহস্র সহস্র লোক গোপনে গোপনে ঘরে ঘরে গিয়া অপপ্রচার করিয়াও তেমনি ব্যর্থ হইয়া যায়, ঐরাবত যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল গঙ্গাস্রোতকে রুখিয়া রাখিবার চেষ্টায়। তোমাদের আদর্শের উচ্চতা তুলনাহীন। এমতাবস্থায় আমি জীবিত আছি বলিয়াই আমার জীবনকথার দুই চারিটি কণা প্রকাশ করা নিন্দার বিষয় হইবে, এই যুক্তি নিতান্তই অসার কুযুক্তি। তোমরা বিরুদ্ধকারীদিগকে একেবারে স্তব্ধ করিয়া দিবার যোগ্যতা নিয়া প্রতিটি কার্য্যে নামিও।

কিন্তু পুনরায় বলিতেছি, অপ্রেমিক হইও না, প্রেমকেই পরম সম্বল কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৭ই পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি কি একটা বিপদে পড়িয়াছ বলিয়া লিখিয়াছ। সর্ব্ববিপদে ভগবানই রক্ষা-কর্ত্তা। তুমি অকপটে ভগবানের শরণাপন্ন হও। যদি তোমার কোনও কৃতকর্ম্ম এই বিপদ সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া অনুভব করিয়া থাক, তাহা হইলে ভগবচ্চরণে এই প্রার্থনাও অবিরাম জানাইতে থাক যে, এইরূপ ভুল, ত্রুটি বা অপরাধ আর যেন তুমি জীবনে কখনো না কর, তেমন শুদ্ধ জীবন, শুদ্ধ স্বভাব যেন তিনি তোমাকে দান করেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৭ই পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আলোচনা ভাল। কিন্তু সমালোচনা, প্রত্যালোচনা, তর্কের ঝড় আর তর্কের তোড়ে আসল প্রস্তাব তলাইয়া দিয়া পরামর্শ-সভাতেই সকল চেষ্টা-উদ্যোগের সমাধি রচনা করিও না। আমি কিছুকাল যাবৎই তোমাদের আচার-বিচার সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া যাইতেছি। দলাদলি করিবার একটা সুযোগ পাইয়া গেলে তাহাকে আর তোমরা ছাড়িতে চাহ না। এ যেন মরা গরুর হাড়, কুকুর যদি ইহা পায়, তবে চিবাইতে চিবাইতে নিজের রসনাকে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত করে, তবু ছাড়ে না। তোমরা তোমাদের সময় ও সুযোগকে এইভাবে নষ্ট করিও না। তোমরা হরিনাম ভুলিয়া কেবল কুতর্ক করিয়া পরমায়ু নষ্ট করিতেছ। স্থানে স্থানে তোমাদের মিলন-প্রয়াস অতি জঘন্য ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠালিপ্সুদের দলাদলিতে পরিণত হইতেছে। সবচেয়ে মেধাবী পুরুষ সবচেয়ে সূক্ষ্ম জন-সেবায় হাত না দিয়া পরস্পরের কর্ম্মোদ্যম শিথিল করিবার জন্য নিজেদের বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেছে। যদুবংশ ধ্বংসেরই ইহা লক্ষণ। তোমরা এই সকল পাপ পরিত্যাগ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি-ওঁ পুপুন্কী আশ্রম
১৭ই পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পত্র লিখিবার অবসর কোথায়? কখনও কর্ণি ধরিতেছি, কখনও গাইত ধরিতেছি আর তার ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া এক পংক্তি দুই পংক্তি পত্র লিখিয়া যাইতেছি।

এইভাবে যাহাকে পত্র লিখিতে হয়, তাহার পত্রের কিছু দাম তোমাদের দেওয়া উচিত। অথচ আমি একই বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে তোমাদের পত্র দিতেছি আর তোমরা নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছ। ইহা কি সুখসংবাদ না দুঃখবার্ত্তা?

দুইটী তোমরা শক্তিমান্ ভ্রাতা একটী স্থানে রহিয়াছ। দুই জনেরই ব্যক্তিগত বহু যোগ্যতা। যে সকল যোগ্যতা থাকিলে লোকপ্রশংসা লাভের উপযুক্তভাবে কাজ করা যায়, ভগবান তাহা তোমাদের দিয়াছেন নিজেদের অনুশীলন-প্রভাবে ভগবদ্দত্ত কোনও কোনও গুণ তোমাদের মধ্যে উৎকর্ষপ্রাপ্তও হইয়াছে। কিন্তু তোমাদের নাই দুই জনে মিলিয়া কাজ করিবার রুচি। এই কলিযুগে এই দোষটুকু যে কত বড় একটা ত্রুটি, তাহা বুঝিবার বুদ্ধি কি তোমাদের নাই?

সত্যাদি যুগে একটা মাত্র লোক বীরত্ব অর্জ্জন করিয়া

ইন্দ্রচন্দ্রাদিকে কৃতদাস করিয়া রাখিতে পারিত। এই যুগে সেই রীতি অচল হইয়াছে। এমন কি, যে যুগে একজন সীজার বা একজন চেঙ্গিস খান ব্যক্তিগত নেতৃত্বে লক্ষ লোককে পরিচালন করিতেন, সেই যুগেরও অবসান হইয়াছে। এখন বহুর সহিত এককে, একের সহিত বহুকে মিলিত হইতে হইতেছে। বহুর জন্য এককে আত্মবলি দিতে হইতেছে, একের জন্য বহুর আত্মবলির প্রশ্নই এ যুগে অবান্তর। তোমরা দুই বীর পরস্পর যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া কেবলই বলিতে থাকিবে যে একের ধ্বংস সাধন করিয়া অপরে থাকিবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, একের বিলোপের মধ্য দিয়া অপরে করিবে অসাপত্ন সাম্রাজ্য-সম্ভোগ, ইহা একেবারেই বাতুলতা। তোমরা বাতুলতা পরিহার কর। দুইজন গুণবান ভ্রাতা নিজ নিজ গুণাবলিকে একত্র করিয়া সমপ্রযত্নে সমান অধ্যবসায়ে সমান নিরহঙ্কার বুদ্ধিতে সমাজকে সেবা দাও।

অহঙ্কারে সকলেরই পতন হইয়াছে। তোমাদের অহঙ্কারই কেবল তোমাদিগকে ঠেলিয়া ঊর্দ্ধে তুলিবে, এইরূপ ধারণা করিতে বসা মারাত্মক ভুল। তুমি যে গুণবান্, তুমি যে বুদ্ধিমান, তুমি যে মেধাবী, তুমি যে যশস্বী, তুমি যে সম্মানী, তুমি যে ঐশ্বর্য্যশালী, তুমি যে বিপুল প্রতিপত্তির অধিকারী, সেই কথা ভুলিয়া গিয়া তুমি যে সেবক, তুমি যে প্রেমিক, তুমি যে প্রেমার্থী, তুমি যে জীবসেবার জন্যই মানবতনু

পাইয়াছ, তোমার যে সর্ব্বজনশুভার্থে আত্ম-বিসর্জ্জন ব্যতীত জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের অন্য কোনও বরেণ্যতর পন্থা নাই, ইহাই নিয়ত স্মরণ কর। আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ত তোমার সঙ্গেই থাকিবে। চাহিতে হইবে না, চাহিবার আগেই তাহা পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী আশ্রম

১৭ই পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তেলিয়ামুড়ার আমার একটী কর্ম্মীকে নির্দ্দেশ দিয়াছি, যেন সে অবিলম্বে লঙ্গাই উপত্যকাতে গিয়া পাহাড়ীদের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কাজ আরম্ভ করে। এই দারুণ শীতে তার কষ্ট হইবে, তবু সে যাইবে। তেলিয়ামুড়ার মণ্ডলী তাহার সঙ্গে নিজেদের ব্যয়ে আরও কয়েকজন কর্ম্মী পাঠাইতেছেন। তোমাদের ওখান হইতে লঙ্গাই উপত্যকা অধিক দূর নহে। তোমরা কি এই সময়ে চুপ মারিয়া যাইবে?

তোমাদের ওখান হইতেও এই সময়ে কর্ম্মী পাঠান প্রয়োজন। যখন কোথাও কেহ কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ

করিতে অগ্রসর হইবে, তখন সকল স্থানের সকল মণ্ডলীর কর্ত্তব্য হইবে সেই কাজের সহকর্ম্মী খুঁজিয়া বাহির করিয়া মণ্ডলীর ব্যয়ে তাহাকে সেই অঞ্চলে কাজ করিতে পাঠান। সকলের এইরূপ একতান সহযোগ যে-কোনও অসাধ্য ব্যাপারকে সুসাধ্য করিবার সামর্থ্য রাখে।

পাহাড় অঞ্চলে বাস করিয়াও তোমরা এতকাল পাহাড়ীদের মধ্যে কোনও কাজই কর নাই। কেবল অলস কল্পনা আর অর্থহীন জল্পনা করিয়াছ। তোমাদের সেই বাক্যাড়ম্বর ও বহ্বাস্ফোটন কার্য্যে রূপ পায় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, বেশী কথার মতন কাজের শত্রু আর কি আছে? একটী মাত্র মধুর কণ্ঠ যখন লুসাই পাহাড়ের প্রান্তদেশে গিয়া হরি-ওঁ কীর্ত্তন গাহিয়া উঠিবে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে কেন লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ নামের গর্জ্জনে নাগা, মিকির, আবর, মিশমি এবং কুকীদের পাহাড়কে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিবে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী আশ্রম

১৭ই পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

তুমি চাকুরী পাইয়া নূতন সহরে আসিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, চাকুরীর কর্ত্তব্যপালনের মধ্য দিয়াই যে সমাজ-সেবা ও ভগবৎ-সাধন করা যায়, তাহা তোমার প্রত্যক্ষ অনুশীলনে আসুক। সমাজসেবা, ভগবৎসাধন ও জীবিকার্জ্জন এক সঙ্গে করিবার যোগ্যতা তোমাদিগকে আহরণ করিতে হইবে। তবে বলিব বাহাদুর!

এখানে আসিয়া লক্ষ্য করিতেছ যে, তোমার ভ্রাতা ও ভগিনীদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নাই। কেহই সমবেত উপাসনাতে আসিতে আগ্রহ বোধ করে না। নিজ নিজ ব্যক্তিগত সাধন-ভজনেও ইহারা প্রায় প্রতিজনেই উদাসীন। অধিকাংশেই বৃথা প্রজল্পে সময় নষ্ট করে, প্রকৃত কাজের বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য নাই। ইহা আমিও লক্ষ্য করিয়াছি।

তোমার এই বিবরণ অনেকটাই সত্য হইবে। সত্য না হইলে ইহাদের মধ্যে অনেককেই অগ্রসর হইয়া পাহাড়ী রিয়াংদের ভিতরে কাজ করিতে দেখিতাম। বহু বর্ষ ধরিয়া ইহারা এই সকল পাহাড়ীদের সংস্পর্শে আসিতেছে অথচ ইহাদিগকে আপন করিয়া নিবার জন্য একবারের জন্যও চেষ্টিত হয় নাই। ইহাদের চিঠিপত্রেই কেবল বড় বড় কাজের কথা দেখিয়াছি, কাজের কাজ করিবার কালে কাহারও টিকীর খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

তবু বলিব, ইহা সীমান্তের সহর। এখানে অধিকাংশ সময়ে লোকগুলিকে আত্মরক্ষার চিন্তা-ভাবনাই ভাবিতে হয়। নিজের নিরাপত্তা নিয়া সর্ব্বদা যাহাকে উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়, তাহার কাছে অধিক প্রত্যাশা চলে না। তথাপি নিজের প্রকৃত কর্ত্তব্যে প্রত্যেকের আগ্রহ থাকা উচিত, একথাও ধ্রুব সত্য।

কিন্তু সীমান্ত-সহরগুলিতে অন্য এক আপদও আছে। একদল লোক আছে, যাহাদের নিকটে দেশ, জাতি, ধর্ম্ম কোনও কিছুরই মূল্য নাই, যাহারা আইনবিরোধী পথে এক দেশের সম্পদ অন্য দেশে প্রেরণ করিয়া অন্ধকার পথে প্রচুর অর্থ অর্জ্জনের ধান্দায় দিন কাটাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রচুর বিত্ত সঞ্চয়ও করিতেছে। এই দুই চারি জনের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অপর সকল নরনারীর লুব্ধ দৃষ্টি নিয়ত ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের দৃষ্টিরই মত জ্বলিতে থাকে। ইহারা সমাজের শত্রু, জাতির কলঙ্ক। সীমান্ত-সহরগুলিকে ইহারা কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদেরই জন্য সীমান্ত-সহরগুলিতে শুদ্ধ ধর্ম্মের অনুশীলন অতি বিরল।

তথাপি তোমাদের কাজ করিয়া যাইতে হইবে, বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৮ই পৌষ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নিয়ত ভাবিতে থাক যে আমি তোমার আত্মার আত্মা হইয়া অবিরত তোমার রুগ্নদেহ-মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি এবং স্নেহময় পরশে ধীরে ধীরে তোমার রোগ, শোক, দুঃখ, বেদনা অপসারিত করিয়া দিতেছি। প্রেমবলে ইহা ভাবা যায় এবং ভাবিলে তাহার প্রত্যক্ষ সুফলও মিলিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১৮ই পৌষ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমরা আট দশ দিন সকলেই অশেষ উদ্যমের মধ্যে দিন কাটাইয়াছ। ঈর্ষ্যীরা চাহিয়াছেন অপপ্রচারের দ্বারা তোমাদের ভাব ও আদর্শ প্রচারের এই পরমশুভ উদ্যমটীকে ব্যর্থ করিতে, কিন্তু তোমরা

পরাজয় স্বীকার কর নাই। উদ্যোগী পুরুষ-সিংহকেই ভাগ্যলক্ষ্মী বরণ করিয়া থাকেন,—এই কথা তোমাদের পক্ষে সত্য হইয়াছে। কিন্তু তবু আমার জানা প্রয়োজন যে, কে কেমন শ্রম দিল, কে কতটা ত্যাগ স্বীকার করিল, সঙ্ঘশক্তির প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্য কে কেমন দেখাইল। তোমাদের সাফল্যলাভ হইয়াছে, ইহাই সবচেয়ে বড় কথা নহে। ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর ব্রত ও বৃহত্তর সাফল্য তোমাদের সম্মুখে আসিতেছে। কিন্তু তাহার জন্য বিপুলভাবে প্রস্তুতিরও প্রয়োজন। আমি তোমাদের প্রতিজনের সহযোগিতার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত দেখিতে চাহি, যেন ভবিষ্যতের কার্য্যাবলির পরিকল্পনায় আমার ভুল কম থাকে। তোমরা ত' জান, দশ বছর পরের কাজের আয়োজন আমি দশ বছর আগে করি। তোমাদের ক্ষুদ্র সাফল্য প্রমাণিত করিয়াছে যে, এমন কাজে তোমাদের অধিকার আছে, যাহার সাফল্য অতি বৃহৎ। কিন্তু বৃহত্তর কাজে আত্ম-নিয়োজনের সুযোগ পাইবার আগে তোমাদের সকল যোগ্যতা ও অযোগ্যতার একটা নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া প্রয়োজন।

যে যতটুকুই কাজ করিয়া থাক, সেই কাজের আয়তন যাহাই হউক, ওজন কিন্তু তাহা দ্বারা ধরা পড়িবে না। কাজের ওজন বাড়ে প্রেমে। প্রেম সহকারে কাজ করিয়াছ কি? কেহ যশের লোভে, কেহ নেতৃত্বের দায়ে, কেহ লোকলজ্জায় পড়িয়া, কেহ নিতান্তই হুজুগের বশে কাজ করে। এই সকল কাজ

আয়তনে যতই বৃহৎ হউক, ওজনে বড় লঘু। লোহার চাইতে যেমন সোনার ওজন বেশী, যশার্থীর কাজের চেয়ে তেমন প্রেমিকের কাজের ওজন বেশী।

তোমাদের কাহার ভিতরে প্রেমের প্রকাশ কতটুকু হইয়াছে, তাহাই আমার প্রধান জিজ্ঞাস্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

১৮ই পৌষ, ১৩৬৫

পরম কল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি অখণ্ডমতে বিবাহ করিয়াছ এবং তোমার বিবাহে তোমার বহু গুরুভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন, এই সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বিবাহিত জীবন সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময় ও প্রেমময় হউক। বিবাহের উদ্দেশ্যই প্রেম। তোমরা যেন কোনও সময়েই পরস্পরের প্রতি শুদ্ধ প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করিতে অশক্ত না হও।

অনেকগুলি কারণ বশতঃ অখণ্ডমতে বিবাহ ক্রমে ক্রমে এবং আপনা আপনি প্রচলিত হইয়া যাইতেছে। এমনও দেখা গিয়াছে যে, একই গৃহে একই দিনে একই লগ্নে এক ভাই

সমাজ-প্রচলিত নিয়মে অপর ভ্রাতা অখণ্ড-বিধিতে বিবাহ করিতেছেন। বিবাহ যিনি যেই প্রথা অনুযায়ীই করুন না কেন, মনে রাখিতে হইবে, বিবাহ একটা ব্রত, একটা সুমহৎ দায়িত্ব, একটা কঠোর সাধনা। স্বামী পত্নীটী ব্যতীত পত্নী স্বামীটী ব্যতীত অন্যত্র প্রেমার্পণ করিবে না, ইহা বিবাহ-ব্রতের মূল কথা। একজন অপর জনকে পাপ ও প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া চলিবে, ইহাই বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব। দুই জনে মিলিয়া এক হইয়া গিয়া অভিন্ন সত্তায় পরিণত হইবে, ইহাই বিবাহিত জীবনের সাধনা।

ইহা তোমরা বিস্মৃত হইও না। যে মতেই বিবাহিত হইয়া থাক না কেন, বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২০শে পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা ও মায়েরা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পর পর তোমাদের কয়েকখানা পত্রই পাইয়াছি। কিন্তু জবাব দিবার অবসর কৈ? পুপুন্‌কী হইতে রওনা হইবার পূর্ব্ব

পর্য্যন্ত অতি জরুরী সব কাজ করিতে হইয়াছে। এমন কি, পরশু রাত্রি সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত কর্ণি হাতে গাঁথনির কাজ করিতে হইয়াছে। হাড়ভাঙ্গা শীত পড়িয়াছে, হুহু করিয়া বাতাস বহিতেছে, সেই অবস্থায় মাটি হইতে বারো চৌদ্দ ফুট উপরে উঠিয়া আলোকের সাহায্যে গাঁথনি গাঁথিয়া যাওয়া খুব সুখকর কার্য্য নহে। ভাগ্যে দুই বৎসর আগে প্রাণপাত করিয়া বিদ্যুৎটাকে সাত মাইল দূর হইতে আশ্রমে আনিয়াছিলাম। উৎসবের জন্য যে আলোকের সমারোহ করা হইয়াছিল, আমার দেওয়াল গাঁথনির সময়েও সেই সমারোহ সহায়তা করিয়াছে। বালি দিয়া তৈরী অতি খশ্‌খশে ইট, অনেক দিন পরে আমার হস্ত স্পর্শ পাইয়া প্রত্যেকে একটা করিয়া প্রেমচুম্বন দিয়া গিয়াছে। ফলে, কাল ট্রেণ-যাত্রার দরুণ হাত বিশ্রাম পাইলেও আজ স্বচ্ছন্দে লিখিবার মত অবস্থা আমার হাতের নাই।

তোমরা লিখিয়াছ যে, আমি শিলচর যাইবার কালে আগরতলা বিমানঘাটিতে যে দশ মিনিট সময় ভূতলে থাকিবার সুযোগ পাইব, সেই সময়টুকুতে তোমাদের আশা মিটিবে না। ভালবাসার ধর্ম্মই এই যে, লাখ লাখ যুগ রূপ নেহারিয়াও নয়ন তিরপিত হয় না, লাখ লাখ যুগ হিয়ায় হিয়া রাখিয়াও প্রাণ আরও পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়। সুতরাং দশ মিনিট সময়

খুবই অল্প সময়। কিন্তু আমার বিমানের টিকেট কাটা হইয়া গিয়াছে এবং কলিকাতার কাজের চাপেই বৃহস্পতিবার রওনা হইয়া এক রাত্রি আগরতলা স্থিতির ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। অতএব আমাদিগকে ঐ দশ মিনিটের ভিতরে এক মাস, এক বৎরে বা এক যুগের কাজ সারিতে হইবে। কর্ম্মের সুকৌশলের নাম যোগ। আমাদিগকে যোগী হইতে হইবে। চিরাভ্যস্ত হট্টগোল বা প্রণাম করিবার জন্য হুড়াহুড়ি বর্জ্জন করিতে হইবে। বিমানাবতরণের অতি সন্নিহিত একটা স্থানে তোমরা প্রতি জনে নিজ নিজ ভূমিতে উপবেশন করিয়া অবস্থান করিবে। দরকার হয়, দুই-চারখানা শতরঞ্জ আনিয়া পাতিয়া দেওয়া খুব শক্ত কাজ নহে। রৌদ্রে একটু কষ্ট সকলেরই হইবে কিন্তু এই কষ্টটুকু সহিবার প্রয়োজন আছে। এমন দিকে মুখ করিয়া সকলে বসিবে যেন রৌদ্রটা তোমাদের বা আমার কাহারও মুখ-চোখের উপরে না পড়ে। অর্থাৎ রৌদ্র যেন সকলেরই একটা পাশে থাকে। আমি বিমান হইতে নামিয়া সেই স্থানটীতে চলিয়া যাইব এবং দশ মিনিটে আমার সকল বক্তব্য বলিয়া বিমানে ফিরিব। ইহাতে তোমাদের যে সংযম ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন হইবে, তাহা প্রদর্শনের যোগ্যতা তোমাদের আছে। গলায় ফুলের মালা দিবার জন্য হুড়াহুড়ি, প্রসাদী মালা পাইবার জন্য কাড়াকাড়ি যেন একটী ক্ষুদ্র বালক

বা ক্ষুদ্র বালিকাও না করিতে পারে, তেমনভাবে তোমাদিগকে শৃঙ্খলা রাখিতে হইবে। আমরা দমদম হইতে আহার করিয়াই বিমানে চাপিব, সুতরাং আমাদের জন্য নানা প্রকারের খাদ্যদ্রব্য আনিয়া তাহা খাওয়াইবার চেষ্টা এই সময়ে করিবে না। গোটা পাঁচ সাত কমলা আমাদের অভ্যর্থনার পক্ষে যথেষ্ট হইবে এবং তাহা আমরা বিমানে উঠিবার পরে সেবায় লাগাইব, আগে নহে। এই সকল মনে রাখিয়া তোমাদের মধ্যে ভাব-প্রবণতাকে দমাইয়া রাখিবার সাধনায় আজ হইতেই লাগ। আমার প্রতি তোমাদের অনুরাগের গভীরতা আমি জানি কিন্তু কাজের সময়ে তাহাকে চাপিয়া রাখিয়া অর্জ্জুনের মত যোগস্থ হইতে শিখিলে আমি তোমাদিগকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার সামর্থ রাখি। আমাকে যদি বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমার এই বাক্যকেও বিশ্বাস করিও। সংখ্যায় তোমরা অগণিত, গুণে তোমরা অনেকেই তুলনাহীন, স্নেহ-প্রেম-অনুরাগে তোমরা আদর্শস্থানীয় কিন্তু অভাব তোমাদের যোগস্থতার। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি, যোগস্থ হইয়া কাজ কর। তোমাদিগকে আমি কেবল কর্ম্মী দেখিতে চাহি না, দেখিতে চাহি যোগী কর্ম্মী বা কর্ম্মী যোগী। হৈ-হল্লা-হুল্লোড়ে বিয়োগের অনুশীলন করা হয়। অন্ততঃ একটীবার তোমরা ধ্যানস্থ ভাব লইয়া আমার সহিত এই দশ মিনিটের জন্য

মিলিত হইয়া তাহার ফলাফল নিরীক্ষণ কর। আমি জানি, ইহা শুভপ্রদ হইবে। প্রেম থাকিলেই হইল না, তাহাকে সংযমের বাঁধনে বাঁধিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরি-ওঁ কলিকাতা
২০শে পৌষ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নাম করিতে বসিলেই তোমার নিজের দেহবোধ চলিয়া যায়, মনে হয় দেহটা যেন নাই,—ইহা অতি ভাল কথা। এইরূপ ভাব আসিলে তাহা তোমার উন্নতির লক্ষণ বলিয়া জানিবে এবং অহঙ্কৃত না হইয়া আরও নাম করিতে থাকিবে। দেহের মধ্যে থাকিয়াও তুমি বিদেহী, ইহা এক চমৎকার অবস্থা। এই অবস্থাটুকু স্থায়ী হইয়া গেলে দেহ আর কখনও এমন কাজে আসক্তই হইতে পারে না, যাহার ফল আসক্তি, বন্ধন, পাপ এবং তাপ। এই অবস্থাটী বড়ই মিষ্টি। এই অবস্থায় পৌঁছিলে বিশ্বের মধু আসিয়া সাধকের ভিতরে পুঞ্জীভূত হয়।

আশীর্ব্বাদ করি, তোমার প্রেম, ভক্তি ও প্রজ্ঞার পূর্ণ মিলন জাগিয়া উঠুক তোমার গুরুদত্ত নামে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
২০শে পৌষ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের —, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নাম করিতে বসিলেই তোমার স্বদেহবুদ্ধি বিলোপ পায় এবং সেই জায়গায় আমার দেহটা তার পরিপূর্ণ এক স্নিগ্ধ মহিমায় ফুটিয়া ওঠে, তোমার হাত, পা, চখ, মুখ সবই আমার হাত, পা, চখ, মুখে পরিণত হইয়া যায়, তোমার আত্মবোধ তুমি হারাইয়া ফেল এবং তোমার আত্মা, প্রাণ, বুদ্ধি, প্রাণবায়ু, অহংবোধ সব কিছু আমার আত্মা, প্রাণ, বুদ্ধি, প্রাণবায়ু এবং অহংবোধে রূপান্তরিত হইয়া যায়,—ইহা বড় চমৎকার অবস্থা বাছা! এই অবস্থা আসিলে উপাসনা হইতে উঠিবার পরে তুমি যত মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মক্ষিকা, ফুল, ফল, মেঘ, আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিতে পাও, তাহারই ভিতরে আমাকে দেখিতে পাও, ইহাও চমৎকার অবস্থা। তবে, এখন এই অবস্থা অস্থায়ী ভাবে আসিতেছে।

গুরুদত্ত সাধন অমোঘ বিক্রমে চালাইয়া যাও, এই অবস্থা সুস্থির স্থায়িত্ব পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
২০শে পৌষ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। প্রত্যহ তোমরা দুইটী কর্ম্মী পাঁচ ছয় ঘণ্টা করিয়া আশ্রমের মাটি কাটিয়া যাইতেছ শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু কাজ করিতে হইবে বলিয়া প্রত্যহই অসময়ে আহার করিবে, ইহা আমি পছন্দ করিলাম না। মজুর খাটাইবার সামর্থ্য তোমাদের নাই, নিজেরাই প্রাণপাত করিয়া ধর্ম্মনগর আশ্রমটী গড়িয়া তুলিতে হইবে, এই অবস্থায় অতিশ্রম অবশ্যম্ভাবী কিন্তু অসময়ে আহারের কোনও প্রয়োজন দেখি না। একটু চেষ্টা করিয়া আহারের সময়টা বাঁচাইয়া চলিও। জল-বৃষ্টি-বাদলের দিনে অবশ্য কৃষিক্ষেত্রের কাজই আগে, আহার পরে, কারণ আকাশের কোনও স্থিরতা থাকে না। কিন্তু শীতকালে বৃষ্টির ভয় অতি অল্প। এমতাবস্থায় প্রত্যহই আহারের সময় পার করিয়া আহার করাটা তোমাদের

কর্ম্মিষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া আমি মানিব না। আমি বলিব যে, তোমাদের সময়-জ্ঞানের এবং শৃঙ্খলাবোধের অভাবের দরুণই রোজ রোজ অসময়ে আহার করিতে হইতেছে।

তুমি লেপ বা কম্বল চাহিয়াছ। প্রয়োজন হইলে তাহা অবশ্যই পাইবে। কিন্তু তাহার জন্য আমাদের নিকটে পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই। আশ্রমে যিনি ভারপ্রাপ্ত আছেন, তাঁহাকে নিজের অভাব জানাও। তিনিই এই সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা করিবেন। তিনি যখন তাহা করিবেন না বা করিতে পারিবেন না, তখন আমাদের লিখিও। ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করি না বলিয়া তোমাদিগকে মালপোয়া খাওয়াইতে পারি নাই কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র, জামা, লেপ, তোষক, মশারি এই সকলও পাইবে না, এমন ত' হইতে পারে না। ওখানে আশ্রমের যাহা আয় আছে, তাহা দ্বারাই এই সকল প্রয়োজনীয় জিনিষ খরিদ হউক, আমি ইহাই চাহি। কেন্দ্রীয় আশ্রম তোমাদিগকে নগদ টাকা না পাঠাইলেও যাহা পাঠাইয়া যাইতেছেন, তাহার বিনিময়ে যথেষ্ট অর্থ তোমরা আহরণ করিতে পার।

তোমাদের প্রতি আমি স্নেহহীন নহি। তোমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হউক বা পরমায়ু বৃথা চলিয়া যাউক, ইহা আমি হইতে দিব না। তবে আশ্রম হইতে তোমাদের ব্যবহারের জন্য যেই সকল জিনিষ দেওয়া হয়, তাহা একটু মমতার সহিত ব্যবহার

করিলে আশ্রমের অর্থব্যয় কম হয়। যে বস্ত্র পরিধান কর, যে জামাটা গায়ে দিয়া বেড়াও, সবই তোমার মমতা প্রত্যাশা করে। ইহাদেরও বাবা প্রাণ আছে! ইহাদের প্রতি যদি মমত্বসম্পন্ন হও, তাহা হইলে বনের পশুপাখী পর্য্যন্ত তোমাদের প্রতি মমত্বসম্পন্ন হইবে। এতদিন ধরিয়া তোমরা ওখানে আশ্রমের কাজ করিতেছ অথচ জনসাধারণের মধ্যে তোমাদের প্রতি কোনও সাহায্য-সহানুভূতি করিবার প্রবৃত্তি আসিল না কেন, ইহা কি জিজ্ঞাসা করিবার যোগ্য প্রশ্ন নহে? আশ্রমের লোটা, বাটি, থালা, গ্লাসটুকু পর্য্যন্ত তোমাদের স্নেহ-দরদ-ভরা মমতার প্রত্যাশা করে। ইহাদেরও প্রাণ আছে, ইহারাও মানুষের ভালবাসা বোঝে, এই কথায় বিশ্বাস করিয়া চলিতে সুরু কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৩শে পৌষ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কল্যাণীয়া গী— রোগীর শুশ্রূষা শিক্ষা করিতে গিয়া শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়াই বাড়ী চলিয়া আসিয়াছে জানিয়া

দুঃখিত হইলাম। রুগ্নের সেবা একটা অতি বড় কাজ। জীবিকার প্রয়োজনে নার্সরা পারিশ্রমিক নেয় বলিয়াই তাহাদের সেবাটা তুচ্ছ একটা জিনিষ নয়। পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া বা প্রথম শিক্ষার কালে অনেকগুলি অসুবিধা আছে বলিয়া ভয়ে পলাইয়া আসা কিন্তু মোটেই ঠিক হয় নাই। যদি রাস্তা খোলা থাকে, তাহা হইলে কল্যাণীয়া গী— পুনরায় শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়া যোগদান করুক। যাহা কিছু কঠিন দেখিব বা অরুচিপ্রদ মনে করিব, তাহাই যদি ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসিবার বদভ্যাস একবার হইয়া যায়, তাহা হইলে সারা জন্মে আর কোনও কাজে যে মন বসাইতে পারিবে না। অর্থাৎ এভাবে জীবনটী মাটি হইবার রাস্তা হইবে।

কালো মেয়ে বলিয়া গী— কে কেহ বিবাহ করিতে চাহে না বলিয়া লিখিয়াছ। কিন্তু ঐ কালো রংয়ের পিছনেও একটী সুন্দর সুঠাম মুখ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ রহিয়াছে। মানুষের কেবল রংটারই প্রয়োজন নহে, দেহ এবং মনেরও প্রয়োজন আছে। এখনই সদ্যঃসদ্যঃ বর জুটিতেছে না বলিয়া মনে করিয়া বসিও না যে, বর কখনও পাইবেই না, অতএব যেন-তেন-প্রকারেণ যে-কোনও একটা যূপকাষ্ঠে বলি দিতেই হইবে। সুতরাং এই ব্যাপারে ধৈর্য্য-ধারণ পরম তপস্যা জানিবে। ইতিমধ্যে তোমার কন্যা নিজেকে আর্থিক উপার্জ্জন-ক্ষমতার দিক দিয়া যতটা পারে যোগ্যা করিয়া গড়িয়া তুলুক।

দুই চারিটী বিপত্নীক পাত্র পাওয়া যাইতেছে বলিয়া লিখিয়াছ। কিন্তু তোমার কন্যা বিপত্নীকের সহিত বিবাহিতা হইতে ইচ্ছুকা নহে, এ কথার যুক্তিটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হইল না। আজকাল অবিবাহিত যুবকেরাও কত বিধবার পাণিগ্রহণ করিতেছে। এই কার্য্যটা এই সেদিন পর্য্যন্ত একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। যুবকেরা যদি ইহা করিতে পারে, যুবতীরা কেন বিপত্নীকের প্রতি বিদ্বেষ রাখিবে? অনেক সময়ে প্রথমা পত্নী সন্তানাদি ফেলিয়া পরলোকে চলিয়া যায়। পরের সন্তান পালন করিব না বলিয়া জেদ করাটা আমি খুব অন্যায় মনে করি। নারী হইয়া যে জন্মিয়াছে, বিশ্বের সন্তানকে সে পালন করিবে। ইহাই তাহার পরম পবিত্র কর্ত্তব্য। যদি কর্ত্তব্যের ডাক সপত্নী-পুত্র পালনের মধ্য দিয়াই আসে, তাহা হইলে যে ইহাতে পরাঙ্মুখ হয়, সে ত' দারুণ স্বার্থপর। তুমি তোমার কন্যাকে স্বার্থপর হইতে দিও না। অবশ্য চেষ্টা কর, অপত্যহীন বিপত্নীক পাও কিনা। বিপত্নীক বরেরা সাধারণতঃ দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীকে অধিক সমাদর করিয়া থাকে। বয়সের পার্থক্য নিদারুণ না হইলে উভয়ের মধ্যে গভীর প্রেম-সঞ্চারও নিতান্তই স্বাভাবিক, চরিত্রবান, স্বাস্থ্যবান, উপার্জ্জনক্ষম পাত্র পাইলে বিপত্নীক বলিয়া তাহাকে তুচ্ছ করিও না।

তুমি তোমার পুত্র এবং পুত্রবধূ নিয়া যেই সকল অশান্তি ভুগিতেছ এই ঘোর কলিযুগে তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। ক্ষমা

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া নির্ব্বোধ পুত্র এবং কুটিলা পুত্রবধূকে অবিরাম অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতে থাক। তাহারা যতই অপ্রীতিকর ব্যবহার করুক তোমার অশেষ আশীর্ব্বাদ তাহাদের একান্তই প্রয়োজন। মায়ের মতন জিনিষ তিন ভুবনে নাই। যাহারা মায়ের স্নেহাঞ্চলে অবজ্ঞা করিতে পারে, তাহাদের দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সেই দুঃখ হইতে তাহাদিগকে পরিত্রাণ দিতে হইলে তোমার চাই ক্ষমা আর আশীর্ব্বাদ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরি-ওঁ শিলচর
২৪শে পৌষ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পত্রখানা গতকল্য কলিকাতায় লেখা সুরু করিয়াছিলাম। অদ্য শিলচর আসিয়া শেষ করিলাম। কাল রাত্রে আসিয়া দমদম বিমানঘাঁটির সন্নিকটে এক ভক্তগৃহে অবস্থান করিয়াছি। নতুবা শীতের দিনে অত ভোরে অত দূর হইতে আসিয়া প্লেন ধরা একটু কষ্টকর। কিন্তু বিমান-বন্দরে আসিয়া নিরূপিত সময়েরও দেড় ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে হইল। ভীষণ

কুয়াসা করিয়াছে, চতুর্দ্দিকে কিছু দেখা যায় না। একটী বিমানকেও বন্দর ছাড়িবার আদেশ দেওয়ার সাহস কর্ত্তৃপক্ষের হইতেছে না। তোমারও জীবনটা তাহা। চারিদিকে কুজ্ঝটিকা-জাল দুর্ভেদ্য দুর্গের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দূরের কিছুই দেখিতে পাইতেছ না, তাই মনে করিতেছ, নিকটে যাহা যতটুকু পাওয়া যায়, সেইটুকুই তোমার পরমপ্রাপ্তি ও চরম লভ্য। কিন্তু তাহা নহে। ধৈর্য্য সহকারে কাল-প্রতীক্ষা কর। এখন যেই সকল হেয় বস্তুকে অপূর্ব্ব সম্পদ বলিয়া মনে করিতেছ, কুয়াসা কাটিলেই দেখিবে, সেগুলি ঠুন্‌কো কাচ মাত্র, সেগুলির জন্য প্রলুব্ধ হইবার তোমার প্রয়োজন নাই। সূর্য্য আস্তে আস্তে আকাশের দিকে উঠিতেছে, কুজ্ঝটিকা-জাল সে শীঘ্রই ছিন্ন করিবে। তুমি ততটুকুকেই তোমার জীবনের চরম ও পরম বলিয়া স্বীকার করিও না, কুজ্ঝটিকায় ক্ষীণদৃষ্টি যতটুকু তোমাকে দেখিতে দিতেছে।

আর, তোমার নিজের ভিতরে রহিয়াছে অনন্ত সম্ভাবনা। তুমি নিজেকে যতটুকু দেখিতে পাইতেছ, তাহা ত' শুধু তোমার স্বল্পকাল-পরিমিত সুসঙ্গ আর কুসঙ্গের ফলটুকুর প্রতিফলন মাত্র। তোমার নিজের স্বরূপের বিকাশ ত' ইহাতে এক কণাও নাই। কারণ তুমি তোমার স্বরূপের সঙ্গ এতকাল কর নাই। আজই আমি আগরতলা-বিমান-ঘাঁটিতে ত্রিপুরা-রাজ্যের বহু মণ্ডলীর প্রতিনিধিদের একত্র মিলিত ভাবে

পাইলাম। সকলেই জরুরী কোনও বিষয়ে উপদেশ পাইবার জন্য জড় হইয়াছিলেন। তাঁহারা এত শৃঙ্খলা সহকারে একটা স্থানে নীরবে অপেক্ষা করিতেছিলেন যে, আমি সত্যই তাঁহাদিগকে কিছু উপদেশ দিতে প্রলুব্ধ হইলাম। অথচ বিমানখানা মাত্র দশ মিনিট পরেই ছাড়িয়া যাইবে। উপদেশ আরম্ভ করিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বিমান-চালক বিমান ছাড়িতে বিশ মিনিটেরও বেশী দেরী করিলেন। আমার ভাষণ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিমান-কর্ম্মচারীরা সব আমারই কাছে কাছে রহিলেন। আমি আমার পুত্রকন্যাদিগকে সেখানে কি বলিয়াছি জান? বলিয়াছি, প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে অসীম অপ্রকাশিত মহত্ত্ব রহিয়াছে। তাহাকে সম্যক্ রূপে গঠন দান করিয়া বহিঃপ্রকাশের সুযোগ করিয়া দিবার নাম সংগঠন। যাহারা নিজেদের গুরুভ্রাতার সংখ্যাবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করিতে নিষেধ পাইয়াছে, তাহারাই আবার সর্ব্বজনের ভিতরে সংগঠন চালাইয়া যাইবার জন্য আদিষ্ট হইতেছে। এই কথাটী শুনিতে একটু স্বতোবিরোধী বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু সর্ব্বমানবেরই জন্মমাত্র যে গঠনটুকু দেখা যায়, তাহা ত' তাহার পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি নয়, তাহাকে সম্যক্ রূপে গঠন দিতে হইবে। তাহাকে পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার সহায়তা করিতে হইবে। ইহারই নাম সংগঠন। এই সংগঠন-কার্য্য করিবার দায়িত্ব আমার,

তোমার, সকলের। একজনেও যেন এই কর্ত্তব্য হইতে পরাঙ্মুখ না হই। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দ্দিষ্ট দেশে একটা নির্দ্দিষ্ট সমাজে জন্মগ্রহণ করিলেও অনন্ত কালের অগণিত দেশের যাবতীয় সমাজের প্রতিটি লোকের প্রতি আমাদের এই কর্ত্তব্য রহিয়াছে। অমুকে তমুক সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই তাহার প্রতি আমার কর্ত্তব্য নাই, তাহা নহে। সে তাহার নিজ রুচি-প্রবৃত্তি অনুযায়ী গৃহীত সাম্প্রদায়িক বিশেষ পথে চলিতেছে বলিয়াই আমার কর্ত্তব্যের পরিধি কমিয়া যায় না। সাধ্যমত তাহারও ভিতরে সংগঠন চালাইয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু অপরের ভিতরে সংগঠন-কার্য্য করিবার আগে এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিজের ভিতর সংগঠন চলা চাই। তোমার ভৌম অস্তিত্বকে দিব্য মহিমায় মণ্ডিত করিয়া নিয়া তোমার স্বল্পকালব্যাপী আবির্ভাবকে কোটিকল্পকালব্যাপী করা চাই। তোমার সসীম অস্তিত্বকে অসীম দৈর্ঘ্য, অসীম বিস্তার ও অসীম প্রভাবসম্পন্ন করা চাই। ইহার নাম আত্ম-সংগঠন। সে কাজ তোমাকে করিতে হইবে।

শিলচর বিমান-ঘাটি হইতে শিলচর শহরে প্রবেশ করিবার কালে সদরঘাটে উকিল-বারের নেতা শ্রীউপেন্দ্রশঙ্কর দত্ত প্রভৃতি কয়েকজনের একান্ত আগ্রহে আমাকে বার লাইব্রেরীতে গিয়া

একটী ভাষণ দিতে হয়। তাহাতে আমি বলিয়াছি, একটী মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল মানব বিরাজ করে, বিশ্বের সকলের মধ্যে আবার একটী মানুষ বিরাজ করে। এই মানুষটীর নাম বিশ্বমানব। এই বিশ্বমানব প্রতি-মানবের ভিতরে অবস্থান করিয়া নিজের অনন্ত সম্ভাবনাকে বাহিরে বিকশিত করিবার প্রতীক্ষায় আছেন। প্রত্যেককে আমাদের যোগযুক্ত হইয়া চেষ্টা করিতে হইবে, যেন বিশ্বের প্রতিজনের ভিতরের সেই অনন্ত সম্ভাবনা একেবারে জাগ্রত জীবন্ত দীপ্যমান বর্ত্তমান হইয়া প্রকাশ পায়। ইহা আমাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য, জগতের প্রতিও আমাদের কর্ত্তব্য। নির্দ্দিষ্ট একটা যুগে, নির্দ্দিষ্ট একটা জগতে, নির্দ্দিষ্ট একটা দেশে যে আবির্ভূত হইয়াছি, তাহা দ্বারাই আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে, এই যুগের উপরে, এই জগতের উপরে আর এই দেশের উপরে আমাদের দাবী আছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে, আমাদের প্রত্যেকের উপরে এই যুগের আছে দাবী, এই জগতের আছে দাবী, এই দেশের আছে দাবী। ইহাদের দাবী পূরণের মধ্য দিয়া আমাদিগকে নিজ নিজ দাবী আদায় করিতে হইবে।

তুমি যদি এই ভ্রমণে আমার সঙ্গে থাকিতে, তাহা হইলে এই ভাষণাবলীর মধ্য দিয়া এই চেতনা তোমার নিশ্চয় জাগিত যে, তোমার উপরে দেশ, জগৎ ও যুগের দাবী কত

বৃহৎ আর এই দাবীই তোমাকে দিয়াছে কত মহতী সম্ভাবনীয়তা।

তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখের পশ্চাতে আর ধাবমান হইও না। মিলের শ্রমিক রূপে চতুর্দ্দিকের আবহাওয়া তোমার ক্ষতি করিতেছে, তবু এই বিশ্বাস রাখ যে, ইহা তোমার ক্ষণিক পতন মাত্র। চিরকাল এই পতন থাকিবে না। নারীর অনিচ্ছায় তাহার সতীধর্ম্ম আক্রমণ করা সর্ব্বশাস্ত্রবিধি-মতে গুরুতর অপরাধ। নারী যদি অপ্রাপ্তবয়স্কা হয়, অপরের পত্নী হয় বা কোনও মহৎ ব্রতে আশ্রিতা হয়, তবে ক্ষণিক বুদ্ধিভ্রংশতা হেতু সম্মতি প্রদান করিলেও তাহার সহিত মিলিত হওয়া অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। কিন্তু যে নারী এই সকল বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ নহে, সে যদি আগ্রহ সহকারে কোনও পুরুষের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে এই ব্যাপারের জন্য অধিকাংশ দেশের আইন শাস্তি-বিধান আবশ্যক জ্ঞান করে না। কিন্তু মানুষের মধ্যে বিবেকরূপী একজন শাস্তা বিরাজ করিতেছেন। ইনি অন্তরের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার সেই প্রতিবাদের প্রতি কর্ণপাত করার নাম ধর্ম্ম, অবহেলা করার নাম অধর্ম্ম। তুমি এই ধর্ম্ম পালন করিও, এই অধর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরি-ওঁ

শিলচর

২৫শে পৌষ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এইমাত্র গান্ধীবাগে অতি বিশাল এক জনসভায় দেড় ঘণ্টাকাল ভাষণ দিয়া আসিলাম। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জীবনে যখন সত্যে অনাস্থা, সন্নীতিতে অনাদর, সত্য আদর্শে অবজ্ঞা এবং শাশ্বত সত্যে অবিশ্বাস প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সেই সময়ে সাধারণ মানুষকে আত্মসম্বিতের পথে টানিয়া আনিবার জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষের মহনীয়া সাধনার মর্ম্মকথা দৃপ্ত কণ্ঠে বলিবার প্রয়োজন আছে। আমার কণ্ঠে অন্যায়ের সহিত আপোষের ধ্বনি কখনো উচ্চারিত হয় না।

কথাগুলি তোমদিগকে যুগপৎ যদি সকল স্থানে শুনাইতে পারিতাম, তাহা হইলে প্রাণের একটা আশ মিটিত। আমরা যে মানুষের সহিত মানুষের প্রীতিমধুর শাশ্বত সম্বন্ধের কথা কহিয়া বেড়াইতেছি, সংবাদপত্রের রিপোর্টার সমূহ তাহার বিবরণ নিজ নিজ কাগজে পাঠানো প্রয়োজন মনে করেন না। মন্ত্রী এবং শাসক-মণ্ডলীর অযোগ্যতা অকর্ম্মণ্যতা, অদূরদর্শিতা ও স্থান-বিশেষে দুর্নীতির পরিপোষকতা সম্পর্কে অপভাষণ প্রদান করিয়া জনচিত্তে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের জ্বালামালা সৃষ্টি

করিবার কাজে আমরা লাগিলে আমাদের বক্তৃতা রাজনৈতিক সংবাদ রূপে অবশ্যই সেই সকল সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত, যেই সকল কাগজকে আমরা হাজার হাজার খানা করিয়া কিনিয়া পাঠ করিয়া পৃষ্ঠপোষকতা দিয়া থাকি। সংবাদপত্র-সংসারের এই অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত রোগ ভারত-সংসারে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তাকে অর্দ্ধাংশে সীমিত করিয়া রাখিয়াছে।

এক একটা জনসভায় কি পরিমাণ জনতা হইতেছে, তাহা তুমি তোমাদের আলিপুরদুয়ার শহর, আলিপুরদুয়ার জংশন ও কুচবিহারের সভা কয়টার জনতা হইতেই বুঝিবে। কোনও রাজনৈতিক সভায় কোনও কালে কি এতবড় জনসমাবেশ এই সকল স্থান দেখিয়াছে? মালদহ, বালুরঘাট, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ প্রভৃতি স্থান সম্পর্কেও কি ইহাই সত্য নহে? কিজন্য এত মানুষ আসে, তাহা আমি জানি না। কিন্তু এগুলি কি সংবাদ নহে? ভারতবর্ষ আবার উঠিবে, আবার জাগিবে, আবার পৌরুষদৃপ্ত হুঙ্কারে জগতের নিকটে আত্মপরিচয় দিবে,—এই বাণী-প্রচার কি সংবাদপত্রে প্রকাশের যোগ্য কথা নহে? কিন্তু আমরা রাজনীতি চর্চ্চা করি না। পার্টি বিশেষের কুৎসা রটনা করি না, দল গড়িয়া দূরদৃষ্টিহীন অযোগ্য ব্যক্তিদের হাত হইতে দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়া নিবার জন্য সংগঠন চালাই না, এই জন্যই আমাদের বাণী জগৎ-সংসারে সংবাদপত্রের

মধ্য দিয়া প্রচারিতব্য হইবার যোগ্য নয়। এই অবস্থা তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তাকে শত ধিক্কার দিতেছে, যাঁহারা সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাজ করিয়া থাকেন, সম্পাদকীয় দপ্তরে বসিয়া পত্রিকা-পরিচালন করিতে থাকেন। অবশ্য, কোনও কোনও সংবাদপত্রে আমাদের খবর সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশিত হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহার কৃতিত্ব, শুনিয়াছি, সংবাদ-পত্রওয়ালাদের দলভুক্ত কাহারও নহে, তাহার কৃতিত্ব নাকি জনসাধারণের। শুনিয়াছি, একবার আমাদের প্রতি সংবাদপত্র-বিশেষের অশিষ্ট আচরণ জনচিত্তে এমন ক্ষোভের সঞ্চার করে, যাহাতে ঐ পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা মাসেক কাল মধ্যে দশ হাজার কমিয়া গিয়া তাহাকে ভারতের সর্ব্বাধিক প্রচারিত দৈনিকের কৌলীন্য হইতে নামাইয়া দেয়। কিন্তু এই সকল বিরোধ-বিক্ষোভের সহিত আমাদের সংস্রব থাকা উচিত নহে।

এই জন্যই ভাবিতেছি, তোমাদের নিজস্ব একটা সংবাদপত্র কি বাহির হইতে পারে না? হয়ত তাহার সময় কাছাইয়া আসিয়াছে।

এখন তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেছি।

ওঙ্কার তোমার সাধনের বীজমন্ত্র। ওঙ্কার-বিগ্রহ তোমার পূজার বিগ্রহ। এই অবস্থায় ওঙ্কার-বিগ্রহকে তুমি যেখানে সেখানে বসাইতে পার না। মোটরকারের ধ্বজার নীচে,

উৎসব-মণ্ডপের তোরণে, শোভাযাত্রার পতাকায় তুমি হরিওঁ নাম লিখিতে পার, ওঙ্কার নহে। ওঙ্কার-বিগ্রহের স্থান পূজার আসনে। সেখানেও একটী মাত্রই বিগ্রহ থাকিবেন, দুইটী নহে, তিনটী নহে। পূর্ব্বের পূজিত কোনও বিগ্রহ স্থানান্তরিত করিয়া নবনির্ম্মিত কোনও বিগ্রহ বসাইতে হইলে অন্য কোনও ঘরের দেওয়ালে পুরাতন বিগ্রহটী এমন স্থানে রাখিতে হইবে, যেখানে রাখিলে অন্তরে ভক্তিভাব আসিবে। শুধু গৃহশোভা হিসাবে নানা স্থানে ওঙ্কার-বিগ্রহ রাখা সঙ্গত নহে। একই বিগ্রহ পরিবারের সকল লোকের দ্বারা পূজিত হইবেন, জনে জনে আলাদা আলাদা বিগ্রহ বসাইয়া অনেকগুলি পূজাস্থান সৃষ্টি করিবে না। কোনও কারণে কোনও সময়ে পূজা-স্থানে সকলের একত্র বসিয়া সাধন করিবার স্থানের অকুলান হইলে যে-কেহ নিজ কক্ষে বসিয়া মনে মনে পূজাগৃহে স্থাপিত বিগ্রহেরই ধ্যান করিতে করিতে স্বকীয় আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য করিয়া যাইবে। অনেক বিগ্রহ, অনেক পূজাস্থান, অনেক ধ্যানাভিনিবেশের কেন্দ্র সৃষ্টির দিকে যেন তোমাদের ঝোঁক না পড়ে।

পূর্ব্বের অর্চ্চিত বিগ্রহ কোনও কারণে গৃহে রক্ষা অসম্ভব হইলে কীর্ত্তনাদি সহকারে নদী-নীরে বা বৃহৎ জলাশয়ের জলে তাহার নিরঞ্জন হইতে পারে। কিন্তু দুর্গা-প্রতিমাদি যেমন করিয়া জলে ফেলিবার পরে পদদ্বারাও নিপীড়িত হয়, এই স্থলে তদ্রূপ কার্য্য চলিবে না। ডিব্রুগড় তিনসুকিয়া, লিডু

আদি বহুস্থানে কুম্ভকার আসিয়া খড়-মাটি প্রভৃতির দ্বারা সর্ব্বজনীন উৎসবের অখণ্ড-বিগ্রহ-নির্ম্মাণ করিয়াছে। উৎসবাদি শেষ হইলে কোনও কোনও গৃহস্থ নিজ গৃহে অর্চ্চনার জন্য তাহা নিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যেই স্থলে তাহা সম্ভব নহে, সেখানে নদীনীরে এই প্রতিমার নিরঞ্জন হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, শ্রদ্ধাবুদ্ধিতে যাহাকে পূজা করা হইয়াছে, যাহাকে আলম্বন হিসাবে ধরিয়া পরমেশ্বরের বন্দনা করা হইয়াছে, প্রয়োজনানুরোধে তাহা সলিলে সমর্পিত হইয়াছে বলিয়াই অসম্মানের বা অবজ্ঞার বস্তু নহে। উক্ত বিগ্রহকে জলের মধ্যেও সসম্মানেই ছাড়িয়া আসিতে হইবে। তবে তাহাকে জল হইতে তুলিয়া নিয়া কোনও সাম্প্রদায়িক উগ্রবুদ্ধি লোক প্রণব আকৃতিতেই তাহার অসম্মান না করিতে পারে, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খড়, মাটি রং প্রভৃতিকে জলের নীচেই পৃথক্ করিয়া ফেলিতে হইবে।

নিজের পূজার বিগ্রহকে কোনও সময়েই এমন ভাবে বা এমন স্থানে স্থাপন করিবে না, যাহাতে সাম্প্রদায়িক উগ্রতায় উন্মাদভাবগ্রস্ত কোনও অপকর্ম্মী বিগ্রহের অসম্মান করিতে পারে। ভারতে এখনও সেই শ্রেণীর লোক একান্ত অপ্রতুল নহে, যাহারা নিজেদের সম্প্রদায়-নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বর-সাধনে সময় কর্ত্তন অপেক্ষাও অপর সম্প্রদায়ের পূজা-বিগ্রহকে কলুষিত করা অধিকতর পুণ্যজনক মনে করে। স্বর্ণ, রৌপ্য আদি

মূল্যবান্ ধাতু দ্বারা বিগ্রহ-নির্ম্মাণ আমি খুব বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি না। কারণ, এই সকল ধাতুর উপরে চোর ও দস্যুদের লোলুপ দৃষ্টি লাগিয়াই আছে। কিছুদিন আগে জামশেদপুরে কল্যাণীয়া মা লক্ষ্মীমণি চৌধুরাণীর গৃহে দুই দিন অবস্থান করিয়াছিলাম। পূজাগৃহে অর্চ্চিত অতি মনোহর রৌপ্যনির্ম্মিত অখণ্ড-বিগ্রহ উৎসব-মণ্ডপে আনিয়া বসান হইয়াছিল। চৌর-ভয়ে দিবারাত্রি বিগ্রহের উপরে খরদৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল।

অখণ্ড-বিগ্রহ নির্ম্মাণে স্বর্ণ, রৌপ্য, জার্ম্মেণ সিলভার, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, কাসা, লৌহ, গান-মেটাল ও অষ্টধাতু ইহাদের মধ্যে কোনটাই কুলীন নহে, কোনটাই অকুলীনও নহে। বিগ্রহের বর্ণ শুভ্র হইলেই হইল। বারাণসীতে পূর্ব্বে কাগজে অঙ্কিত বিগ্রহ ছিলেন, এখন সেখানে কাচে অঙ্কিত বিগ্রহ রহিয়াছেন। কিছুকাল পরে ইনি শ্বেতপ্রস্তরে রূপান্তরিত হইবেন, আশা আছে। পুপুন্‌কী আশ্রমে ত্রিশ বৎসরাধিক কাল ধরিয়া একটি জার্ম্মেণ সিলভারের বিগ্রহ রহিয়াছেন। এবার পুপুন্‌কীতে ইস্পাতে নির্ম্মিত বক-শুভ্র এক বিগ্রহ উৎসব কালে উৎসবমণ্ডপে স্থাপিত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় জার্ম্মেণ সিলভারের বিগ্রহ রহিয়াছেন কিন্তু উৎসবাদির সময়ে খড়্গপুরে নির্ম্মিত মেসোনেট শিটে অঙ্কিত বিগ্রহ অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। বিগ্রহ-নির্ম্মাণ সম্পর্কে কোনও ধাতু বা কোনও বস্তুই কুলীন

বা অকুলীন নহে, তোমার প্রাণের ভক্তিই এখানে সর্ব্বপেক্ষা কুলীন ও প্রামাণ্য।

তুমি অখণ্ডের সাধক। তোমাকে একটী দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অপরের দোষ, ত্রুটি, হিংসা-প্রবৃত্তি ও দুর্ব্বৃত্ততার বিষয়ে অধিক অনুধ্যান দিবে না। নিজের ভিতরে এই সকল দোষ না আসিতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য অধিক দিবে। আত্মসংশোধনই সকলের অপেক্ষা বড় কথা। আমরা অপরের দোষ অনুসন্ধানের কাজে নিজেদের মূল্যবান সময় কেন নষ্ট করিব? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরি-ওঁ মেহেরপুর (কাছাড়)
২৭শে পৌষ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবেন। আমাকে সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরেও মনে রাখিয়াছেন দেখিয়া আপনার প্রেমের গভীরতায় মুগ্ধ হইয়াছি। আমি সর্ব্বদাই আপনাদের জন্য অশেষ আকর্ষণ অনুভব করিতেছি।

আপনি আমাকে আপনাদের শহরটীতে যাইতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। সে আমন্ত্রণ আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম। সুযোগ

পাওয়া মাত্র আমি তাহার সদ্ব্যবহার করিব। তবে জানেন ত', শুধু দেশ দেখিবার জন্য আমার কোথাও যাওয়া সম্ভব হয় না। সেখানে গিয়া জনসাধারণের সহিত মিশিব এবং তাঁহাদিগকে অতীত ভারতের গৌরব-কথা শুনাইব, শুনাইব প্রাচীন ভারতের অমৃত-গাথা, শুনাইব অমৃততত্ত্বের বাণী, এই প্রত্যাশাটী নিশ্চয় করিব। ঘুমন্ত মানুষ কেবলই ঘুমাইবে আর আমরা দেশ-পর্য্যটন, তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া পুণ্য আহরণ করিব, এই অসঙ্গত লোভ আমার নাই।

আপনার একটী কথায় বড় শঙ্কিত হইলাম। আধুনিক বাংলার চারি পাঁচ জন বড় বড় সাধক ধর্ম্মগুরুর নাম আপনি করিয়াছেন, যাঁহারা আপনার শহরটীতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মপোদেশে আকৃষ্ট হইয়া শত শত লোক তাঁহাদের শিষ্যও হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত বড় বড় মহাপুরুষের শিষ্য হইবার পরেও স্থানীয় জনসাধারণের মন হইতে পাপাসক্তি, আচরণ হইতে অন্যায় ও দুর্নীতি দূর হয় নাই। কালো বাজারের ব্যাপারী দীক্ষা নিবার পর হইতে অধিকতর নিশ্চিন্তে নিজের কাজ-কারবার চালাইয়া যাইতেছে। কদর্য্য বিষয়ে আসক্ত পুরুষ-নারীরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেপরোয়া হইয়া পাপচেষ্টা করিতেছে। এমন জায়গায় আমাকে করিতেছেন আহ্বান? হয়ত আমার ধর্ম্মোপদেশেও আকৃষ্ট হইয়া দুই চারিজন আমার শিষ্য হইবে এবং হয় স্থান-মাহাত্ম্যে নয়

কাল-মাহাত্ম্যে আপনার কথিত মহাপুরুষদের শিষ্যদেরই ন্যায় পূর্ব্বে যেমন ছিল, পরেও তেমনই থাকিয়া যাইবে। ইহাতে ত' কোনও লাভ হইবে না। চোর চোরই রহিল, ডাকাত ডাকাতই রহিল, লম্পট লম্পটই রহিল, গণিকা গণিকাই রহিল, কেবল নামাবলি আর ফোঁটা-তিলকে একটু অঙ্গ-শোভার পরিবর্ত্তন হইল, এইটুকুতে তুষ্ট থাকা ত' সম্ভব নহে।

সুতরাং আপনি জন-গণ-চিত্তের অভ্যন্তরে একটু প্রবেশ করিয়া দেখুন যে, পাপ ও দুর্নীতির সহিত আপোষহীন সংগ্রাম চালাইবার জন্য যাহার ধর্ম্মপ্রচার, তাহার আগমন জনসাধারণ ভাল চক্ষে দেখিবেন কিনা। আমি যে বাপুতি আমলের প্রথা বলিয়া পাপকে সহ্য করিয়া যাইব, ইহা হইতে পারে না। আমার কণ্ঠে মিথ্যার বিরুদ্ধে ভৈরব গর্জ্জনশুনিবার লোক সেখানে আছে ত'? নতুবা বৃথা বৃথা পথ-ক্লেশ সহ্য করিয়া ভ্রমণ-তালিকা করিবার কোন্ প্রয়োজন আছে? অবশ্য, কেহ যেখানে কথা শুনিতে চাহে না, বক্তাকে ঢিল ছুঁড়িয়া নাকাল করিতে লোকেরা ব্যগ্র, সেখানেও আমি যাই। কিন্তু বর্ত্তমানে চারিদিকে কাজের চাপ এত বেশী যে, হঠাৎ করিয়া অকারণ শ্রমে রত হইতে চাহি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরি-ওঁ

উদারবান্ধ (কাছাড়)
২৯শে পৌষ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। এমন এক একটা সময় আসে, যখন, যেখানে যাহারা আছে যে অবস্থায়, তাহাদের প্রতিজনের সর্ব্বশক্তি একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োগ করিতে হয়। মনে রাখিও যে, প্রতি স্থানের প্রতিটি ব্যক্তিকে এইভাবে একই সময়ে এক লক্ষ্যে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিবার জন্য নিয়ত প্রস্তুত করিয়া রাখার নামই সংগঠন। এই সংগঠন তোমরা কখনও পরিত্যাগ করিও না। "সংগঠন" শব্দের এই মানেটী তোমরা কখনও ভুলিও না। শক্তিমান হইলেই সংগঠন সম্ভব এবং সংগঠন হইলেই শক্তি স্ফুরণ ঘটে। কণা কণা সামর্থ্যকে এক স্থানে একত্র যুগপৎ এবং বিদ্যুদ্‌গতিতে সংযুক্ত করিয়া দিবার আয়োজনকেই আমি বলি সংগঠন। মুখেই কেবল সংগঠন শব্দটাকে আওড়াইও না, কাজেও সংগঠন করিতে সর্ব্বদা উদ্যত এবং চেষ্টিত থাকিও। তোমরা শক্তিমানের সন্তান, তোমাদের মধ্যে দুর্ব্বলতা দেখিতে চাহি না। কিন্তু সকলে যদি একই সময়ে একই স্থানে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগের অনুশীলন না কর, তবে শক্তির প্রকাশই বা হইবে কি করিয়া,

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রমাণই বা দিবে কিরূপে? সকলের সর্ব্বশক্তি একই সময়ে একই স্থানে সমাবিষ্ট করিতে প্রেম লাগে। কোথায় সেই প্রেমের বন্ধনটী সৃষ্টি করিতে হইবে, কাঁহার সহিত সেই প্রেমের সম্বন্ধটী গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহা তোমরা বুঝিতে ভুল করিও না। প্রেম ছাড়া প্রাণ জাগে না, প্রাণ না জাগিলে কেহ কোনও আদর্শের চরণে জীবনোৎসর্গ করিতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরি-ওঁ

বরথল (কাছাড়)

২রা মাঘ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। জগতে কেহ জানে না, কবে কাহার কি হইবে। তবু অন্তরে আশা রাখিয়া চলিতে হয়। চতুর্দ্দিকে অত্যাচার, উৎপীড়ন, উচ্ছৃঙ্খলতা চলিয়াছে, তবু ভগবানে বিশ্বাস রাখিতে হয়। মানুষের জীবনের আজ কোনও মূল্য নাই, পারিবারিক সম্মান নাই, নিরাপত্তা নাই, অরাজকতাকে গণতন্ত্র নাম দিয়া রণদেবতার অট্টহাস চলিতেছে। তবু ভগবানে নির্ভর করিয়া যে সৎপথে চলে, ভগবান্ তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা

করেন। তুমি সুযোগ পাইলে এমন স্থানেই স্থায়ী ভাবে বসবাসের ব্যবস্থা কর, যেখানে নিরুদ্বেগে ভগবানের নাম করা যায়। ভগবানের নাম করিবার সুযোগ যেখানে বিপন্ন, তেমন স্থানে অন্য পাঁচটা সুবিধা থাকিলেও বাস করা সঙ্গত নহে। ভগবানের নামে প্রেম যেখানে অটুট থাকিবে, সেখানে সহস্র বিঘ্নকে শিরোধার্য্য করিয়াও বাস করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরি-ওঁ

লাবাক্ (কাছাড়)

৪ঠা মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার রেজেষ্টারী করা পত্রখানা পাইয়াছি। তোমাদের পুপুন্‌কী আশ্রমে হঠাৎ এক জরুরী বিপত্তি উদ্ভূত হওয়াতে তুমি তোমার এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তু অবস্থাতেও আশ্রমাধ্যক্ষকে একশত এক টাকা পাঠাইয়া দিতেছ, জানিয়া বিস্মিত হইলাম। এই না সেইদিন সরকারী লোকেরা তোমাদের ঘর-দুয়ার ভাঙ্গিয়া দিয়া তোমাদিগকে দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু করিয়াছেন? মিকির পাহাড়ের হাতীও সেইদিন করুণায় আর্দ্র হইয়া শুড় নামাইয়া নিয়াছে কিন্তু সরকারী পরোয়ানার দয়া-ধর্ম্ম বা

লজ্জা-সরম জাগে নাই। একবার পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া আসিয়া তোমরা বাস্তুহীন হইয়াছিলে। স্বাধীন ভারতে পুনরায় তোমাদের উপরে সেই নিগ্রহই হইল। তাহার পরেও কি সৎকার্য্যে দান করিবার রুচি বা ক্ষমতা থাকে? কিন্তু তোমাদের তাহা আছে দেখিতেছি। ইহা খুব উন্নত শ্রেণীর চিত্তশুদ্ধির পরিচয় বহন করিতেছে। তোমাদের চিত্তের স্বচ্ছ শুদ্ধতাকে শতবার শ্রদ্ধা জানাই।

আশ্রমের পরিস্থিতি সম্পর্কে তুমি আরও দুই চারি জনকে ওয়াকিবহাল করিবার চেষ্টা করিয়াছ এবং অর্থ-গৌরবে এখনও যাহারা স্বচ্ছল, তাহাদের মনে কোনও তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে পার নাই বলিয়া লিখিয়াছ। ইহা ত' বাবা স্বাভাবিক। স্বার্থের সেবা করিতে করিতে মানুষ এমন অন্ধ হইয়া যায় যে, জগতে আর কাহারও প্রতি কোনও কর্ত্তব্যের কথা তাহাদের স্মরণে পড়ে না। কিন্তু বাবা, তোমাদের এই আশ্রম ত' অযাচক আশ্রম। স্বেচ্ছায় শুদ্ধচিত্তের দান না আসিলে বিপদের দিনেও ইহা কাহারও অর্থের প্রত্যাশা বা দানের প্রার্থনা করে না। তোমরা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট একটা অপ্রত্যাশিত সঙ্কটের মুখে যে যাহা পাঠাইতেছ, প্রয়োজনের বিশালত্বের তুলনায় অল্প হইলেও তাহা বিশুদ্ধ কাঞ্চন, তাহাতে মান-যশ-প্রতিপত্তি বা লাভ-লোভের ভেজাল নাই। প্রেমিক প্রেমাস্পদকে প্রেমের

অর্ঘ্য পাঠাইয়াছে। পরিমাণে ইহা অল্প বলিয়া ইহার মূল্য অল্প নহে। তোমরা তোমাদের ভ্রাতা-ভগিনীদিগের উপরে অন্যায় চাপ দিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিও না। চিত্ত যাহার শুদ্ধ আছে, সে ছাড়া কে পারিবে সৎকাজে ত্যাগ স্বীকার করিতে?

তোমাদের জন্মোৎসবের আনন্দ এক অপ্রত্যাশিত অঘটনের দ্বারা মাটি হইয়া গিয়াছে জানিয়া ব্যথিত হইলাম। ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি মণ্ডপে প্রবেশ করিবার আগেই তোমাদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কোনও কোনও ধর্ম্মাবলম্বীকে তাহাদের নেতৃস্থানীয়েরা এবং তাহাদের ধর্ম্মের প্রচারকেরা অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে বিদ্বেষ করিতে এবং পরধর্ম্মে গ্লানি করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন, ইহা ত' তোমদের অজানা নহে। কোনও কোনও ধর্ম্মাবলম্বীর মন্দির, পূজাস্থান ও বিগ্রহ কলুষিত করিতে পর্য্যন্ত ইঁহারা অশেষ উৎসাহ দিয়া থাকেন। অশ্রদ্ধবান ব্যক্তিকে মণ্ডপে প্রবেশ করিতে দেওয়াই উচিত হয় নাই। লোকটা মণ্ডপে ঢুকিল, নানা অশিষ্ট ব্যবহার করিল, বিগ্রহ সরাইয়া ফেলিল, তারপরেও তোমরা প্রতীক্ষাই করিলে। তাহার হাত হইতে বিগ্রহ নিরাপদে সরাইয়া নিবার জন্য তোমরা অনুনয়-বিনয়ও করিলে। কিন্তু শেষফলে ত' ঐ বিগ্রহ, বিচূর্ণ ও নষ্ট হইল। গোড়াতে সতর্ক হইলে ত' আর এত কাণ্ড ঘটিত না। এই ঘটনা হইতে তোমরা শিক্ষা সংগ্রহ কর।

একদিকে সরকারী নিগ্রহ তোমাদের দ্বিতীয়বার বাস্তুহীন করিতেছে, অন্যদিকে যদি তোমাদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়া আজও সাম্প্রদায়িক অন্ধতায় পীড়িত বিকৃতবুদ্ধি মানুষ তোমাদের বিগ্রহ চূর্ণ করে, তবে তোমাদের দুর্গতির আর শেষ রহিল কোথায়? তোমাদের অতিরিক্ত ভদ্রতা-জ্ঞানই এই বিপত্তির একমাত্র কারণ। সাহস এবং সতর্কতার সহিত যে ভদ্রতা-জ্ঞানের সমন্বয় চলে, তাহা তোমরা ভুলিয়া গিয়াছিলে। মানুষের প্রতি তোমাদের কোনও আক্রোশ থাকিতে পারে না, থাকা উচিত নহে, তাহা থাকা পাপ। কেহ ভিন্নসম্প্রদায়ী বা বিরুদ্ধমনোভাবসম্পন্ন বলিয়াই তাহাকে তোমরা অবজ্ঞা বা অপ্রেম করিতে পার না। কিন্তু ব্যক্তিমাত্র সম্পর্কেই সম্ভাব্য অপকারের সম্বন্ধে সতর্ক থাকায় দোষ কিছু ছিল না। প্রেমিক ক্ষমা করে কিন্তু অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয় না। প্রেমকে ভ্রমাত্মক অর্থে গ্রহণ করাতেই তোমাদের প্রেম অধিকাংশস্থলে কাপুরুষতায় পরিণত হইয়াছে।

এবার যাহা হইবার হইয়াছে। ইহা নিয়া আর মন খারাপ করিও না। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সতর্ক থাকিও যেন কেহ একটা অপকার্য্য করিয়া তারপরে মনোদুঃখ না দেয়। ভদ্রতার ভাব একটু কমাইয়া সময়োচিত সতর্কতার ভাব যেন একটু প্রবলতর হয়। ভদ্রতা রক্ষা করিয়াও লোককে অন্যায় হইতে

প্রতিনিবৃত্ত করা যায়, যদি গোড়াতেই থাকে সাবধানতা। সাবধানতাকে অপ্রেম বলিয়া ভ্রম করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরি-ওঁ   লক্ষ্মীপুর (কাছাড়)
৫ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের বহুবার বলিয়াছি, যে কোনও কাজই করিতে যাও দুইটী বিষয়ে তীব্র লক্ষ্য রাখিবে। প্রথমতঃ পরিকল্পনা আগে হইতে করিয়া রাখিবে এবং তাহা ব্যাপক তথা পুঙ্খানুপুঙ্খ হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ সকল স্থানের সকলে একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট একটী কাজে যাহাতে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে পার, তাহার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত হইবে। শুধু হা-হুতাশ বা শুধু জয়ধ্বনি কখনও জয় গৌরব প্রদান করে না। সর্ব্বশেষ কথা মনে রাখিও যে, সহকর্ম্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম, সদিচ্ছা, প্রীতি ও প্রাণঢালা ভালবাসা রাখা চাই।

একটা কাজ করিতে গেলে তাহার সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য, তাহার পূর্ণতা বিধানের জন্য, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা আনয়নের জন্য কোন্ দিক্ দিয়া কতগুলি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন

বা কত রকম ব্যবস্থা করা যায়, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা ও পর্য্যালোচনা করতঃ একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্রম নির্ণয় করার নাম পরিকল্পনা। এই কার্য্য সাধন করিতে গেলে কোথায় কোন্ বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনা ইহার অনুকূল, কোনটীকে কিভাবে কতটা কাজে লাগান একান্তই অপরিহার্য্য, কোন্গুলিকে কাজে না আনিলে কাজের ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, পরিকল্পনাকালে তাহারও বিচার করিতে হইবে। আবার কোন্ কোন্ বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য-সাধনের পথে কতটা পরিপন্থী, ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বিরুদ্ধশক্তিকে কৌশলে অনুপন্থী বা সহায়ক করা যায়, কোন্ কোন্ বিরুদ্ধ শক্তিকে অধিকতর পটুতা সহকারে বিষদন্ত-নির্ম্মূলিত করিয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া দেওয়া যায়, কোন্ কোন্ বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সঙ্গত ভাবেই সংগ্রাম চালাইয়া তাহাকে পরাহত এবং পদানত করা যায়, তাহার আলোচনা তথা পর্য্যালোচনা ও পরিকল্পনারই অঙ্গীভূত ব্যাপার। কিন্তু ইহা করিতে গিয়া সভাস্থল কথার ফুলঝুরিতে আলোকিত, পুলকিত, করতালি-মুখরিত ও চমকিত করিয়া দিবার নামই পরিকল্পনা নহে। প্রকৃত কাজে, প্রকৃত পরিকল্পনায় বাহ্য আস্ফালন ও অনাবশ্যক বাক্যাড়ম্বরের স্থান অতি অল্পই থাকে।

(লক্ষ্মীপুর, ৬ই মাঘ, ১৩৬৫)

একই দিনে এত বিচিত্র রকমের কর্ম্মতালিকা হইয়াছে যে,

দম ফেলিবার অবকাশ নাই। পত্রখানা একদিনে শেষ করিতে পারিলাম না। বরথল গিয়া একদিনে বরথল, লিডিয়াছড়া ও লালংএর প্রগ্রাম রক্ষা করিতে হইয়াছে, রাজাবাজার ত' আমার যাওয়াই হইল না, সাধনা গিয়া ভাষণ দিয়া আসিল। কাল এইখানেও স্থিতিস্থান ও কর্ম্মস্থান আলাদা হওয়াতে প্রায় তদ্রূপ অবস্থা গিয়াছে। আজ আবার দু'টায় বিন্নাকান্দি ভাষণ, বিকাল চারিটায় গঙ্গানগর ভাষণ এবং সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে ছুটিয়া যাইতে হইবে করিমগঞ্জ, কাল সকালে আটটায় করিমগঞ্জ ছাড়িয়া বারোটায় আসিব আবার গঙ্গানগর, বিকাল চারিটায় মণিয়ারখালের ভাষণ। গঙ্গানগর যাইতে-আসিতে ট্রলিতে চাপিতে হয়, নদী পার হইতে হয়। এই সব কারণে তোমাদের শত শত পত্র অপঠিত হইয়া পড়িয়া থাকে, উত্তর দেওয়া ত' দূরের কথা।

কল্যকার লেখা পত্র অসমাপ্ত ছিল। লিখিতেছিলাম, সমস্ত শক্তিকে একত্র এক স্থানে প্রয়োগের কথা। তাহার শুভফল অনিবার্য্য। রণনীতিতে সর্ব্বশক্তিকে একত্র প্রয়োগের মহিমা বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সামাজিক নীতিতেই বা তাহা হইবে না কেন? সকলের পূর্ণ সহযোগে একটা অনুষ্ঠান করিলে তাহার যে ব্যাপক শুভফল, মাত্র একজনের সর্ব্বশক্তি দিয়া করিলে তাহার সেই ব্যাপক ফল হয় না। সর্ব্বজনীন শারদীয়া পূজার নাম করিয়া এখন পাড়ায় পাড়ায় যাহা

হইতেছে, তাহাও একস্থানে সকলের সকল শক্তি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত নহে। তাই ইহা শুভফল অল্পই প্রসব করিতেছে। তোমাদের সমবেত উপাসনাগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও এরূপ দলীয় ভাব আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ফলে উত্তরপাড়া আর দক্ষিণপাড়া কখনও একত্র হইতে পারিতেছে না। পূর্ব্বপাড়া আর পশ্চিমপাড়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাইতেছে। আমি চাহি দশ দিকের দশবিধশক্তি একত্র একই সময়ে পরিপূর্ণ ভাবে প্রযুক্ত হইয়া এক একটী অনুষ্ঠানকে কল্পনাতীত সাফল্য প্রদান করুক। একই সময়ে চারিদিকে আট দশটী অনুষ্ঠান করিতে গেলে সাফল্যের বিরাটত্বের দিক দিয়া তাহাদের একটীও কোনও বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে না। মনে কর, কোনও জেলার সদরে আমরা বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যাইতেছি। সেই জেলার নানা স্থানে একই সময়ে চারিদিকে অনেকগুলি অনুষ্ঠান আমরাই যদি সুরু করিয়া দেই, তাহা হইলে আমাদের সদর সহরের অনুষ্ঠানটী কি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে না? বরং প্রয়োজন হইবে, চরিদিকের সবগুলি অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, কর্ম্মী, সহযোগী ও অনুরাগী ব্যক্তিদের এইরূপ পরিকল্পনা করা, যাহাতে চতুর্দ্দিকের সমস্ত শক্তি সদর সহরটীতেই আগে প্রযুক্ত হয় এবং তাহা হয় একত্র, এক সময়ে এবং পরিপূর্ণ উদ্যম সহকারে, উৎসাহের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়া। ইহা হইয়া যাইবার পরে চারিদিকের

গ্রাম গ্রামান্তরের কাজগুলি আপনি সহজ হইয়া যাইবে। অথবা ইহার বিপরীতক্রমেও কাজ করা যাইতে পারে। যেমন, প্রথমেই তোমরা গ্রাম-গ্রামান্তরের অনুষ্ঠানগুলিকে একটার পর একটা করিয়া সফল করিয়া তুলিলে স্থানীয় চেষ্টার চূড়ান্ত করিয়া কিন্তু সদর সহরের অনুষ্ঠানের সময়ে সকল স্থানের সকল শক্তি ঐ সদর সহরে আনিয়া প্রয়োগ করিলে। মোট কথা, সর্ব্বশক্তি এক স্থানে আনিয়া জড় করিতে পারার অনুশীলন তোমাদের চাই এবং তাহা করিতে না পারাকে খুব একটা বড় রকমের অযোগ্যতা বলিয়া মনে করিতে হইবে। মাঝে মাঝে অক্ষম, দুর্ব্বল, দরিদ্র ও কর্ম্মিহীন গ্রামই তোমাদের এই জন্য বাছিয়া নিতে হইবে। চারিদিক হইতে যুগপৎ সর্ব্বশক্তি দিয়া সহায়তা করিলে একটা মরুভূমির ভিতরেও যে ভাগীরথীর প্লাবন টানিয়া নেওয়া যায়, ইহার দৃষ্টান্ত তোমাদের মাঝে মাঝে স্থাপন করিয়াই যাইতে হইবে। ঘরের কোণে বসিয়া থাকিবার জন্য আমি তোমাদিগকে সাধন-দীক্ষা প্রদান করি নাই। যে কর্ম্মতালিকাই গ্রহণ কর। তোমাদের জীবন-ধর্ম্মের সহিত সর্ব্বমানবের জীবন-কর্ম্মের যোগাযোগ স্থাপনের দায়িত্ব তোমরা আমার শিষ্যত্বগ্রহণের দ্বারাই স্বীকার করিয়া লইয়াছ। এই স্বীকৃতির সম্মান তোমাদিগকে রাখিতে হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গের রহিমপুরে তোমাদের একটী অতি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হইয়াছিল ইংরাজী ১৯৪১ সনে, বোধ হয় মাঘ

মাসে, যাহাতে সাতটী লাউডস্পীকার ব্যবহার করিতে হইয়াছিল সেই যুগে, যেই যুগে কলিকাতা সহরেও মাইক্রোফোণ লাউডস্পীকার ব্যবহার ভাল মত চল হয় নাই। রাস্তায় রাস্তায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীরা মানুষ ফিরাইবার জন্য দলবদ্ধ ভাবে প্রচারণা এবং গুণ্ডামি করিয়াছে। তার কিছুকাল পরে রহিমপুরের নিকটবর্ত্তী মোচাগড়াতে আর একটী অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেখানে আশ্রম ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল হাজার হাজার ভিন্নধর্ম্মাবম্বী সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা, যাহারা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কেবলই আস্ফালন করিতেছিল এবং ত্রিশ চল্লিশ মাইল জুড়িয়া পথে ঘাটে দলবদ্ধ হইয়া সেই সকল পুরুষ ও নারীর প্রতি লুণ্ঠন ও দস্যুতা চালাইয়াছিল, যাহারা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসিতেছিল। নোয়াখালী জেলার ফেণীতে একটী অনুষ্ঠানকে পণ্ড করিবার জন্য সমগ্র মহকুমার ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা প্রায় শতকরা নিরানব্বই জনে এমন বিরুদ্ধ প্রচার চালাইয়াছিলেন যে, কেহ আশা করিতে পারে নাই যে, কাজ কিছু করিতে আমরা পারিব। ডিব্রুগড়ে আমার মৌনোদ্‌যাপন-উৎসবের তারিখটীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া ভারতের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসঙ্ঘের পরিচালকেরা নিজেদের আদি গুরুদেবের জন্মোৎসবের তারিখ কেবল বদলাইতে লাগিলেন এবং তোমাদের নিজেদের অনুষ্ঠানটীর সময়ে দেখা গেল, অনুষ্ঠানকে পণ্ড করিবার জন্য হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয়-

প্রদানকারী কোনও কোনও প্রভাবশালী ধর্ম্মসম্প্রদায় দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টার মারিয়া গিয়াছেন। দৈবাৎ আমি তিনসুকিয়াতে আমার এক জন্মদিনে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে হঠাৎ দেখা গেল, তোমাদের উৎসব-প্রাঙ্গণে যাহাতে মানুষের ভিড় কমিয়া যায়, তাহারই জন্য অন্য এক মহাপুরুষের জন্মোৎসব ঘটা করিয়া সহরের অন্য এক প্রান্তে অজস্র অর্থব্যয়ের মধ্য দিয়া সুরু হইয়া গেল, যদিও ঐ তারিখে, ঐ তিথিতে বা ঐ মাসে উক্ত মহাপুরুষের পার্থিব লীলার সুরু হয় নাই। কিন্তু পরিণাম-ফল কি হইল? বিরুদ্ধকারীদের সহস্র বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তোমাদের অনুষ্ঠানগুলি এমন ভাবে জয়ী হইল, যাহার শুভপদচিহ্ন জন-বিষ্ণুর বক্ষে অনেক কাল ধরিয়া অঙ্কিত থাকিবে। তোমাদের কাজগুলি ত' নিজেদের সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টির জন্য নয়, নিজেদের সঙ্ঘের বিস্তারের উদ্দেশ্যেও নহে। তোমাদের কাজগুলি ত' সর্ব্বসম্প্রদায়ের ভিতরে নির্ব্বিরোধ প্রেম-ভাব প্রসারের জন্য। তোমাদের এই নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের জয়ের হইয়াছে সূক্ষ্ম সহায়ক আর তোমারা যে চারিদিক হইতে একই সঙ্গে একটী অনুষ্ঠানে সর্ব্বশক্তি লাগাইয়া দিতে পারিয়াছিলে, তাহা হইয়াছে তোমাদের জয়লাভের প্রত্যক্ষ কারণ। তোমরা এই সত্যকে কখনও বিস্মৃত হইও না। ভিক্ষা করিয়া চাঁদা তুলিয়া তোমরা নানা স্থানে শত শত স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিতে যাও নাই

বলিয়াই তোমরা অবজ্ঞার পাত্র হইয়া পড় নাই। তোমাদের নিজেদের সঙ্ঘশক্তিকে যদি তোমরা এক সঙ্গে একস্থানে প্রয়োগের অভ্যাসটী বজায় রাখিয়া চলিতে থাক, তাহা হইলে ভিক্ষা না করিয়া, চাঁদা না তুলিয়া তোমরা আস্তে আস্তে এমন অনেক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবে, যাহারা মাথা উঁচু করার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মনে এই প্রশ্ন আপনা আপনি জাগিয়া উঠিবে যে, তাহারা কেমন ভিক্ষুক, যাহারা অন্য ধর্ম্মসঙ্ঘের লোকদের কাছ হইতে নিজেদের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের জন্য বেপরোয়া হইয়া চাঁদা তোলেন কিন্তু সেই অন্য ধর্ম্মসঙ্ঘের লোকেরাই আবার নিজেরা কোনও সৎকাজে হাত দিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাধার সৃষ্টি করেন? সৎকাজ করিবার অধিকার কি কোনও একটী বা দুইটী নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মসঙ্ঘেরই একচেটিয়া?

আমার বলিবার কথা এই যে, তোমরা যদি সকলের সকল শক্তি একত্র প্রয়োগ করিতে পার, বাধা-বিঘ্ন চূর্ণ হইয়া যাইবে। বাধা দানকারীদের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি আমার শিক্ষাও নহে, লক্ষ্যও নহে। ইহাদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া চলিবার চেষ্টা আমাদের কর্ত্তব্য। ইঁহাদের দলের ভিতরেও এমন শত শত মহানুভব সজ্জন আছেন, যাঁহারা মনে মনে আমাদের চেষ্টা ও কর্ম্মকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই গুপ্তভাবে আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। কারণ,

আমরা সত্যের উপাসক, প্রেমের পূজারী। সত্যের সম্মান, প্রেমের জয় সর্ব্বত্রই আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরি-ওঁ

লক্ষ্মীপুর (কাছাড়)
৬ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যে যে স্থান হইতে সহকর্ম্মী আসিবে বলিয়া মণ্ডলীগুলি তোমাকে জানাইয়াছিলেন, সেই সেই স্থান হইতে কেহ আসে নাই, যে যে মণ্ডলী আর্থিক সহযোগ করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনো ঘুটানো হাত খোলেন নাই, তোমরা মাত্র চারিজনে দুর্গম পাহাড়ের কাজ সুরু করিয়াছ, —সব সংবাদই জানিলাম। কাহারো ভরসা রাখিও না, ভরসা কর ভগবানে। ভগবানের নাম ও তাঁহার মহিমা ছড়াইবার জন্য বন-পর্ব্বতের বন্ধুর উপত্যকা অতিক্রম করিতেছ, ভগবানই তোমাদের সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তোমরা ভগবানে বিশ্বাস হারাইও না ক্ষণকালের জন্যও। আর, মনে রাখিও, যেই অনুন্নত পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে কাজ করিতে গিয়াছ, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহবুদ্ধি নহে, প্রেমবুদ্ধি রাখিতে হইবে। প্রেমই

তোমাদিগকে দুর্ব্বার ও দুর্জ্জয় করিবে, কৌশল নহে, চালাকি নহে, ফন্দীবাজী নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরি-ওঁ

গঙ্গানগর (কাছাড়)

৬ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। নির্ব্বাচন-বৈতরণী পার হইবার জন্য যে দুরন্ত চঞ্চলতায় রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীরা দেশ-ভ্রমণ করে, আমার ও কল্যাণীয়া সাধনার অবস্থা কতকটা তাই। প্রাতে ফুলের-তল পল্লীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, দুপুরে বিন্নাকান্দি চা-বাগিচায় ভাষণ দিয়াছি, সন্ধ্যায় সাধনা এখন গঙ্গানগর স্কুল-প্রাঙ্গণে ভাষণ দিতেছে, আমি স্তূপীকৃত পত্রের জবাব দিতেছি। সাধনার ভাষণ সমাপ্ত হইলেই আমাকে দেড় দুই ঘণ্টা বলিতে হইবে। এই কনকনে শীতেও মানুষ উন্মুক্ত মাঠে বসিয়া আছে। আকাশ হইতে শিশির-বিন্দু যেন মৃদু বৃষ্টি-বিন্দুর মত ঝরিতেছে। দুই একটী বৃদ্ধ লোক অতি দূরে ছাতা মাথায় দাঁড়াইয়া ভাষণ শুনিতেছেন। ভাষণের ঠিক পরক্ষণেই পঞ্চাশ মাইলের উপরে মটর হাঁকাইয়া করিমগঞ্জ যাইতে হইবে।

আগামী কল্য শ্রীমান্ তুলারাম ভোরা ও শ্রীমান্ দীপচাঁদ ভোরা ভ্রাতৃদ্বয় বিপুল অর্থব্যয়ে তাঁহাদের পিতার নামে ভিকমচাঁদ-বালিকা- বিদ্যানিকেতন খুলিবেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য আমাকে এবং সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য সাধনাকে সেখানে থাকিতে হইবে। কাল নয়টা কি দশটায় সেখান হইতে রওনা হইয়া বেলা একটায় আবার গঙ্গানগর ফিরিব, দীক্ষার্থীদের দীক্ষা দিতে দিতে তিনটা বাজিবে, বিকাল চারিটায় আবার মনিয়ারখাল চা-বাগিচায় ভাষণ। এইভাবে আমরা চলিতেছি। অবসর কোথায়?

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে তোমার এক সতীর্থ ব্রহ্মচারী লিখিয়াছে যে, আশ্রমের উপরে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে, দ্রুত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক। পুপুন্‌কী হইতে তোমার পাত্রে একযোগে শনি, রাহু, কেতুর প্রকোপ-সংবাদ পাইতেছি। কিন্তু এই সকল দুঃসংবাদে আমার চিত্ত টলিবার নহে। এমন একটী বিপদও জগতে নাই, যাহার মধ্যে সম্পদের সম্ভাবনা সুপ্রচুর ভাবে লুক্কায়িত না থাকে। বিপদকে গ্রাহ্য না করিয়া তাহাকে যুদ্ধ দিয়া পদবিদলিত করিবার জন্য তৈরী হও। জন্মাবধি আমি যোদ্ধা। ভয় বা করাজয়, এই দুইটী জিনিষকে আমি আমল দেই না। সংগ্রাম করিব, ক্ষতবিক্ষত হইব এবং জয়ী হইব,— ইহাই আমার কর্ম্মসূচী। তোমরা ভয় পাইও না।

এখন আর কি যুদ্ধ দেখিতেছ? সম্মুখে বৃহত্তর ও মহত্তর

সংগ্রাম আসিতেছে। তাহার জন্য প্রস্তুত হও। সমগ্র আকাশব্যাপী মেঘ দেখিয়া যে ভয় পায়, সে বজ্র-বিদ্যুতের উৎপাতের সময়ে ত' মূর্চ্ছাহত হইবেই! না, তাহা হইলে আমাদের চলিবে না। ভগবানকে জীবনে কখনও ভালবাস নাই? তাঁহাতে প্রেম থাকিলে ভয় থাকিবে কেন? প্রেম কি নির্ভর জাগায় না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরি-ওঁ

মনিয়ারখাল (কাছাড়)

৮ই মাঘ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এখানে আসিয়া তোমার জরুরী দুই তিনখানা পত্র এক সঙ্গে পাইলাম। আকাশে দুর্য্যোগ ছিল, তাই কাল এখানে আমার সোয়া দুই ঘণ্টা ভাষণের পরে সাধনা নিরাপদে আর বিশ মিনিটও বলিতে পারে নাই। বৃষ্টির মধ্যে জোর করিয়া মিনিট পঁয়তাল্লিশ বলিয়া ক্ষান্ত দিতে হইয়াছে। লোক মন্দ হয় নাই কিন্তু অন্যান্য স্থানের ন্যায় ইহাদের প্রাণ যেন আমরা স্পর্শ করিতে পারি নাই। কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে কিন্তু সেই কারণ আমরা আবিষ্কার করিতে পারি নাই।

রামমাণিক্যপুরেই আমাদের প্রোগ্রাম হইবার কথা ছিল। পথের দূরত্ব আদি সম্পর্কে নানা কথা ওঠায় তাহা বাতিল হয়। আজ নিজে রামমাণিক্যপুর পরিদর্শনে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, ওখানেই জন-মনে আমাদের কাজ করিবার অনুকূল ক্ষেত্র সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে। একটী মাত্র ছেলে শৈলেন্দ্র নিজের অনলস প্রয়াস ও অবিরাম উদ্যমে যে ক্ষেত্র-কর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, আগামী ভ্রমণে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আমরা চেষ্টা করিব।

বিপদ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছ। ইহা কিন্তু ভুল হইতেছে। বিপদকে টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া মারিতে হইবে। ঈশ্বর-বিশ্বাসীর আবার ভয় কেন? ঈশ্বর-প্রেমিকের আবার উদ্বেগ কেন? ঈশ্বর-নির্ভর-ব্যক্তির আবার দুশ্চিন্তা কেন? খুঁজিয়া বাহির কর, তোমার বিশ্বাসে, প্রেমে, নির্ভরে কোথাও কোনও ফাঁকী আছে কিনা। যদি ফাঁকি বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে অবিলম্বে দৃঢ়তর সাধনার বলে তাহা নির্ম্মূল কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি-ওঁ

দর্ম্মিখাল (কাছাড়)

৮ই মাঘ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যাহাকে যাহাকে যে পরিমাণ টাকা পাঠাইবার, তাহা পাঠাইয়া দিয়াছি। উপস্থিত মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনগুলি দেখিবার মত ব্যবস্থা হইল। কিন্তু তোমার মনে রাখা দরকার যে, টাকার জন্য আমরা ভ্রমণ করি না কিম্বা আমাদের ভ্রমণগুলিতে অর্থাগমও প্রচুর হয় না। সঙ্গে বিক্রেয় পুস্তক থাকে, তার টাকা সঙ্গে সঙ্গে বারাণসীতে পাঠাইয়া দেই। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অর্থ সংগ্রহের কোনও ইচ্ছা বা চেষ্টা আমাদের থাকে না বলিয়াই অন্য যে-কোনও প্রচারশীল ধর্ম্মসঙ্ঘের অপেক্ষা উচ্চতর এক সম্মান আমাদের আছে। জোর করিয়া আদায় না করিলে অনেক মানুষের সৎকার্য্যের ত্যাগের প্রবৃত্তি জাগে না, ইহা সত্য কিন্তু সেভাবে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা যেন আমাদের আশ্রমের কেহ কখনও না করে। নিদারুণ অর্থাভাবের মধ্য দিয়া সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনের মধ্যে এমন একটা আত্মপ্রসাদ আছে যাহা প্রচুর অর্থ হাতে পাইলে থাকে না। অর্থাভাবকে কেবলই দুর্য্যোগ বলিয়া মনে করিও না। আত্মশ্রদ্ধার বিকাশে, ঈশ্বরনির্ভরের অনুশীলনে, আত্মশক্তির উদ্বোধনে ইহা পরম সুযোগ। দুর্য্যোগকে সুযোগে পরিণত করিয়া নিবার কৌশলের নামই যোগ, ইহা মনে রাখিও।

সমগ্র দিন নিদারুণ বারিবর্ষণ চলিয়াছে। অতি কষ্টে আমরা দর্ম্মিখাল পৌঁছিয়াছি। আসিতে রাত্রি হইয়া গেল। কাছাড়ী

মাতা, কন্যা, ভগিনীরা এই বৃষ্টির মধ্যে ভিজিয়া ভিজিয়া হাতে হাতে বরণডালা, প্রদীপমালা, পুষ্পকোরকহার লইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। সভামণ্ডপটী এমন সুন্দরভাবে বনজ লতাপাতায় সাজান হইয়াছে যে, দেখিলে চোখ ফিরান যায় না। এই সুন্দর সরল-স্বভাব জাতিটার সহজ সৌন্দর্য্য-জ্ঞান অনুপম। কিন্তু তিরিশ মিনিট ভাষণ দিয়াই আমাকে বিশ্রাম স্থানে বসিতে হইয়াছে। পত্রের পর পত্র জমিয়া আছে। এক বোঝা ডাক আসিয়া হাজির। কোনও পত্র পাঠ করিয়াই মনে মনে আশীর্ব্বাদ পাঠাইব। কোনও পত্রের সংক্ষিপ্ত উত্তর এখনই দিয়া দিব। কোনও পত্র বা পাঠান্তে ছিঁড়িয়া ফেলিব। অনেক লোকের অকারণ পত্র লিখিবার অভ্যাস, অনাবশ্যক বিষয় দিয়া পত্র ভারাক্রান্ত করাকে ইহারা কৃতিত্ব বলিয়া জ্ঞান করে। মুখের বাচালতা যেমন অনেক সময়ে অসহ্য, পত্রের বাচালতাও কখনো কখনো তাহাই। এসব পত্র ছিন্ন না করিয়া উপায় কি? হাজার টানাটানি করিয়াও ত' চব্বিশ ঘণ্টার দিনটাকে পঁচিশ ঘণ্টা করিতে পারিতেছি না!

নাম-যশের লোভ-বর্জ্জিত নিষ্কাম যে ত্যাগশীলতা, তাহাই মানবচরিত্রে বাঞ্ছনীয় বলিয়া জ্ঞান করিও। জগৎ জুড়িয়া কেবল চোরাকারবারের অন্ধকার পথে অর্থার্জ্জনের তাণ্ডব চলিতেছে, এমতাবস্থায় শুদ্ধ সাত্ত্বিক দাতা দুর্ল্লভই হইবে। এই কারণেই কাহারও দানের প্রত্যাশায় থাকিও না। আশ্রমে

এবার যাহা ধান হইয়াছে, তাহার কতক বিক্রয় করিয়া বিদ্যালয়-ভবনের ইট কাটার কাজ আরম্ভ করা যায় কিনা, বিবেচনা করিয়া দেখ। আশ্রমের সাম্প্রতিক বিপদ পার হইয়া গেলেই আমি চাহি সর্ব্বশক্তি দিয়া বিদ্যালয়-ভবন নির্ম্মাণের কাজ ধরিতে। অনেক দিন নিজ হাতে ইট গাথি না, এবার সে অবসরই হয়ত আসিবে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইতেছি। গাইত চালাইতে আগের মত পারি না, শরীরের বয়স হইয়াছে কিন্তু হলচালনে এখনও আমি পূর্ণ কর্ম্মক্ষম আছি। কি আনন্দের দিন সেইটী হইবে, যেইদিন দুই শত বালক ছাত্রের সঙ্গে এক সাথে আমি তাহাদের পুরোধা হইয়া ক্ষেতে লাঙ্গল চালাইয়া পুলককম্পিত কণ্ঠে বলিতে পারিব,—"ঋষির ভারতে এসেছে আবার ঋষি-জীবনের শিক্ষা!" প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে শিষ্যগণ কেবল ব্রহ্মবিদ্যাই আয়ত্ত করিত না, সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক বিদ্যা, সাংসারিক কর্ত্তব্যপালনের যোগ্যতা এবং চতুঃষষ্ঠী কলা তাহারা করামলকবৎ আয়ত্ত করিত। প্রাচীন জীবনের পরম সৌরভকে আমি নবীন জীবনের বাস্তবতার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই অযাচক আশ্রম গড়িয়াছি। আমার আশ্রম-প্রয়াস আমার আহমিকার বিজৃম্ভন নহে, ইহা আমার ঈশ্বরনির্ভর ও ঈশ্বরপ্রেমের প্রতীক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরি-ওঁ

ভুবনধর (কাছাড়)
৯ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বড় বিভ্রাটের মধ্য দিয়া ভুবনধর আসিয়াছি। দর্ম্মিখালে আজ সারাদিন চলিয়াছে বৃষ্টি। সুতরাং মোটরের ড্রাইভার ঘরে আসিয়া বিশ্রাম নিয়াছিল। কতকগুলি দুষ্ট লোক ইত্যবসরে মটরখানাতে ঢুকিয়া ইহার প্রয়োজনীয় কতকগুলি অংশ ভাঙ্গিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মোটরের কলকব্জার ব্যবহার জানে, এমন লোকের ইহা কাজ এবং পর পর কয়েকটী স্থানের কতকগুলি ঘটনা আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, এই সকল ঘটনা একান্তই পরস্পর-বিছিন্ন নহে। আমাদের প্রতিটি কার্য্যে যেই কয়েকটী ঈর্ষ্যাপরায়ণ ধনবল-গর্ব্বিত ধর্ম্মসঙ্ঘের লোকেরা নানাপ্রকার উৎপাত সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে, দর্ম্মিখালের এই কাজ তাহাদেরই মধ্যে কাহারও অনুচরদের বলিয়া স্পষ্ট ধারণা করিবার সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু হইল কি শেষ পর্য্যন্ত সত্য সত্য কাজ পণ্ড? যদিও বিলম্বে ভুবনধর আসিয়াছি, তবু কাজ আমাদের চলিয়াছেই। সাধনা এক্ষণে সভামণ্ডপে গিয়া ভাষণ দিতেছে। আমি পত্রের জবাবে বসিয়াছি। বক্তৃতা শেষ হইলে আমি ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

সমবেত উপাসনার সুর শিখাইব। ——————কাজকে যাহারা ভয় করে, বাধাকে ভয় তাহারাই করিবে। কাজকে যাহারা ভালবাসে, বাধা-বিঘ্ন বিপত্তিকে তাহারা ভয় করিবে কেন? কিছুই আমাদের করিতে পারিতেছে না, তবু ধর্ম্মান্ধ মোহাচ্ছন্ন লোকগুলির এই দুষ্প্রবৃত্তি কেন কমিতেছে না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। আমার জীবন-নাশ করিবার জন্য যাহারা আমার পায়ে বিষাক্ত সূঁচ ফুটাইয়া দিয়া মনে মনে সাহ্লাদ-তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল, তাহারা আজ ইহা দেখিয়াও কেন প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে না যে, বাইশটী দিন শয্যা আশ্রয় করিয়া থাকিলেও এই দেহ সেই সূচ্যগ্রে প্রদত্ত তীব্র বিষকে জীর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। মৃত্যু মানুষের একদিন আছেই। মরিবার জন্য যদি প্রস্তুত না থাকিব, তবে বাঁচিয়া থাকিব কি করিয়া? * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরি-ওঁ

ভুবনধর (কাছাড়)
১০ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দেশ বিভক্ত হইয়াছে, এক দেশের লোক ভিন্ন দেশে

গিয়া উদ্বাস্তু হইয়া তদ্দেশবাসীদের নিকট অবাঞ্ছনীয় ব্যবহার পাইতেছে, স্বদেশ বিদেশে পরিণত হইয়াছে, মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজেদের গড়িয়া তোলা কোথাও কোথাও প্রায় অসাধ্য হইয়াছে,— এ সকল অযোগ্য নেতৃত্বের স্বাভাবিক অপটুতারই ফল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তোমরা জগতের সকল মানবের উপরে নির্ব্বিদ্বেষ রহিও। নিজ বাসভূমি হইতে উন্মূলিত হইয়াছ বলিয়াই তোমরা যেন উন্মার্গগামী হইও না। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্ররোচনায় যাঁহারা নিজেদের লোকখ্যাতি ও যোগ্যতাকে তোমাদের মনে বৃথা উত্তেজনা সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদের হাতে জীবন-তরণীর হাল ছাড়িয়া দিও না। নিজেদের জীবন-তরণী নিজেদেরই বাহুবিক্রমে তোমরা বাহিয়া চলিবে এবং এই চেষ্টার মধ্য দিয়াই তোমরা স্বপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ঈশ্বরে অগাধ প্রেম ও অতুল নির্ভর লইয়া তোমরা চল। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার আবার ভয়-ভাবনা কিসের? দণ্ডকারণ্য তাহার নিকটে বৃন্দাবনের কেলিকুঞ্জে পরিণত হইবে। দণ্ডকারণ্যের পরিকল্পনাকারীরা যেই উদ্দেশ্যেই কল্পলোকের এক মোহন ছবি আঁকিয়া থাকুন, তোমরা নিজেদের ভুজবীর্য্যে সকল অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরি-ওঁ

পালংঘাট (কাছাড়)
১০ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

স্থানীয় মণ্ডলীতে যেন দলাদলি ও মন-কষাকষি না হয়, তাহার জন্য এখানে আমাকে একজন নিঃসম্পর্কিত সজ্জনের গৃহে তোলা হইয়াছে। পালংঘাট আসিয়া এইবারই প্রথম অনুভব করা গেল যে, সকলে মিলিয়া ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, কাজ করিতে পারে। ইহার পূর্ব্বে দেখিয়াছি,—"আমার বাড়ীতে না তুলিয়া বাবামণিকে তোমার বাড়ীতে কেন তোলা হইল" এই কথার উপরে ক'বৎসর-ব্যাপী কলহ চলিয়াছে। অতি তুচ্ছ স্থানীয় ব্যাপারে যাহারা এই ভাবে কলহ করে, অসাধারণ ও সমগ্র দেশ জোড়া কোনও বৃহৎ কর্ম্মে তাহাদের উপরে ভরসা করিবার সাহস কাহার হয়? তোমাদের মণ্ডলীগুলির মধ্যে কোথায় রহিয়াছে কোন্ দুর্ব্বলতা, তাহা তোমরা খুঁজিয়া বাহির কর এবং বেপরোয়া হইয়া নির্ম্মম ভাবে সকল নীচতার মূল উৎসকে বিনাশ কর। মনে তোমাদের এত নীচতা কেন থাকিবে যে, ধর্ম্মীয় ব্যাপারে বা লোকহিতকর কাজে তোমরা একটী মিনিটের সংবাদে সকলে সর্ব্বশক্তি নিয়া একই সময়ে

একই কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিবে না? উদ্দণ্ড নাম-কীর্ত্তন করিয়া মুহুর্মুহু দশায় পড়িয়া চারিদিকের ভক্তিমান্ সরল লোকগুলির প্রণাম সংগ্রহ করিবার জন্য আমি তোমাদিগকে কীর্ত্তন, উপাসনা ও স্বাধ্যায়ের শিক্ষা দেই নাই। প্রয়োজন-মুহূর্ত্তে নর-নারী-নির্ব্বিশেষে বালক-বৃদ্ধ-যুবার মধ্যে ইতর-বিশেষ প্রভেদ-জ্ঞান না করিয়া ধনি-নির্ধন প্রতি জনে এক সঙ্গে একত্র একই কাজে জীবন পণ রাখিয়া নামিয়া পড়ার যোগ্যতা তোমাদের চাই। আমি একই ব্যক্তির ভিতরে ধ্যানস্থ যোগী, প্রেম-বিগলিত ভক্ত এবং সংগ্রামী সৈনিকের সকল সদ্গুণের সমাবেশ চাই।

পালংঘাটের ভাষণের শেষে আর একটী প্রীতিপ্রদ ব্যাপার ঘটিল, যাহা শুনিলে সুখী হইবে। আমি ত' আকৈশোর পরিচিত-অপরিচিত-নির্ব্বিশেষে হাজার হাজার নবযুবককে পত্র দ্বারা জীবনের মহত্তম আদর্শে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিই, নিজ সীমাবদ্ধ সুযোগ অনুযায়ী সাধনাও একাজ করিয়াছে। আমি কত লক্ষ পত্র জীবনে লিখিয়াছি, কয় হাজার রীম কাগজ ডাক যোগে সর্ব্বত্র পাঠাইয়াছি বা কত টাকার ডাক-টিকিট কিনিয়াছি, ইহার কোনও হিসাব করা সম্ভব নহে। জীবনে যখন যে কয়টী টাকা হাতের কাছে আসিয়াছে, আমার প্রথম এবং প্রধান সওদা ডাকটিকিট। আমি যদি যুবক ও

কিশোরদিগকে পত্র না লিখিতাম, তাহা হইলে যে পরিমাণ অর্থ বাঁচিত, তাহা দ্বারা আমি আশ্রমে দুই চারিখানা বৃহদাকার দালান তুলিতে পারিতাম। যেকোনও প্রকারে একটী নবযুবকের নাম ও ঠিকানা তালিকার মধ্যে তুলিতে পারিলেই হইত। তারপর হইতে এই নবযুবক সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোন্-এক অজ্ঞাত স্থান হইতে একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির হস্তাক্ষরে লিখিত এবং স্বাক্ষরিত একখানা করিয়া উৎসাহবর্দ্ধক পত্র পাইতেই থাকিত। অজ্ঞাত স্থান হইতে অপরিচিত ব্যক্তির একখানা পত্র পাইয়া সে হইত চমকিত, প্রতি সপ্তাহে একখানার পর একখানা করিয়া পত্র পাইতে পাইতে শেষে সে এই অপরিচিত পত্র-লেখকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িত এবং শেষে যখন পত্র লেখা বন্ধ হইয়া যাইত, তখন কেহ কেহ বিরহ-ব্যথা অনুভব করিত। তাহারা অনেকেই মনে করিয়াছে যে, জীবনের অশেষ সম্পদ তাহারা একজন অজ্ঞাত-পরিচয় বন্ধুর পত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। আজ আমি তোমাদের পত্রের চাপে পড়িয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত এই কাজটুকু করিবার অবসর পাই না, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া সাধনাও এ কাজ করিয়াছে। দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া কেবলই ভাষণ দিতে হইতেছে বলিয়া আজ সেও আগের মত অবসর পায় না। তবু তাহার পত্রলেখনকলা অনেক কিশোর ও যুবকের প্রাণে স্নেহ ও উৎসাহের তুলি

বুলাইয়া গিয়াছে। সাধনার বক্তৃতা শেষ হইবার পরে আজ তাহারই একটী জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেল। পালংঘাট হাইস্কুলের একটী মুসলমান শিক্ষক আসিয়া সাধনাকে কৃতজ্ঞতার সহিত বলিয়া গেলেন, কেমন করিয়া তাঁহার কৈশোরে সাধনার পত্রগুলি গিয়া হঠাৎ তাঁহার নিকট পৌঁছিত এবং জীবনের আদর্শানুসন্ধানে দিত উদ্দীপনা এবং সাহস। ভদ্রলোক বলিলেন, —"অনেক আপদ বিপদ সহিয়া একখানা পত্র সযত্নে রক্ষিত ছিল আয়নায় বাঁধান ফ্রেমে। যে ঘরে তাহা ছিল, সেই ঘর ঝড়ে উড়াইয়া নেয়। পত্রখানা আজ আর নাই। কিন্তু তাহার স্মৃতিটুকুই জীবনকে দিব্য ভাবের অনুপ্রেরণায় ভরিয়া রাখিয়াছে।"

এরূপ পত্রলেখা সত্যই সার্থক।

দেখ, যে কাজ আজ করিতেছ, দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ বছর পরে হইলেও, এমনকি একশত, দুইশত, তিনশত বৎসর পরে হইলেও তাহার সুফল অবশ্যম্ভাবী। *তোমাদিগকে যে* বারংবার বলিতেছি, তোমরা তিন চারি *পাঁচ জায়গার লোকেরা* একত্র হইয়া এক একটা অশিক্ষিত বস্তীতে, *পাহাড়ী পুঞ্জিতে* হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ-রোল লইয়া ছুটিয়া যাও, শুনাও সেখানকার অজ্ঞ, নিরক্ষর, নিরীহ লোকগুলিকে অখণ্ড-সংহিতার অভয়মন্ত্র ও সাম্যের বাণী, জাগাও তাহাদের প্রাণে উদ্দীপনা,—ইহার অর্থ তোমরা কেহই বুঝিতে পারিতেছ

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

না। তোমাদের ১৩৬৫ সালের কাজের সুফল আমি ১৬৬৫ সালে পাইতে চাহি। ইহার আগ পর্য্যন্ত যদি কোনও সুফল নাও ফলে, তবু আমি হতাশ বা বিমর্ষ হইব না। তোমরা প্রতিজনেই নগদ কারবার করিতে চাহ। আজ কাজ করিয়া দশ বৎসর পরে তাহার ফল আসিবে, এই প্রতীক্ষার সামর্থ্য তোমাদের নাই। কেন নাই? নাই এই জন্য যে, তোমরা ভগবানকে শাশ্বত বলিয়া বিশ্বাস কর না। জানিও, তোমাদের পরমায়ুর সঙ্গে সঙ্গেই পরমেশ্বরের পরমায়ুর ইতি হইয়া যায় না। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিও। কাজ যেদিনই কর, ফল তাহার আসিবেই, এই প্রত্যয়ে সুদৃঢ় হইয়া বেপরোয়া হইয়া সকলে একটীর পরে একটী কর্ম্ম-তালিকা করিয়া তাহাতে ঝাঁপ দাও। প্রতিটি কাজে সকলের সকল শক্তি একত্র করিতে চেষ্টিত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরি-ওঁ

তুলাবাড়ী (সোনাই), কাছাড়
১১ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একটী চমৎকার স্থানে আসিয়াছি। একটী মাত্র গুরুভাই

তোমার এই অঞ্চলে। কিন্তু এই একটী লোকই একটী অসাধ্য-সাধন করিয়াছে। বিকাল সাড়ে চারিটার সময়ে তুলাবাড়ী আসিয়া দেখি প্রায় তিন হাজার নরনারী ভাষণ শুনিবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, বেলা দুইটা হইতে সকলে প্রতীক্ষায় আছেন। বিকাল চারিটায় সভার নিরূপিত সময়। আর ইঁহারা বেলা দুইটায় আসিয়া জমা হইয়া যাঁর যাঁর জায়গায় বসিয়া আছেন! আশ্চর্য্য নহে কি? দুঃখ হয়, আমার শত কণ্ঠ নাই। দুঃখ হয়, তোমরা আমার কণ্ঠও হইলে না, বাহুও হইলে না, তাই আমাকে একাই ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া কঠোর শ্রম করিয়া বেড়াইতে হইতেছে। শ্রমে আমি কাতর নহি, কিন্তু তোমাদের যে প্রতিজনের কাজে নামা দরকার। তাহা তোমরা করিতেছ কে? এক একটা সম্মেলন করিয়া তোমরা কেবল কথাই বল, সবাই মিলিয়া সমস্বরে চীৎকার সুরু কর, "কাজে নামিতে হইবে, কাজে নামিতে হইবে", কিন্তু কাজে কেহই নাম না। কাজে নামিলেই তোমরা দেখিয়া অবাক্ হইবে যে, কত লোক কত যুগ ধরিয়া তোমাদের প্রত্যাশায় দিন গণিতেছিলেন। কাজ করিয়া তোমরা আত্মপ্রকাশ কর, কেবল কথায় কি কখনো চিঁড়া ভিজে বাবা? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

(৪৩)

হরি-ওঁ পালই (কাছাড়)

১২ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পালইতে একটী দিন বিশ্রাম করিব, স্থির ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে চান্দুয়ার একটী প্রগ্রাম হইয়া গেল। সাধনা প্রায়ই দুঃখ করে যে, আমি এমন ছিদ্রহীন টাইট প্রগ্রাম করি যে, এক দণ্ড বিশ্রাম করিবার বা হাঁফ ছাড়িবার অবকাশটুকু হয় না, কেবল চল চল চল, বাঁধো বিছানা বাঁধো। প্রেমাঞ্জন জিজ্ঞাসা করে, আর কতদিন ভ্রমণ চলিবে? কিন্তু প্রগ্রামে কোনও স্থানে একটী দিন বিশ্রামের জন্য রাখিলেও লোকে তাহা শোনে না। অনেক ধরাধরি কান্নাকাটি করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিশ্রামের দিনেও একটী প্রগ্রাম করিতে বাধ্য করে। সুতরাং পালইতে বিশ্রাম হইবে না, কালই দুপুরের পরে চান্দুয়া বাগানে যাইতে হইবে। জনমানবহীন টিলা আর জঙ্গলের মধ্য দিয়া চান্দুয়া পৌঁছিতে হইবে। আবার শুনিলাম, জালেঙ্গার পথে রাস্তার পুল ভাঙ্গিয়াছে। সুতরাং মোচপুর, রোজকান্দি, নোনাপানি ঘুরিয়া স্থানে পৌঁছিতে হইবে। এখনো সেই সব স্থানে আদিম জঙ্গলের রাজত্ব।

তবু এই বিশ্রামহীন শ্রমের ভিতরে অসীম আনন্দ পাই।

নিত্য নূতন মানুষ দেখি না পরমেশ্বরের নূতন নূতন বিভূতিগুলি চোখে পড়ে। এ' ত দেশ দেখা নয় বাবা, এ একেবারে নিজেকে দেখা। আমিই বিশ্ব হইয়া বিচিত্র হইয়াছি, আমিই নদ-পর্ব্বত, গিরি-দরী, উপত্যকা-অধিত্যকা হইয়া সুন্দরী ধরণী সাজিয়াছি। আমিই পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ সর্পসরীসৃপাদি হইয়া নানা বৈচিত্র্যে বিচরণ করিতেছি। আমিই নানা দেশের নানা জাতীয় নরনারী হইয়া জনে জনের সহিত নিত্য নূতন সম্বন্ধ পাতাইয়া বিপুল হরষে পঞ্চরসের আস্বাদন করিতেছি। আমিই বক্তা হইয়া কথা কহিতেছি, শ্রোতা হইয়া কথা শুনিতেছি, গুরু হইয়া উপদেশ দিতেছি, শিষ্য হইয়া উপদেশ নিতেছি। আমি জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেমকে পৃথক পৃথক যজনা করিয়া নিজের সীমাবদ্ধতায় নিজেকে গুটি-পোকার মত জড়াইতেছি, আবার আমিই জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেমের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি হইয়া যুগপৎ জ্ঞানাতীত, কর্ম্মাতীত, প্রেমাতীত অসীম অনন্ত অফুরন্ত হইতেছি। এ সকল উপলব্ধি দেশভ্রমণে *মিলিতেছে।* তাই না পরিব্রাজক ও মুমুক্ষুর জন্য *তীর্থ-যাত্রার ব্যবস্থা* আছে!

আমার তীর্থ দুর্গত নরনারীর অবহেলিত গৃহকোণে। তাই আমি সানন্দে সাগ্রহে সেই সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, যেখানে যাইতে প্রথম দৃষ্টিতে কুণ্ঠা হওয়া স্বাভাবিক। সাধনার পায়ের হাঁটুতে বিষম ব্যথা, তবু গ্রাহ্য নাই। অঞ্জনের পায়ের

আঙ্গুলগুলি ফুলিয়া গিয়াছে, নূতন আর এক বেচারী সহকর্ম্মী ত' শীতেই জড়সড় হইয়া পড়িয়াছে, তবু গ্রাহ্য নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরি-ওঁ

চান্দোয়া (কাছাড়)

১৪ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

রাত্রি তিনটার সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া লেখনী ধরিয়াছি। নতুবা পত্র লিখার সময় পাওয়া যায় না। সারাদিন যে কি হট্টগোলে কাটে, বলিবার নহে। এমন একটী স্থানে কাল আসিয়াছি, যেখানে আধুনিক সভ্যতার সহিত পরিচিত কোনও ধর্ম্মপ্রচারক ইহার পূর্ব্বে পদার্পণ করিয়াছেন কিনা, সন্দেহ। এক শ্রেণীর ধর্ম্মপ্রচারক চা-বাগিচার অশিক্ষিত শ্রমিকগণের মধ্যে কিছু কিছু হরিনাম বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্থানীয় বা নিকটবর্ত্তী স্থানের লোক। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত আসিয়া থাকিবেন। আদি সংস্কার বশে শ্রমিকদের মধ্যে ধর্ম্মভাব রহিয়া গিয়াছে। পরিমার্জ্জনে ইহার দিব্যরূপ ফুটিয়া উঠিবে। কাল আমরা রাত্রিকালে এখানে পৌছিয়াছি। কিন্তু প্রতীক্ষমাণ জনতা সেজন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া যান নাই।

এই সকল স্থানে কত কাজ আমাদের করিবার আছে। আমার ভাষণ শেষ হইতেই শীতের দরুণ আমি সভাস্থল হইতে চলিয়া আসি। সাধনার ভাষণ-কালে বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টির মধ্যেও মানুষগুলি পলায়ন করেন নাই। অথচ আমরা ইঁহাদিগকে অশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করি। চারি দিক হইতে সংশ্রববর্জ্জিত এবং বিচ্ছিন্ন এমন একটা স্থান এদেশে থাকিতে পারে, তাহার ধারণাই আমাদের ছিল না। মোনাছড়ার অবনী বলিল, সে এখানে সকাল বেলা একা আসিতে সাহস পায় নাই, পৌনে দুইটী টাকা মজুরী দিয়া একজন বলবান্ শ্রমিককে সঙ্গী করিয়া তবে আসিয়াছে। তবু এখানে আসিয়া আমাদের প্রাণ জুড়াইল। হরিনামে ইঁহাদের রুচি আছে। হরিনামে যার রুচি, তার চেয়ে অধিক প্রিয় আমার কে আছে?

তোমাদের ওখানের ভাবী ভ্রমণ-তালিকার কথা এই জঙ্গলে বসিয়া ভাবিতেছি। উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত এই মালদহ সহরটীতে আমার প্রথম ভ্রমণ বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, একথা বোধ হয় সর্ব্বজনস্বীকৃত। যদিও আমাদের ভাষণ-স্থানে জনতা যেন না হয়, এইরূপ অভিপ্রায় কোনও কোনও শক্তিশালী ধর্ম্মসঙ্ঘের অনুবর্ত্তী এবং তত্তৎসঙ্ঘের স্থানীয় নেতাদের ছিল বলিয়া মনে করিবার সুসঙ্গত কারণ রহিয়াছে, তবু আমাদের আরম্ভ শুভ এবং যাত্রা জয়যুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। পরবর্ত্তী কাজ আমাদের সতর্কতার সহিত করিতে

হইবে। আগে কাজ ছিল প্রচারের পর্য্যায়ে propaganda, এখন কাজকে টানিয়া আনিতে হইবে সংগঠনের উচ্চ তলে, অর্থাৎ consolidation-এ। ভাষণ-কালে এত বড় জনতা এবং এরূপ শিক্ষিত-জন-সমাবেশ ইহার পূর্ব্বে ওখানে আর কোন বক্তার ভাগ্যে হয় নাই। এত স্বল্প কাল অবস্থিতিতে এতগুলি পিপাসু নরনারীর দীক্ষা গ্রহণ ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোনও আচার্য্যের সময়ে হয় নাই। জনমনের উপরে এত বড় গভীর দাগ কাটার ইতিহাস এই সহরের সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের অতীতে নাকি দেখা যায় নাই, একথা অনেক সুধী ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি। কিন্তু এই খানেই কি তোমাদের কাজের ইতি হইয়া যাইবে? তোমরা কি আরও আগে বাড়িবে না? তোমরা কি আরও অগ্রসর হইবে না? তোমরা কি দীপ্ত তেজে আরও শত যোজন পথ অতিক্রম করিয়া ভাবী কালের সাড়ে পাঁচশত বৎসরের জন্যও অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে না? সেই উৎসাহ কি তোমাদের মধ্যে জাগা কর্ত্তব্য নহে?

ওখানে দীক্ষাদান-কালে আমি অন্যান্য স্থানেরই ন্যায় হুজুগাকৃষ্টদিগকে বাদ দিয়া কাজ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তবু মনে হয়, কেহ কেহ দীক্ষা পাইবার যোগ্য হইবার আগেই দীক্ষার ঘরে ঢুকিয়াছে। এরূপ ভবিষ্যতে আর না হয়, তাহার জন্য তোমাদের সচেষ্ট থাকা দরকার। আগে আমি দীক্ষার ঘর হইতে কত লোককে বাহির করিয়া দিয়াছি কিন্তু

এখন তাহা সকল সময়ে পারি না। কিন্তু অকারণে বা সাধারণ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ দীক্ষার ঘরে না প্রবেশ করে, ইহা তোমাদেরই দেখা উচিত। আমার নিকট হইতে দীক্ষা নিবার জন্য তোমরা একটী প্রাণীকেও প্রণোদনা দিও না। কিন্তু দীক্ষিত-অদীক্ষিত-নির্ব্বিশেষে সকলকে আমার মুদ্রিত বাণী সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত কর। জগতের সকলে কখনো একই গুরুর শিষ্য হইতে পারেন না। বিধাতৃ-বিহিত বৈচিত্র্যের ইহা নিয়ম নহে। বনে চন্দনই থাকিবে শাল থাকিবে না, খদিরই থাকিবে পলাশ থাকিবে না, গাম্ভারীই থাকিবে ধূপবৃক্ষ থাকিবে না, ভূর্জ্জই থাকিবে অগুরু-তরু থাকিবে না, সুপারিই থাকিবে নারিকেল থাকিবে না, এমন কখনও হইতে পারে না। সমসাময়িক অপরাপর আচার্য্যেরা নিজ নিজ মত প্রচারের দ্বারা শত শত লোককে নিজেদের সাধন-পথে দীক্ষিত করিবেন, এই কথা স্বীকার করিয়া নিয়াই তোমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। তোমরা স্বদলবৃদ্ধির জন্য উৎসাহী হইও না, উৎসাহী হও নিজেদের আদর্শ প্রচারের কাজে। আমার বর্ণিত বাক্যে, রচিত উপদেশে, লিখিত নির্দ্দেশে এবং আচরিত কর্ম্মে তোমাদের আদর্শ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, তোমাদের জীবনের আচরণে তাহা হউক দৃষ্টান্তীকৃত। এই উভয়বিধ প্রকরণে তোমরা আদর্শের প্রচার কর।

আমার মুদ্রিত বাণী সমূহ আমার প্রত্যেকটী শিষ্যের

আদ্যোপান্ত অধ্যয়নে থাকা দরকার। এজন্য প্রয়োজন হইলে সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া অযাচক আশ্রম হইতে সব বহি নিয়া আইস। যেখানে তোমাদের আর্থিক অভাব, সেখানে এই কার্য্যের জন্য আশ্রম হইতে স্বল্প মূল্যেও বহি পাইতে পার। জীবনের প্রায় প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যে সমাধান আমি আগেই দিয়া রাখিয়াছি, তাহা নিয়া পুনরায় আমার নিকটে পত্রালাপের প্রয়োজন ইহাতে কমিয়া যাইবে। তোমাদের ওখানে দুই একটী শিষ্য মন্ত্র নিবার পরে গুরুশিষ্য-মধ্যে কোনও প্রকার ব্যবহারের আদান-প্রদান ঘটিবার আগেই "আপনার বিদ্রোহী শিষ্য" বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া পত্র দেওয়া সুরু করিয়াছে। ইহা সুলক্ষণ না কুলক্ষণ, তাহা তোমরাই চিন্তা করিয়া দেখিও। আমার মতে এমন কোনও ব্যক্তিকে দীক্ষার গৃহে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নহে, আগে হইতেই যে নিজ ভাবী গুরুদেবের মত, পথ, জীবনাদর্শ, জীবন-যাপন-প্রণালী, কর্ম্মজীবন, ধর্ম্ম-জীবন ও অনুশীলন সম্পর্কে সব কিছু জ্ঞাতব্য জানিয়া না নিয়াছে। তোমরা সেই দিকে বাবা নজর দাও। পৃথিবী অমনিই জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে নূতন নূতন বাঘ, ভালুক, গণ্ডারের আমদানী দ্বারা তোমাদের সঙ্ঘ শক্তিশালী হইবে না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরি-ওঁ

চান্দুয়া (কাছাড়)
১৪ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার প্রেমপূর্ণ পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। প্রেমই ত' জগতের একমাত্র শাশ্বত বস্তু। প্রেমের আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া যাইবে কে? তোমাদের অকৃত্রিম প্রেম আমাকে চিরতরে কিনিয়া রাখিয়াছে।

এই প্রেমেরই বাবা অনুশীলন নিয়ত কর। নিজে প্রেমিক হও এবং জগৎকে প্রেমে প্লাবিত কর। বিশ্ব জুড়িয়া প্রেমিক হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রেমবর্দ্ধন করুক।

কিন্তু তোমার পত্র পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারি নাই। দুর্গম পথে প্রত্যহ দূরদূরান্তরে গিয়া শ্রমসাধ্য কর্ম্মতালিকা নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করিয়া যাইতেছি। অবসর কম। এমন একস্থানে আসিয়াছি, যেখানে হরিওঁ ধ্বনি কেহ ইহার আগে শোনে নাই। মনাছড়ার অবনীর পরিচালনে মতিনগরের দুই তিনটী কুমারী মেয়ের সহযোগে হরিওঁ কীর্ত্তন হইতেছে। সমস্ত বাগিচার শ্রমিক-শ্রমিকারা অবাক্ হইয়া এই নূতন কীর্ত্তন শুনিতেছে। কেহ ত' জানে না, ইহা কত পুরাতন

তথাপি নিতুই নূতন। এই কীর্ত্তন-প্লাবনের মাঝখানে বসিয়া পত্র লিখিতেছি। লোকে দেখিতেছে আমি চিঠি লেখায় ব্যস্ত, যাঁর নাম গাওয়া হইতেছে, তিনি জানিতেছেন, আমি তাঁরই মধ্যে অবগাহন করিতেছি। এ এক চমৎকার যোগ। পুপুন্কীতে আমি গাইত মারার সঙ্গে সঙ্গে নাম স্মরণ করিতে শিখাইয়াছি। রহিমপুরে আমি ধনীর দুলালদিগকে কোদাল মারার সঙ্গে সঙ্গে নাম করিতে শিখাইয়াছি। আর এই অবিশ্রাম ভ্রমণ-কালে আমি চিঠি লিখিতে লিখিতে নামের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবার অভ্যাস করিতেছি। তোমরাও প্রতি জনে ইহা অনুশীলন কর। জীবনে এমন কোনও কর্ম্ম থাকিবে না, যেই কর্ম্মের সাথে সাথে তোমরা নাম-স্মরণ না করিবে। শুধু স্মরণ করিলেই হইবে না, ভক্তিযুক্ত ভাবে স্মরণ করিবে, প্রাণভরা প্রেমের জোয়ার আস্বাদন করিতে করিতে স্মরণ করিবে, স্মরণ করিবে অন্তর-জোড়া প্রেমের জ্যোছনা উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিতে দেখিয়া চিত্তচকোরকে আর্ত্তকণ্ঠে বিরহ-বেদনায় ক্রন্দন করিতে দেখিতে দেখিতে। জীবন তোমাদের নামময় হউক। নামই মধু। সুতরাং প্রকারান্তরে ইহাই বলিলাম যে, জীবন তোমাদের মধুময় হউক।

তোমাদের নবগঠিত অখণ্ডমণ্ডলী ভাল ভাবে কাজ চালাইতেছে জানিয়া আমার সন্তোষের অবধি নাই। প্রত্যেকটী

ব্যক্তি তোমরা কাজ করিবে, অলস হইয়া কেহই থাকিবে না। সকলের সকল কর্ম্মশক্তি কাজে লাগিয়া যাইবে, কেহই দূরে সরিয়া থাকিবে না। যাহার যতটুকু সাধ্য আছে, সে ততটুকু শ্রম করিবে, কেহই কর্ত্তব্যে কুণ্ঠিত হইবে না। চারিদিকে চলিবে কেবল কর্ম্মের কোলাহল। কিন্তু সকল কর্ম্মের অন্তর বাহির সিক্ত-পরিষিক্ত করিয়া চলিবে কেবল উচ্ছল প্রেমের উজ্জ্বল আরতি। কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি তোমাদের কর্ম্মকে পণ্ড করিবে না। মান-অভিমান, ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ তোমাদের কর্ম্মযজ্ঞকে পণ্ড করিবে না। আমি তোমাদের কাছে এইটুকু চাহি। যে আরম্ভ তোমাদের কুশলের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা দিনের পর দিন পরম কুশলের মধ্য দিয়া বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর হইতে থাকুক।

জন্মোৎসব তোমরা আনন্দের সহিত পালন করিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। বালুরঘাট কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় প্রকাশ্য জনসভায় আমাদের আদর্শ ও অনুশীলন সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা প্রকাশ করিয়াছেন শুনিয়া আরও সুখী হইলাম। তোমরা তোমাদের এই সকল অনুষ্ঠানে এমন সকল গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই মহাসমাদরে আহ্বান করিতে চেষ্টা করিবে, আমাদের চিন্তা ও কর্ম্ম সম্পর্কে যাঁহারা প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছেন বা পাইবার জন্য আগ্রহী। তোমরা নিজেদের

পরিচয় যতটুকু জান, বাহিরের বহু গুণী জ্ঞানী লোক তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জানেন। আজ যাঁহারা বাংলার নানা স্থানের নানা উচ্চ প্রতিষ্ঠানে প্রধানের কাজ করিয়া নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতেছেন, এমন শত শত সজ্জন তাঁহাদের তরুণ কৈশোরে একটী অপরিচিত কণ্ঠের দৃপ্ত অভয়-বাণী শুনিয়াছিলেন, সেই কণ্ঠ তোমাদের চিরপরিচিত। তোমরা নির্ভয়ে দেশের যে কোনও মহীয়ান্ পুরুষের নিকটে আমাদের মত পথ সম্পর্কে নিজেদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ্য জনসভায় প্রকাশের জন্য আহ্বান দিতে পার। অনেকেই সর্ব্বজনের হিতকারী কথাই বলিবেন। কেহ কেহ স্বীকারও করিবেন যে, "তেমনি গান গাহিতে চাহি, যে গান শুনিয়া সুপ্তিমগ্ন জাগিয়া উঠিবে, কর্ম্মৈষণার প্রচণ্ড তাড়নে ভাঙ্গিবে গড়িবে", একথা যিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার গান ইনিও শুনিয়াছিলেন। কেহ কেহ বিরূপ, বিদ্রূপ এবং বিকৃত মতামতও প্রকাশ যে করিতে পারেন না, তাহা নহে। কিন্তু প্রধানতঃ তাহার কারণ হইবে ঈর্ষ্যা বা অজ্ঞতা। ঈর্ষ্যার সহিত লড়াই চলে না কিন্তু অজ্ঞতার সংশোধন সম্ভব। * * * তোমরা সংগঠন-কার্য্য অবিচলিত বিক্রমে চালাইয়া যাও। মনে রাখিও, লাভ-লোভহীন জনসেবাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরি-ওঁ

মহাদেবপুর (কাছাড়)
১৫ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইলাম। ত্যাগই শান্তি, ত্যাগই শক্তি, ত্যাগই জীবনের শ্রেষ্ঠ মহিমা। যে ত্যাগী, সে শুদ্ধ ও নিষ্পাপ। ত্যাগ জীবনের করে শুভ্রতা-বিধান, চরিত্রে দেয় দৃঢ়তা, সংযমের শক্তি করে বর্দ্ধিত, চিত্তকে করে নির্ম্মল। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সংসার-পরিধির সঙ্কীর্ণতার মধ্যে থাকিয়াও যে যেই দিক দিয়া যতটুকু পার ত্যাগের অনুশীলন কর। পরার্থে সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করিতে সকলে পারে না। কিন্তু প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া ত্যাগ-স্বীকার করিয়া ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা করিতে পারে জগতের প্রত্যেকে। তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে এই বিষয়ে সাত্ত্বিক ভাবে উদ্বুদ্ধ কর।

লামডিং-এর এক বিদ্বান্ অখণ্ড সম্প্রতি আমাকে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, পৃথিবীর সকল ধর্ম্মসঙ্ঘ অপেক্ষাও অধিকতর ধনশালী হইতেছেন রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও আশ্রমগুলি। ছোট বড় সকল রকম দান জমিয়া জমিয়া এই সকল প্রতিষ্ঠানকে অর্থকৃচ্ছ্রের দুশ্চিন্তা হইতে কেবল মুক্তই রাখে নাই, পরন্তু বিপুল বিত্তের আগারে পরিণত করিয়াছে।

এই যে লক্ষ লক্ষ লোকের দান আসিয়া এক স্থানে পুঞ্জিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার সবই দাতাদের অন্তরের শুদ্ধ ত্যাগেচ্ছার ফল নহে, পরন্তু উচ্চকর্ত্তৃপক্ষের ডিক্রি বা আদেশ-ই ইহার কারণ। কল্যাণীয় সেই অখণ্ড প্রকারান্তরে আমাকে এই প্রস্তাবই যেন জানাইতেছেন যে, আমি যেই সকল জনহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা চালাইয়া যাওয়ার সংস্থাটীতে যাহাতে তোমাদের প্রতিজনেরই নিয়মিত অর্থদান আসিতে থাকে, এমন বাধ্যকর বিধান ও অলঙ্ঘনীয় আদেশ আমার কাছ হইতে যাওয়া ভাল। ঐতিহাসিক বিচারে এই যুক্তির সঙ্গতি অবশ্যই আছে কিন্তু আমি ত' ইহা পছন্দ করিতেছি না। তোমাদের চিত্তের শুদ্ধতা তোমাদিগকে ত্যাগ-প্রবুদ্ধ করুক; ইহা ছাড়া আর কি কামনা আমি করিতে পারি? তোমাদের অনেকের চিত্তে এখন পর্য্যন্ত পাতালের অন্ধকার বিরাজ করিতেছে। এমন লোকেরা যদি সৎকার্য্যে অর্থদানে অগ্রসর হয়, তবে তাহা তাহারা করিবে একান্তই বাধ্য হইয়া, দায়ে পড়িয়া, অনিচ্ছায় ও মনের অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়া। এই দান কি কোনও সাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানে আসা উচিত? ফন্দী-ফিকির করিয়া, জোর-জবরদস্তি খাটাইয়া, নানা বচন-চাতুরীতে প্রলুব্ধ করিয়া, মান-যশ-কীর্ত্তির আলেয়া দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ জগতে প্রচলিত আছে। কিন্তু তেমন অর্থ কি তোমাদের গুরুদেবের

স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে শ্লাঘ্য? তোমাদের অন্তরের হউক শুচিতা-সাধন, চিত্তের আসুক শুদ্ধতা, প্রাণে আপনা আপনি জাগুক জীবকল্যাণেচ্ছা, হৃদয়ে বহুক প্রেমের জোয়ার,—তবে ত' সত্যিকারের ত্যাগ-স্বীকার তোমাদের দ্বারা সম্ভব হইবে! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সেই ত্যাগ-স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করিবে, আমার এখান হইতে ডিক্রি বা আদেশ যাইবার প্রতীক্ষায় থাকিবে না, ইহাই আমি চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরি-ওঁ

কাবুগঞ্জ (কাছাড়)

১৬ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, এজন্য তোমাকে এই শীতের মধ্যে লুসাই পাহাড়ের তলায় তলায় বংশুল পর্ব্বতমালার গ্রামে গ্রামে যাইয়া কাজ করিতে লাগিয়া যাইতে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু এমন বৃদ্ধ কতকগুলি থাকা দরকার, যাহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া যুবকেরাও চমৎকৃত হইবে। দেশ স্বাধীন হইয়াছে কিন্তু যুবকদের ভিতরে যৌবন জাগে নাই। যৌবন আজ ঘুমাইয়া ঝিমাইয়া দিনক্ষয় করিতেছে।

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

এখন ত' তোমাদের কাছেই আমার প্রত্যাশা অধিক হইবে।

শ্রীমান্ ল—র উপরে অভিযানের নেতৃত্ব থাকিলে তুমি তাহাতে যোগ দিবে না বলিয়া নাকি সঙ্কল্প করিয়াছ। আগরতলার কাহারও পত্রে এই কথা শুনিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি। ইহা কি তোমার যোগ্য কথা হইল? গত বৎসর পার্ব্বত্য অভিযানে তোমার কোন্ অল্পবয়স্ক সহকর্ম্মী তোমার মনে বেদনা দিয়াছিল, তাহা কি এখনও মনে করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে? তোমারও ত' ব্যবহার ত্রুটিহীন ছিল না। সকলকেই আমি প্রশংসাও করিয়াছি, সতর্কও করিয়া দিয়াছি, প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রাপ্য পুরস্কার তথা শাসন পাইয়াছে। তাহার পরেও তোমরা অতীত কথাকে ধরিয়া কাজের সময়ে ঘরে বসিয়া থাকিবে? এবার পূর্ব্ববারের ন্যায় আমার অর্থ-সাচ্ছল্য নাই। শ্রীমান্ ল—র নেতৃত্বে যে কয়জন কাজে নামিয়াছে প্রত্যেকেই ক্লেশের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহারা পাহাড়ে ক্ষুদ্র বা দরিদ্র বস্তিগুলিকে উপেক্ষা করে নাই। দরিদ্রের ভিতরের নারায়ণ জাগিয়া উঠিতেছেন। এক গৌরবময় নূতন জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। এই সৃষ্টির আনন্দ হইতে নিজেকে স্বেচ্ছায় দূরে রাখিবে? এমন ভুল তুমি করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরি-ওঁ

কাবুগঞ্জ (কাছাড়)
১৬ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শিলচরের ঠিকানায় লিখিত তোমার পত্র এইমাত্র পাইলাম। তোমাদের যে পাহাড়-ভ্রমণে এই শীতের মধ্যে বিশেষ ক্লেশ হইতেছে, তাহা এখানে থাকিয়াই বুঝিতেছি। বৃষ্টি ও শীতে আমাদের শরীরও কাবু হইয়া আসিয়াছে। দলের প্রায় সকলেই একরূপ কাবু হইয়া কাবুগঞ্জে পৌছিয়াছি। যে কণ্ঠ আমার কখনো ভাঙ্গে না, তাহা ভাঙ্গিয়াছে, পার্ব্বত্য পথের ঝাঁকানিতে সাধনার সর্ব্বাঙ্গে পাকা ফোঁড়ার মত ব্যথা হইয়াছে। প্রেমাঞ্জনের পায়ের আঙ্গুলগুলি ফুলিয়াছে। মোটরে চড়িয়া কাজ করিতেছি, তাহাতেও আমাদের শরীরের এই দুরবস্থা। আর, তোমরা ঘুরিতেছ পদব্রজে, ভাঙ্গিতেছ টিলা-টঙ্করের চড়াই উৎরাই। তোমাদের শরীরের অবস্থা আমি বুঝিতে পারি। তবু আনন্দের আমার অবধি নাই। কেননা তোমরা কাজ করিতেছ। অন্যেরা সভা করে, সমিতি করে, আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, প্রস্তাব গ্রহণ বর্জ্জন পরিমার্জ্জন আদি কত কিছু করে, কাজের সময়ে ঝোঁপের আড়ালে মুখ লুকাইয়া থাকে। আর, তোমরা

এখন ত' তোমাদের কাছেই আমার প্রত্যাশা অধিক হইবে।

শ্রীমান্ ল—র উপরে অভিযানের নেতৃত্ব থাকিলে তুমি তাহাতে যোগ দিবে না বলিয়া নাকি সঙ্কল্প করিয়াছ। আগরতলার কাহারও পত্রে এই কথা শুনিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি। ইহা কি তোমার যোগ্য কথা হইল? গত বৎসর পার্ব্বত্য অভিযানে তোমার কোন্ অল্পবয়স্ক সহকর্ম্মী তোমার মনে বেদনা দিয়াছিল, তাহা কি এখনও মনে করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে? তোমারও ত' ব্যবহার ক্রটিহীন ছিল না। সকলকেই আমি প্রশংসাও করিয়াছি, সতর্কও করিয়া দিয়াছি, প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রাপ্য পুরস্কার তথা শাসন পাইয়াছে। তাহার পরেও তোমরা অতীত কথাকে ধরিয়া কাজের সময়ে ঘরে বসিয়া থাকিবে? এবার পূর্ব্ববারের ন্যায় আমার অর্থ-সাচ্ছল্য নাই। শ্রীমান্ ল—র নেতৃত্বে যে কয়জন কাজে নামিয়াছে প্রত্যেকেই ক্লেশের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহারা পাহাড়ে ক্ষুদ্র বা দরিদ্র বস্তিগুলিকে উপেক্ষা করে নাই। দরিদ্রের ভিতরের নারায়ণ জাগিয়া উঠিতেছেন। এক গৌরবময় নূতন জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। এই সৃষ্টির আনন্দ হইতে নিজেকে স্বেচ্ছায় দূরে রাখিবে? এমন ভুল তুমি করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরি-ওঁ

কাবুগঞ্জ (কাছাড়)

১৬ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শিলচরের ঠিকানায় লিখিত তোমার পত্র এইমাত্র পাইলাম। তোমাদের যে পাহাড়-ভ্রমণে এই শীতের মধ্যে বিশেষ ক্লেশ হইতেছে, তাহা এখানে থাকিয়াই বুঝিতেছি। বৃষ্টি ও শীতে আমাদের শরীরও কাবু হইয়া আসিয়াছে। দলের প্রায় সকলেই একরূপ কাবু হইয়া কাবুগঞ্জে পৌঁছিয়াছি। যে কণ্ঠ আমার কখনো ভাঙ্গে না, তাহা ভাঙ্গিয়াছে, পার্ব্বত্য পথের ঝাঁকানিতে সাধনার সর্ব্বাঙ্গে পাকা ফোঁড়ার মত ব্যথা হইয়াছে। প্রেমাঞ্জনের পায়ের আঙ্গুলগুলি ফুলিয়াছে। মোটরে চড়িয়া কাজ করিতেছি, তাহাতেও আমাদের শরীরের এই দুরবস্থা। আর, তোমরা ঘুরিতেছ পদব্রজে, ভাঙ্গিতেছ টিলা-টঙ্করের চড়াই উৎরাই। তোমাদের শরীরের অবস্থা আমি বুঝিতে পারি। তবু আনন্দের আমার অবধি নাই। কেননা তোমরা কাজ করিতেছ। অন্যেরা সভা করে, সমিতি করে, আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, প্রস্তাব গ্রহণ বর্জ্জন পরিমার্জ্জন আদি কত কিছু করে, কাজের সময়ে ঝোঁপের আড়ালে মুখ লুকাইয়া থাকে। আর, তোমরা

যেমন নির্দ্দেশ পাইয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে কাজে নামিয়াছ। তোমরা সঙ্ঘের শক্তি। তোমরা সঙ্ঘের গৌরব। তোমরা জাতিরও শক্তি, জাতিরও গৌরব। মাগুরা, খাগড়া ও কালিয়াপুঞ্জিতে কাজের অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইয়াছিলে। এখন দেখ ত' রূপিণীবাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্মলোচনপাড়া পর্য্যন্ত কেমন প্রত্যাশাতীত অসাধারণ কাজ হইতেছে! আমি তোমাদের সঙ্গে আসি নাই বলিয়া এই সকল স্থানের কাজ ত' কিছুমাত্র খারাপ হয় নাই। কর্ম্মী নামধেয় অলসেরা সবাই আমার আসার প্রতীক্ষায় এতগুলি বছর ধরিয়া বসিয়াছিল। আমি এবার আসার প্রগ্রাম করিয়াও গুরুতর কারণে আসিতে পারিলাম না বলিয়া তাহারা হতাশও হইয়াছে। কিন্তু এই হতাশা অকারণ। আমাকে যে বিশ্বাস করে, সে আমার নাম করিয়া বনে-জঙ্গলে পর্ব্বতে ঢুকিয়া পড়িবে। তাহাতেই কাজ হইবে। অধিকাংশেই ত' আমাকে গুরু করিয়াছে হুজুগে। বিশ্বাস নাই, নির্ভরতা নাই, আদেশ পালনে রুচি নাই। তাই কাজের এই দুরবস্থা। তোমরা নির্ভয়ে প্রত্যেকটী পার্ব্বত্য বস্তিতে ঢুকিয়া যাও। কোনও পল্লী ছোট বা কোনও বস্তির লোকেরা অত্যন্ত হীনাবস্থ, এজন্য ভয় করিও না। ছোটদের মধ্যে আমি বড়দের দেখিতে পাইয়াছি। হীনদের মধ্যে আমি

মহামহিমান্বিতের সন্ধান জানিয়াছি। আমাকে বিশ্বাস কর। প্রাণ জ্বালাইয়া কাজ কর। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরি-ওঁ
বড়জালেঙ্গা (কাছাড়)
১৭ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মনে রাখিও, নিষ্ঠা একটা অসাধারণ বস্তু। ইহা যাহার আছে, জগতে তাহার অসাধ্য কিছু নাই। যেই সৎসঙ্কল্প একবার করিবে, তাহাকে সিদ্ধিদানের চেষ্টায় জোঁকের মত লাগিয়া থাকিবে, লাঠি মারিয়াও কেহ যেন তোমাদিগকে কার্য্যসিদ্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থানভ্রষ্ট না করিতে পারে। একটা মাত্র ছেলে প্রতুল দেব, মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল আমাদের এখানে আনিবে। কল্পনাতীত ছিল বাধা। এত বাধা যে, আমাদের কোথায় আনিয়া তুলিবে, সেই স্থানের পর্য্যন্ত স্থিরতা ছিল না। অথচ তাহার পৈত্রিক বাসভূমি এই গ্রামে, এখনো নয়টী উপার্জ্জক পুত্রের পিতা গৃহে বিদ্যমান। নাস্তিক্যভাব এবং দোষসন্ধী মন লইয়া কিছু বিজ্ঞ ব্যক্তি এই গ্রামে বিরাজমান।

তাহার মধ্যে আমাদের আগমন সম্ভব করা বা অনুষ্ঠান সফল করা শ্রীমান্ প্রতুলের পক্ষে কল্পনাতীত। কিন্তু নিষ্ঠার বলে কি না হয়? তাহার সুদৃঢ় পণ, অকুণ্ঠ ত্যাগ, প্রাণ দিয়া হইলেও সঙ্কল্প সফল করিবার অধ্যবসায় অনুষ্ঠানগুলিকে সাফল্য দিয়াছে। আমরা প্রাণভরা তৃপ্তি নিয়া গ্রামটী ছাড়িয়াছি।

একটী লোক যদি দৃঢ়পণে কাজে নামে, বাধা আসিয়া তাহার নিষ্ঠার পরীক্ষা করিবে মাত্র, কাজ পণ্ড করিতে পারিবে না। বাধাকে গ্রাহ্য না করিয়া তোমরা প্রতিজনে নিষ্ঠার শক্তি পরখ করিয়া দেখ। তোমাদের মধ্যে আমি প্রস্তাব-গ্রহণ, তুমুল আলোচনা-প্রত্যালোচনা, পঁয়তারা যত দেখিতেছি, নিষ্ঠা তত দেখিতেছি না। আত্মবিশ্বাস না থাকিলে নিষ্ঠা আসে না। ঈশ্বর-বিশ্বাস না থাকিলে আত্মবিশ্বাস আসে না। তোমরা নিষ্ঠাবান্ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরি-ওঁ

বাঘোবাহার (কাছাড়)
১৮ই মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চমৎকার একটা স্থানে আসিয়াছি। চারদিকে কেবল টিলা

আর টিলা। শীতটা একটু বেশী কিন্তু শান্তিও অশেষ। এখানকার ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথম ধর্ম্মসভা হইল। ছয় সাত মাইল দূর হইতে শ্রোতা ও শ্রোত্রীরা আসিয়াছেন। ভাষণ শুনিয়া আবার রাত্রেই ঘরে ফিরিবেন। এখনো এখানে বড় বড় বাঘ রাত্রিকালে বিচরণ করে। বাগানের মালিক সম্প্রতি-নিহত তিনটী বৃহৎ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ট্যান করা সমুণ্ড চর্ম্ম দেখাইলেন। বাগানটি আগে ইংরেজের ছিল, সোয়া পাঁচ লাখ টাকায় একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ইহা কিনিয়াছেন। এমন একটা হৃদ্য আতিথেয়তা এখানে সকলের নিকট পাইলাম, চারিদিকে এমনই একটা শুচি-স্নিগ্ধতা বিরাজমান যে আসিবামাত্রই ভাল লাগিয়া গেল। আমি আমার ভাষণ দিয়া আসিয়া স্থিতিস্থানে বসিয়া পত্রের পর পত্রের জবাব দিতেছি, সাধনা সভাস্থলে, চা-বাগিচার কারখানা ও অফিসের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে, ভাষণ দিতেছে। লাউড-স্পীকারের মধ্য দিয়া সে ভাষণ মাঝে মাঝে আমার কানে পৌঁছিতেছে। সাধনা বলিয়া যাইতেছে, মানুষ কেবলই মানুষ নহে, সে দেবতা। আমি তাহাই বলিয়া আসিয়াছি। অবস্থার ভেদে মানুষ পশু, এই মানুষ আবার দেবতা, মানুষ ব্রহ্ম। মানুষকে ডাকিয়া আজ কেবলই বলার প্রয়োজন,—"হে সুপ্ত ব্রহ্ম, জাগো।"

তোমার পত্র এমন সময়ে পাঠ করিলাম, যখন মানুষের মানবাতীত পরম সত্তায় আমার মন হইয়া আছে লগ্ন। জগতে

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

দুঃখকষ্টের আঘাত পাইয়াই ত' মানুষ তাহার পশুত্বের জড়তা পরিহার করিতে হয় উদ্যত। দুঃখকষ্টই ত' মানুষকে দেবতা করে। তুমি দুঃখকে দেখিয়া বরমাল্য দিয়া তাহাকে অভিনন্দিত না করিয়া কেন তাহাতে মুষড়িয়া পড়িতেছ? দুঃখের ভিতর দিয়াই জীবনের পরম সংসিদ্ধি অর্জ্জন করিতে হইবে। দুঃখ দেখিয়া মনকে দুর্ব্বল হইতে দিও না।

কয়েকখানা পত্র লিখিয়াছ বলিয়া লিখিয়াছ। জবাব পাও নাই। নিয়ত ভ্রমণে রহিয়াছি। আহার নিদ্রা বিশ্রামের পর্য্যন্ত নিয়ম নাই, সঙ্গত কোনও অবসর নাই। এই অবস্থায় কয়জনের কয়খানা পত্রের জবাব দেওয়া যায়? তবু অসংখ্য পত্রের উত্তর দিতেছি। অধিকাংশ স্থানে ডাকঘরগুলি প্রয়োজনীয় পরিমাণ ডাক-টিকিট সরবরাহে অক্ষম হইতেছে। প্রত্যেক পত্রের উত্তর দেওয়া কখনো সম্ভব হয় না। সর্ব্বদা মনে রাখিও, আমাকে পত্র দিলেই সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রার্থিত বিষয়ের প্রতীকারে হাত দেই। তোমার যত দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধা, দুর্য্যোগ সব-কিছুর খবর তুমি পত্রে লিখিয়া তাহা ডাকে দেওয়া মাত্র আমি দূরদূরান্তর হইতে তাহার আবশ্যকীয় ব্যবস্থা সুরু করিয়া দেই। শত বার শত জনে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তবে কেন হাতের লেখা একখানা উত্তর-পত্র পাইবার জন্য অত হাহাকার? যাহা পাইবার, পত্রখানা লিখা মাত্র আমি তোমাদের জন্য তাহা প্রেরণ করিয়া থাকি। পত্র পড়িবার

আগেই আমি আমার কাজ আরম্ভ করি। সুতরাং হস্তলিখিত পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত যে বারংবার আক্ষেপোক্তি করিয়া দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর পত্র কেবলই ডাকে দেওয়া, এই কদভ্যাস ত্যাগ কর। আমার প্রিয়জনবর্গের মধ্যে লক্ষাধিক লোক এমন আছেন, যাঁহারা জীবনে আমার একখানাও পত্র পান নাই। পরম পাথেয় তাঁহাদিগকে যাহা দিয়াছি, তাহার মধ্য দিয়া তাঁহারা নিয়ত আমাকে আমার পূর্ণ সত্তায় পাইতেছেন, তাহার মধ্য দিয়া তাঁহারা আমার বাণী, আমার স্পর্শ, আমার সঙ্গ লাভ করিতেছেন। তোমাদের তাহা হয় না কেন, বলিতে পার?

প্রেম জীবনের এক পরম শ্লাঘনীয় সম্পদ। নিয়ত হাহাকার করিয়া উচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্র লিখিলেই প্রেমের পরিচয় দেওয়া হয় না। প্রেম অগাধ জলের মীন। তাহা শফরী মৎস্যের মত অল্প জলে ফর্‌ফর্‌ করে না। তোমরা প্রেমিক হইবার চেষ্টা কর। অকারণ উচ্ছ্বাসকে প্রেম বলিয়া ভ্রম করিও না। প্রেম সাধনা-কল্প-লতিকার অমৃতময় ফল। সাধনা করিতে করিতে প্রেম আসে। যাঁর নামে দীক্ষিত হইয়াছ, তাঁর নামের নিয়ত সেবার মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে প্রেম আসে। তোমরা প্রেমিক হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের অনেকের পত্রের মধ্যেই আধুনিক সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত কত তুলনা, কত উপমা, কত অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই। কিন্তু প্রেম স্বভাবসুন্দর বস্তু। তাহাকে আরও সুন্দর করিবার জন্য অলঙ্কারের দরকার হয় না।

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

তোমরা পত্রাদি লিখিতে আলঙ্কারিক ভাষার ব্যবহার না করিয়া অন্তরের সরল সহজ সত্য ভাবকে স্বাভাবিক শব্দ প্রয়োগে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিও।

অদ্য এখানে প্রেমব্যাকুল একদল নরনারীকে দেখিলাম। তাহাদের তোমরা কুলী-কামিন আখ্যা দিয়া থাক। আঠাশ মাইল দূর হইতে আসিয়াছে। আসিয়াছে পায়ে হাটিয়া। শুধু একটু দর্শন করিয়া যাইতে আসিয়াছে। তাহাদের কোনও জিজ্ঞাস্য নাই, কোনও প্রার্থনা নাই, কোনও দুঃখ-বিপত্তি-কষ্ট হইতে পরিত্রাণের আর্জ্জি নাই, প্রাণভরা আগ্রহ শুধু একটু দেখিবার। যদি আঠাশ মাইল দক্ষিণে ইহাদের বাগিচায় কখনো যাই, তখন ইহারা দলে দলে দীক্ষা নিবে। এখন শুধু ছলছল আঁখিতে একটু দেখিয়াই ইহাদের প্রাণের সাধ মিটাইবে। এখনই নাকি আবার আঠাশ মাইল হাটিয়া ফিরিয়া যাইবে। সারা রাত্রি হাটিতে হইবে। অবশ্য ইহাদিগকে আমি এই রাত্রিতে ফিরিয়া যাইতে দিব না, কালও সকালে আহার করিবার আগে নয়। কিন্তু ইহাদের নয়নে দেখিলাম প্রেমের অশ্রু, আননে দেখিলাম প্রেমের জ্যোতি, সর্ব্বদেহমনে দেখিলাম প্রেমের বৈভব। ইহাদের মতন তোমরা কবে হইবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরি-ওঁ

বড়খলা (কাছাড়)

১৯শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা আশিস জানিও। * * * তুমি তোমার শরীরের চিন্তা একেবারে ছাড়িয়া দাও। ঐ বৃদ্ধ জরাজীর্ণ রুগ্ন দেহ আমাকে দিয়া দাও। আর নিয়ত প্রত্যেকটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়া নিজেকে চালনা করিয়া অনুক্ষণ কেবল সঙ্কল্প করিতে থাক,—"ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি—আমি জগতের কল্যাণকারী হইতেছি।" তোমার দেহটুকু যখন যে অবস্থায়ই থাকুক, তুমি কেবল সঙ্কল্প করিতে থাক যে, ইহার প্রতি অণুপরমাণু জগতের কল্যাণের জন্য। দেহের অতীত ভুলিয়া যাও, বর্ত্তমান ভুলিয়া যাও, ইহার ভবিষ্যৎ জগৎ-কল্যাণ, ইহাই কেবল চিন্তা করিতে থাক। আমি নিয়ত তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, জানিও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরি-ওঁ ভাঙ্গারপাড় (কাছাড়)
২০শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমাদের আসার কথা ছিল বিহারা, কিন্তু স্থানীয় সজ্জনদের ব্যবস্থায় হরিকান্ত প্রভৃতি ছেলেরা আমাদিগকে ভাঙ্গারপাড় অন্য এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে তুলিয়াছে। এখানে আনন্দের কিছু কমতি হইল না। অন্যান্য স্থানের সহিত এই স্থানের একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা গেল। অন্যত্র রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থানে লোক কমিতে থাকে, এখানে ঠাণ্ডা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার সংখ্যা বাড়িতেছে। আমি ভাষণ সারিয়া আসিয়া এক ফার্লং দূরে শ্রীবিপিনচন্দ্র নাথের বাড়ীতে বসিয়া পত্র লিখিতেছি। সাধনা তার ভাষণ দিতেছে। দেড় ঘণ্টা পার হইয়া গেল, খবর পাইলাম এখনো লোকেরা সাগ্রহে বক্তৃতা শুনিতেছেন এবং সংখ্যা চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। সত্যই আশ্চর্য্য লাগিল।

আরও বেশী আশ্চর্য্য লাগিল বাবা তোমার পত্র পাঠ করিয়া। আগে তুমি সমবেত উপাসনাতে একেবারেই যাইতে না। আর এখন তুমি নিজ গৃহেই সাপ্তাহিক সমবেত

উপাসনাটীর আয়োজন করিয়াছ। পাকিস্থান সৃষ্টির পরে তোমাদের গ্রামের সকল পরমার্থ-ভ্রাতা চলিয়া গিয়াছে দূরদূরান্তরে অজানা ঠিকানায়, তবু তুমি সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটীকে ধরিয়া রাখিয়াছ। নিরক্ষর গোঁসাই-নামধারী ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদের প্ররোচনায় তোমাদের অনেক সতীর্থ নিজ নিজ পূর্ব্বপ্রাপ্ত দীক্ষার সম্মান ধূলায় লুটাইয়া দিয়া চারিদিকে ধর্ম্মের নাম করিয়া স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া অনেক সমাজবিরোধী পাপের অনুষ্ঠান করিতেছে। ইহাতেও হতোদ্যম না হইয়া তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছ। এই ঘোর কলিযুগে ধৈর্য্য, নিষ্ঠা আর সাহস এই তিন বস্তুরই অভাব হইয়াছে। তোমার ভিতরে এই তিনের সমাবেশ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, আনন্দিতও হইয়াছি।

কে উপাসনায় আসিল আর কে না আসিল, তাহার গবেষণায় কাল কাটাইতে কাহাকেও দিও না। ঠিক সময়টীতে যাঁহারা যাঁহারা আসিলেন, তাঁহাদের লইয়া কাজ সুরু করিয়া দিবে। পরে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা পিছনে বসিবার জন্য যেন স্থান পান, এরূপ ব্যবস্থাটুকু রাখিবার মাত্র তোমার দায়িত্ব।

সমবেত উপাসনা পরস্পরের মধ্যে প্রেমেরই সাধক। ইহা যদি অপ্রেম সৃষ্টি করে, তবে জানিবে, ইহা ঠিক ভাবে

হইতেছে না। তোমরা প্রতিজনে প্রেমিক হইবে। প্রেমময় স্বভাব লইয়া তোমরা প্রতিজনে জীবনের প্রতিকর্ম্ম সম্পাদন কর, আমি ইহাই চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরি-ওঁ ভাঙ্গারপাড় (কাছাড়)
২০শে মাঘ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যাঁহারা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে মাতিয়া তোমাদের ধর্ম্মাচরণে বাধা দিতেছেন, তাঁহাদের আসল ত্রুটিটা কোথায়, বিচার করিয়া দেখ। তাঁহাদের বিশ্বাস, তাহাদের উপাসিত দেবতা বা তাঁহাদের সম্মানিত গুরুর তুল্য জগতে আর কেহ কখনও হয় নাই, হইবে না।

নিজ নিজ ইষ্টে এবং সাধনে নিষ্ঠা রাখিবার জন্য এরূপ বিশ্বাস খুবই প্রয়োজন কিন্তু তোমরা মনে রাখিও যে, জগতে একজন শ্রীকৃষ্ণ যদি আবির্ভূত হইতে পারিয়া থাকেন, তবে আরও শত শত শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন। দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ যদি হইয়া থাকে ভক্তজনগণের ব্যাকুল আহ্বান, তবে এই যুগে ভক্তের আকুল ক্রন্দন পুনরায় আর

একজন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্ভব করিতে পারে। যুগ হিসাবে কলিটা দ্বাপর হইতে একেবারে নিকৃষ্ট নহে। বরং দ্বাপরে যেই সকল আচরণ সমাজে মোটেই নিন্দিত হইত না, কলিযুগের লোকের আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান, নরীমর্যাদাবোধ এবং সামাজিকতাবুদ্ধি সেই সকল আচরণকে গর্হিত বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখিয়াছে। কংসের অত্যাচারই যদি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ হইয়া থাকে, তবে আজও কংসরা সর্ব্বত্র তাহা করিয়া যাইতেছে, যাহা দমন করা আবশ্যক। বসুদেব-দেবকীর তপস্যাই যদি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে জানিও, এই কলিযুগেও অনেক বসুদেব অনেক দেবকী, ভগবানকে নিজ সন্তান রূপে লাভের জন্য তপঃপরায়ণ রহিয়াছেন। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি কোনও অবতার বা মহাপুরুষই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মূল অধিপতির ত্রিকালাতীত রাজ্যের শেষ বিস্ময় নহেন। জগৎকে আরও অনেক বিভূতি আরও অনেক বিস্ময় দেখিতে হইবে। অচিন্ত্য পরমেশ্বর একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া তাঁহার সৃষ্টিশক্তির পরাকাষ্ঠাকে হারাইয়া ফেলিবেন, এরূপ কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র।

তোমরা তোমাদের অঞ্চলের যেই শ্রেণীর সম্প্রদায়ীদের দ্বারা প্রতি পদে বাধা পাইয়াছ এবং পাইতেছ, তাঁহাদের এই বাধাকে তোমাদের প্রতি তাঁহাদের প্রেমেরই রূপান্তর বলিয়া ধারণা করিয়া নিও। তাঁহারা ভাবেন তোমরা কেন তাঁহাদের

রীতিতে সাধন, ভজন, উপাসনাদি করিবে না? তাঁহারা তোমাদিগকে ধার্ম্মিক এবং সাধকই করিতে চাহেন কিন্তু তাঁহারা নিজেদের সাধন-পদ্ধতি ব্যতীত অপর সকলের মত-পথকে একেবারে ভ্রান্ত বলিয়া ভাবেন। তাই তোমাদের প্রতি এই অসহিষ্ণু আক্রোশ।

তোমরা এই আক্রোশকে হাসিয়া উড়াইয়া দিও। তাঁহাদের শত বিদ্বেষমূলক আচরণও যেন তোমাদের ধৈর্য্য এবং প্রেমকে বিন্দুমাত্র না টলাইতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরি-ওঁ

বিহারা (কাছাড়)
২১শে মাঘ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা সমবেদনা ও সান্ত্বনা জানিও।

শিবিরবাসিনীর পরাশ্রিত জীবন যাপিতে যাপিতে নিতান্ত সুকুমারমতি তোমাদিগকে রাখিয়া তোমার মা পরলোকে চলিয়া গেলেন। এই দুঃখ যে তোমরা সহজে ভুলিতে পারিবে না, তাহা জানি। তবু সান্ত্বনা দিতেছি মা, সকল শোক ভুলিয়া যাও।

একজন হঠাৎ-কর্ত্তৃত্ব-লোভী দুরাকাঙ্ক্ষ দেশসেবকের

ধৈর্য্যাভাবের ফলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ নরনারী গৃহহীন ও আশ্রয়চ্যুত হইল, দেশে দেশে ভিখারী সাজিয়া ভ্রমিতে লাগিল। কে জানে, তাহাদের কোলের শিশু তোমরা কতকাল এভাবে শিবিরে শিবিরে দিন কাটাইবে। তবু বলি মা শোক ভোল, অশ্রু মোছ, পণ কর যে, তোমরা তোমাদের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিবে যে তোমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে পার। মানুষের দুর্ভাগ্য নিয়া চারিদিকে নেতারা ছেলেখেলা করিয়াছেন, তোমরা প্রমাণ করিয়া দাও যে, তোমাদের ভাগ্য তোমাদের হাতে। অবলা নারীও তাহার পৌরুষমণ্ডিত আশ্চর্য্য জীবন দিয়া সেই সকল দায়িত্ব-বোধবর্জ্জিত ও হৃদয়হীন ছেলেখেলার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারে।

বিহারা আমাদের প্রগ্রাম ছিল কিন্তু আসা হয় নাই। উঠিতে হইয়াছিল গিয়া ভাঙ্গারপাড়। কালাইন যাইবার পথে বিহারা একটী ভাষণ দিতে হইল। সাধনা এখন বিহারা যুধিষ্ঠির সাহা হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে তাহার ভাষণ দিতেছে। আমি আমার ভাষণ সারিয়া স্কুলের অফিস-রুমে বসিয়া তোমাদের স্তূপীকৃত পত্রের উত্তর দিতেছি। তোমার মাতৃশোক আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে মা, আমি তোমার হইয়া কাঁদিতেছি। তুমি এখন কান্না থামাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরি-ওঁ

কালাইনছড়া (কাছাড়)
২২শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রদ্ধায় যে যাহা দেয়, তাহা অমৃতের স্বাদ নিয়া আসে। তাহার পরিমাণ যত অল্পই হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না। বড় বড় ধনী দাতাদের দিকে তাকাইয়া চোখ খারাপ করিও না। সহস্র সহস্র শ্রদ্ধাবান্ দরিদ্রের মিলন জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। তোমরা শ্রদ্ধাবান্ লোকদের তামসিকতা-বর্জ্জিত সুন্দর চিত্তটীর দিকে তাকাইয়া নিজেদের চিত্তকে শ্রদ্ধারসে পূর্ণ কর। মঠ বা আশ্রমের জন্য দশ হাজার টাকা চাঁদা তোলায় যে পরিমাণ লাভ, একটী শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির সাত্ত্বিক হৃদয়টিতে অবগাহন করিয়া শরীর-মন সেই পুণ্যস্নানে তৃপ্ত করায় তার চেয়ে বেশী লাভ। তোমরা ধনীদের পিছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনকে ছোট করিয়া দিও না। আমি যে অযাচক-বৃত্তি নিয়াছি, তাহার পিছনের বল ঈশ্বরে নির্ভরতা। তিনি ইচ্ছা করিলে, যাহার যখন যাহা প্রয়োজন, তাহাকে তখন তাহা দিতে পারেন। তবু লোকে সৎকাজে দশজনের সহযোগ-প্রতীক্ষা করে। তোমরা যদি নিজেদের উপস্থিত কর্ত্তব্যে

তোমাদের ভাবে ভাবিত সতীর্থদের আর্থিক সহযোগ লাভ প্রয়োজনই মনে করিয়া থাক, তাহা হইলেও এই সাধারণ নীতি-বাক্যটুকু মনে রাখিও যে, অপাত্রে প্রার্থনা অকালমৃত্যুর ন্যায় অবাঞ্ছিত। তোমরা যার তার পানে প্রত্যাশার চোখে তাকাইও না। কোথায় কে আছেন প্রেমিক, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির কর। প্রেমিকের সঙ্গ পাইয়া প্রেমিক হও। প্রেমিক ছাড়া ত্যাগের শক্তি আর কার পক্ষে সম্ভবে? তোমরা প্রেমিকের চরণে নত-কন্ধর হও, প্রেমিকের জয়গান গাহ। দরিদ্র প্রেমিক কোটি অশ্রদ্ধাবান্ দাতার সমষ্টি অপেক্ষা একাই সহস্রগুণ ধনী। ইনিই প্রকৃত ধনী। এই ধনীর তোমরা পদানত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরি-ওঁ

তারাপুর (কালাইন)
২৩শে মাঘ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার প্রশ্নগুলি পাইলাম। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে নিজ নিজ সমাজের সম্মতি রাখিয়াই চলা ভাল। যেখানে

অখণ্ডমতে করিলে সমাজে স্বীকৃতি মিলিবে, সেখানে অখণ্ড-মতে করা সর্ব্বোত্তম। কারণ, ইহাতে বহু দেবতার অর্চ্চনা নাই, পরন্তু অর্থব্যয়ও অত্যল্প। অখণ্ড-মতে শ্রাদ্ধ বা বিবাহে ত্রুটির ভয় কম। অখণ্ডমতে যে-কোনও অনুষ্ঠানই করা হউক না কেন, যোগদানকারীরা প্রত্যেকেই অন্যতম অনুষ্ঠাতা। এই বিশেষত্বের দরুণ বিনা প্রচারে অখণ্ডমতে বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি আপনা-আপনি প্রসার পাইতেছে। তুমি তোমার গৃহে কোন্ মতে কার্য্য-সম্পাদন করিবে, তাহা নিজের মনের দিকে তাকাইয়া করিও। শ্রাদ্ধ বা বিবাহ নিয়া সমাজে দলাদলি হওয়া ভাল নহে। শ্রাদ্ধ দ্বারা শোকাতুর মন শান্তি পাইবে, বিবাহ দ্বারা সকল আত্মীয়-স্বজনেরা আমোদ-আহ্লাদ করিবে, ইহাই প্রশস্য। তাহার মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ, ঝগড়া-কলহ, মতান্তর-মনান্তর প্রভৃতির আমদানী না করাই ভাল। এই জন্যই আমি অখণ্ডগণকেও বলি না যে, অখণ্ডমতেই সব করিতে হইবে। অথচ নিজস্ব শ্রেষ্ঠতার দরুণ অনখণ্ড-সংসারেও অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ ও বিবাহ আপনা-আপনি প্রসার পাইতেছে। সুতরাং জানিবে, এসব ঈশ্বরেচ্ছাতে হইতেছে।

লেখাপড়া চালাইবার খরচের টাকা পাইবার আশায় বিবাহ করিয়া শ্বশুরের মুখাপেক্ষী হওয়া আত্মসম্মানের হানিজনক। অনেক ক্ষেত্রে শ্বশুরেরা কন্যাদায় হইতে মুক্তিলাভের পরে

জামাতার পড়ার খরচ চালাইবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন না। তুমি এই ফাঁদে পা দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরি-ওঁ

তারাপুর (কালাইন)
২৩শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মিকির, লালং, কাছাড়ী প্রভৃতি পর্ব্বতবাসী অনুন্নত জাতিসমূহের মধ্যে পুনরায় তোমরা নবোদ্যমে কাজ শুরু করিয়াছ জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আর যে সকল অখণ্ড-মণ্ডলী আছে, তাহাদের সহিত তোমরা এই ব্যাপারে অবশ্যই যোগাযোগ রাখিয়া চলিবে। একই স্থানে একই সময়ে পাঁচটী, দশটী, বিশটী মণ্ডলীর সর্ব্বশক্তি প্রযুক্ত হইলে তাহার ফলে যে অভাবনীয় অনুষ্ঠান সম্ভব হয়, তাহা দর্শকমাত্রেরই মনে বিস্ময় উপজাত করে। বিস্ময় যে শ্রদ্ধার বড় ভাই, এই কথা তোমরা ভুলিও না। বিস্ময়ে বিশ্বাস নাও থাকিতে পারে কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে বিস্ময়ের সহিত বিশ্বাসের হইল সংযোগ, তন্মুহূর্ত্তে তাহা রূপান্তরিত হইল শ্রদ্ধায়। শ্রদ্ধা

হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। এই কথাটী তোমরা মনে রাখিও। শ্রদ্ধার বস্তুতে জ্ঞান সংযুক্ত হইলেই তাহা প্রেমে পরিণত হয়। আর, প্রেমই সকল শক্তির উৎস। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরি-ওঁ
কাটিগড়া (কাছাড়)
২৩শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যাহারা বিপদের দিনে তোমার দ্বারা প্রত্যাশার অতীত উপকার পাইয়াছে, তাহারা তোমার প্রয়োজনের দিনে তোমার আপদুদ্ধারের জন্য সত্য সত্যই অগ্রসর হইয়া আসিবে এইরূপ প্রত্যাশা না রাখিয়াই জগতে পথ চলা উচিত। মনুষ্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ ভূষা তাহার কৃতজ্ঞতা কিন্তু অধিকাংশ মানুষ নিকৃষ্টতর অলঙ্কারকে বেশী সমাদর করিয়া থাকে। প্রত্যাশা রাখিও না যে, প্রত্যুপকার অবশ্যই পাইবে কিন্তু কেহ সত্য সত্যই প্রত্যুপকার করিতে আসিয়াও কোনও মনস্তাত্ত্বিক কারণে ব্যথিত হইয়া না দূরে সরিয়া যায়, তার দিকে একটু সতর্ক প্রস্তুতি

রাখিয়া চলিও। তোমার আসল উপকার-বিধাতা ত' স্বয়ং শ্রীভগবান্। তিনি প্রসন্ন হইলে জগদ্ব্রহ্মাণ্ড প্রসন্ন হইবে। তিনি অপ্রসন্ন হইলে সকলের প্রসন্নতাতেই বা কি লাভ? তিনি প্রসন্ন থাকিলে সকলের অপ্রসন্নতাতেই বা কি ভয়?

ভগবানের কাজে যাহাদিগকে ডাকিতে হইবে, তাহাদের সম্পর্কে লজ্জাহীন বেহায়া হইয়া যাও। তাহারা ডাকে সাড়া নাও দিতে পারে ভাবিয়া চুপ মারিয়া থাকার কোনও অর্থ নাই। তাহারা কেহ কেহ ক্ষেপিয়া উঠিয়া অনর্থ-সাধনের জন্যও হয়ত চেষ্টিত হইতে পারে। কারণ, তাহারা অনেকেই বিকারগ্রস্ত জ্বররোগী,—কিসে হিত, কিসে অহিত, তাহা বোঝে না অথবা বুঝিলেও বুঝিবে না। তাই বলিয়া তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতে পার না। ডাক সকলকে, কাজে হাত দিতে বাধ্য কর প্রতিজনকে।

অনেকেই ফাঁকী দিবার চেষ্টা করিবে, অনেকেই কুব্যাখ্যা করিবে, বিরূপ সমালোচনায় রত হইবে, দল পাকাইবে, বিরুদ্ধ জনমত সৃষ্টির চেষ্টায় নামিয়া পড়িবে, স্বভাব-বিরূপ লোকগুলিকে অকারণে উত্তেজিত করিয়া দিয়া বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিবার চেষ্টা করিবে। তাহারা হয়ত কর্ত্তব্যজ্ঞানেই ইহা করিবে। তাহারা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছে, তাহা পালনের জন্য হয়ত মিথ্যা, অতিরঞ্জন, সত্যকে বিকৃত করা, গুণকে

দোষ বলিয়া ব্যাখ্যা করা আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করিবে। তাহাদের এই বুদ্ধিবিকৃতি বা প্রজ্ঞার দৈন্যের জন্য তাহাদিগকে বিদ্বেষ করিও না। তাহাদের কৃত অপকার্য্যের প্রতিক্রিয়া সাধনের জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তোমাকে অবলম্বন করিতে হইবে। সেই অবলম্বনের নাম প্রেম। আমি এই একটী অত্যুৎকৃষ্ট অস্ত্র তোমাদের হাতে তুলিয়া ধরিতে চাহি।

মনে রাখিও, বিরুদ্ধ কথা যাহারা কহিতেছে, নিত্য নূতন মিথ্যা যাহারা সৃষ্টি করিতেছে, তাহারাও হয়ত কর্ত্তব্যজ্ঞানেই ইহা করিতেছে এবং এইরূপ ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিয়াই পুণ্যার্জ্জন করিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে। ধৈর্য্য, সাহস ও বিশ্বাস লইয়া ইহাদের সম্মুখীন হও। প্রেম ধৈর্য্যকে করিবে অতলস্পর্শ, সাহসকে করিবে আকাশচুম্বী, বিশ্বাসকে করিবে বিশ্বতোব্যাপ্ত। তোমরা প্রেমিক হও।

জীবন ভরিয়া আমি সংগ্রাম করিয়াছি। ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক প্রতিপক্ষ আমাকে কুরুক্ষেত্র-রণে দণ্ডায়মান হইয়া তীক্ষ্ণ শরে জর্জ্জরিত করিয়াছে। আমি জানি, আমার সাধনা ও সিদ্ধির সহিত যে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের বীজ আমি বহন করিয়া চলিয়াছি, তাহাতে সনাতনী দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষদের দুঃখ, দুশ্চিন্তা, দুর্দ্দমনীয় বিরক্তি অতিশয় স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই তাঁহারা করিবেন। আমি তদবস্থায় তাঁহাদিগকে শত্রু

বলিয়া ভাবিব কেন? যাহা একান্ত স্বাভাবিক, আমিও কি তাহাই করিয়া যাইতেছি না?

তবে আমারই সৈনিকবৃন্দের হাতের তীর যখন আসিয়া আমার বক্ষ ভেদ করিতে চাহে, তখনই আমার অবাক্ লাগিয়া যায়। কিজন্য ইহারা আমার শিবিরে আসিয়াছিল? আমি ত' ডাকি নাই ইহাদের। আমি ত' প্রলোভেন দেখাইয়া কাহাকেও কাছে টানি নাই! তবে এই গুপ্ত আঘাত কেন? মীরজাফর আর জয়চাঁদের দল কি ধর্ম্মজগৎটাকেও বাদ দিবে না? বিস্ময় বোধ করি কিন্তু ক্রুদ্ধ হই না। পূর্ব্বসংস্কার ইহারা ছাড়িবে কি করিয়া? ইহাদিগকে ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে জন্মদান করিবার তপস্যা ত' ইহাদের পিতামাতারা করেন নাই। দৃষ্টি পড়ে ভাবী জগতের প্রতি, অনাগত কোটি কোটি মানবশিশুর উপর। তাহারা কি আবির্ভূত হইবে বর্ত্তমান গৃহীদের সাধন-পূত স্বচ্ছ-সুন্দর অনাবিল জীবনের পটভূমিকায়? তপস্যা ছাড়া মহামানবের আগমন কি করিয়া সম্ভব?

অপরেরা যাহা স্বপ্নেও দেখিতে সাহস পান নাই, আমি তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীবুদ্ধ শ্রীচৈতন্য ঘরে ঘরে আবির্ভূত হইবেন, ইহা অসম্ভব ব্যাপার নহে। একটী মাত্র অবতার জগতের সকল দুঃখ দূর করিতে পারিলেন না বলিয়াই ত' দশ অবতার হইলেন, দশেরও যাহা অপূর্ণ রহিল, তাহার জন্য শত অবতার আসিবেন, আসিবেন

সহস্র, আসিবেন লক্ষ, আসিবেন কোটি। পৃথিবীর প্রত্যেকটী নরনারীর মধ্যে ভগবান তাঁহার পূর্ণসত্তায় জাগ্রত হইয়া বিশ্বব্যাপী অবতারের চালাইবেন লীলা, ইহা যুক্তির দিক দিয়াও অবাস্তব নহে, স্বপ্নের দিক দিয়াও নহে। জগতের অধিকাংশ সত্য ঘটনা ত' শক্তিশালী মনের কল্পনারই রূপায়ণ মাত্র।

যাহাদিগকে বিরুদ্ধপন্থী ও অপপ্রচারকারী রূপে রাস্তায় দাঁড়াইয়া নির্লজ্জ আস্ফালন করিতে দেখিতেছ, ইহাদিগকে ডাকিয়া বল যে, ইহাদের কৃত অপকারের জন্য তোমরা ইহাদিগকে ঘৃণাও কর না, বিদ্বেষও কর না, ভয় করা ত' দূরের কথা। তোমরা যে ইহাদিগকে ভয় কর না, এই একটী সত্য ইহাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়া মাত্র ইহারা নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে। তোমাদের ভয়াতুর হতবুদ্ধিতাই ত' ইহাদের সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্মদাত্রী জননী। তোমাদের বিদ্বেষহীনতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিবামাত্র ইহারা তোমাদের সম্পর্কে নীচ ধারণাগুলি করিতে লজ্জা বোধ করিবে। তোমাদের অন্তরে যে ঘৃণার স্থান নাই, ইহা বুঝিবার পরে দীর্ঘকাল ইহারা তোমাদের কাছ হইতে দূরে সরিয়া পর হইয়া থাকিতে পারিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরি-ওঁ

কাটিগড়া (কাছাড়)

২৩শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার সহকর্ম্মী রূপে কাজ করিবার সম্ভাবনা যাহার ছিল, তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া না আসাতে অভিযানের ভার পাইয়া সে মনু এবং লঙ্গাই উপত্যকাতে চলিয়া গিয়াছে। সঙ্গে স্বল্প কতিপয় সহকারী সে পাইয়াছে, যে যে মণ্ডলী হইতে আর্থিক সহযোগ যাইবার কথা ছিল, তাহারা আশানুরূপ সহায়তা করিতে সমর্থ না হওয়াতে শ্রীমান্‌কে কতকটা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেই কাজ করিতে হইয়াছে। বর্ষকালপূর্ব্বে যে অভিযান তোমরা পরিচালন করিয়াছিলে, তাহাতে তোমরা গোড়ায় গলদ করিয়াছিলে। অর্থাৎ, তোমরা বড় বড় গ্রাম আর বড় বড় পাহাড়ী সর্দ্দারদের দিকে তাকাইয়া কাজ করিয়াছ। এবার শ্রীমান ল—ছোট ছোট 'বাড়ী' বা পার্ব্বত্য গ্রাম এবং ছোট সর্দ্দারদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ চালাইতেছে। অর্থাৎ শ্রীমান্ ঠিক্ বুঝিয়াছে যে, আমি এতকাল কি কথা কহিয়া আসিয়াছি। চিরকাল আমি বলিয়াছি যে, ছোটদের ছোট মনে করিও না, তাহাদের মধ্যে অনেকে তোমাদের কল্পনার পরিধি

Created by Mukherjee TK, Dhanbad

অতিক্রম করিয়াও অনেক বিরাট, অনেক বৃহৎ, অনেক উচ্চ, অনেক মহৎ। শ্রীমান ল—ছোট ছোট 'বাড়ী'গুলিকে এবার উপেক্ষা করে নাই। ফলও ফলিয়াছে হাতে হাতে। ছোটদের মধ্যে যে অনেক বড় লুকাইয়া আছে, তাহার প্রমাণ সে অহরহ পাইতেছে।

তুমি কুলাই অঞ্চলে রূপিণীদের মধ্যে কাজ করিবার জন্য বিশ বাইশ দিন দিতে পারিবে জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু খ্রীষ্টান মিশনারীরা সেই অঞ্চলে খুব যাতায়াত করিতেছেন বলিয়াই তোমাদিগকে তৎপর হইতে হইবে, এই দৃষ্টিভঙ্গী আমার প্রশংসা অর্জ্জন করিল না। ভারতীয় ভাবে না হইলেও কোনও না কোনও প্রকারে খ্রীষ্টান প্রচারকেরা অবনত মানবের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সেবার সহিত আমাদের বিরোধ থাকিতে পারে না। খ্রীষ্টান প্রচারকেরা প্রবেশ করেন নাই বা করিতে সাহস পান নাই, এমন অঞ্চলের অভাব পাহাড়-পর্ব্বতে নাই। তোমাদের দৃষ্টি সকলের আগে কি সেই দিকে পড়া প্রয়োজন ছিল না? যাহা হউক, মনু ও লঙ্গাই উপত্যকার কাজ শেষ হইবার পরে তোমাকে সহকর্ম্মী দিবার চেষ্টা করিব। ইতিমধ্যে তুমি নিজে ভাবী কাজের জন্য যোগ্যতা সঞ্চয়ে যত্নবান্ হও। ইচ্ছা করিলেই জীব-সেবা করা যায় না, তার জন্য যোগ্যতা সঞ্চয়ের চেষ্টাও করিতে হয়।

আত্মগঠনে ন্যূনতা থাকিলে কোনও সেবাই সেব্যের নিকটে পৌছান সম্ভব নহে। থাকিবে না তোমার প্রতিষ্ঠা-লিপ্সা, থাকিবে না তোমার অর্থ-পিপাসা, থাকিবে না তোমার কোনও প্রকার জৈব-দুর্ব্বলতা,—ইহা মনে রাখিতে হইবে। থাকা চাই দুর্দ্দমনীয় দুঃসাহস, থাকা চাই যে-কোনও অপ্রত্যাশিত প্রতিকূলতার সহিত লড়াই দিবার মতন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, থাকা চাই একই কাজে দীর্ঘকাল লাগিয়া থাকার ধৈর্য্য, থাকা চাই বারংবার পরাজিত হইয়াও পরাজয় স্বীকার না করিয়া নবোৎসাহে মাতিয়া সংগ্রাম-পরিচালনের দুর্ব্বার জিদ। এই সকল গুণ তোমাকে সঞ্চয় করিতে হইবে।

আজ হইতে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, এমন কি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি সভ্যতাগর্ব্বী সংস্কৃতিদর্পী অন্তঃসারহীন বাঙ্গালী জাতিকে তারস্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিয়াছি, যাও সবে বনে, যাও জঙ্গলে, যাও পাহাড়-পর্ব্বত-উপত্যকতায়-অধিত্যকায়। কে সেই কথায় কর্ণপাত করিয়াছে? আজ হইতে কমপক্ষে ঊনিশ বৎসর পূর্ব্বে এক মাঘ মাসের আটই তারিখে হাজার হাজার পুস্তিকা ছাপিয়া আমি সমগ্র দেশ জুড়িয়া বিতরণ করিয়াছি, যাহার একমাত্র বক্তব্য ছিল, যাও সবে বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে, যাও সংস্কৃতির প্রকৃষ্টতম ধারা লইয়া অর্দ্ধোলঙ্গ অনুন্নত লক্ষ লক্ষ সভ্যতাবঞ্চিত মানব-

সমাজের মধ্যে, প্রাচীন ভারতের কৃষ্টি ও সাধনার অমৃত-বারি বর্ষণে তাহাদের সঞ্জীবিত কর, নিজেরাও নূতন প্রেরণা, নূতন প্রাণনা, নূতন উদ্দীপনা লাভ কর। কেহ সেই কথার এক কাণাকড়ি দাম দাও নাই। আজ বুঝি খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচণ্ড উদ্যম ও বিপুল আয়োজন দেখিয়া অন্তরে তোমাদের ভয় আসিয়াছে? আশ্চর্য্য! সময় থাকিতে যে কাজ করিলে বিশ্বমানবের প্রতি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ-প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য লঘু হইত, তাহা তখন কর নাই। এমন কি, তাহা করিলে আজ তোমাদিগকে ললাটদেশে উদ্বাস্তুর পঙ্ক-তিলক ধারণ করিয়া শিবিরে শিবিরে "ডোলে"র চাউল ভিক্ষা করিতে হইত না, তোমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা চিরতরে মিটিয়া যাইত। ভাবিয়া অবাক্ হই, সময় থাকিতে কে কাহার কথা শুনিবে?

আজ যদি মনে করিয়াছ যে, পাহাড়-পর্ব্বতে ধর্ম্ম ও সাধনার অভিযান লইয়া তোমাদের যাইতে হইবে, তাহা হইলে এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, পাহাড়ীদিগকে তোমাদের সর্ব্বভুক্ ক্ষুধার শিকারে পরিণত করিতে তোমরা পার না। আগে যে কাজে হাত দিলে তোমাদের প্রতিটি সংসারের উদরের ক্ষুধা নিবাইবার সরল সহজ ব্যবস্থা আপনা আপনি হইয়া যাইত, আজ সেই কাজে হাত দিবার সময়ে

তোমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, পার্থিব কোনও স্বার্থ-সিদ্ধির গোপন কামনাও যেন তোমাদের অন্তরে না থাকে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরি-ওঁ

কাটিগড়া (কাছাড়)

২৪শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি নিশ্চিন্তে পড়িতে থাক। কে একজন সাধু বলিয়াছেন যে, তুমি পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিবে না, ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। সাধুদের কি লোকের পরীক্ষার ফলাফল, মামলা-মোকদ্দমার হারজিতের খবর বলা ছাড়া আর কোনও কাজ নাই? মানুষের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চারণার কি ইহাদের অবসর নাই? কেবল কুডাক ডাকিবার জন্যই কি গৃহস্থের ছেলেরা সংসার ছাড়িয়া সাধু হইয়া থাকে? কেবল মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতকগুলি শক্তিহারক মন্তব্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্যই কি গৃহস্থেরা নিজেদের কষ্টার্জ্জিত অন্ন এই সকল ভিক্ষান্নজীবী পরপিণ্ড-প্রত্যাশী অলসদিগকে দিয়া থাকে? আমি বলি, ইহারা সাধু নহে। ইহাদের কথায় আস্থা স্থাপনের কোনও প্রয়োজন

নাই। তুমি ইহাদের প্রলাপ-বচনে বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করিও না। এই সকল দায়িত্বজ্ঞানহীন অযথা উক্তিতে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করিও না। তুমি মন দিয়া তোমার পড়া চালাও মা, নিজের পৌরুষেই তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। তোমার পরিশ্রমের ফল তোমারই করায়ত্ত। বৃথা-প্রজল্পী সাধুবেশধারী ভবিষ্যদ্-বক্তাদের অপকথায় বিচলিত হইবার তোমার কোনও প্রয়োজন নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরি-ওঁ কাটিগড়া (কাছাড়)

২৪শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সর্ব্বশক্তি দিয়া পড়াশুনা সুরু কর। পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, এখন অন্য কোনও বিষয় চিন্তা করিও না। পিতামাতার শ্রমলব্ধ অর্থে লেখাপড়া শিখিতেছ, এখন তুমি এক কথাতেই কোনও মঠ বা আশ্রমের কর্ম্মীরূপে সংসার-ত্যাগ করিতে পার না। সন্ন্যাসী হইতে হইলে এক মুহূর্ত্তে হওয়া যায়। কিন্তু পিতামাতার প্রীতি ও শুভেচ্ছার মধ্য দিয়া যে ব্যক্তি সংসার ছাড়ে না, সে বারে বারে পিছন-টানে বাধা পায়। যদি সাধুই

হইতে চাহ, তবে এই পিছন-টানকে আগে পিতৃমাতৃসেবা ও পিতৃমাতৃভক্তির মধ্য দিয়া যতটা পার শিথিল ও দুর্ব্বল করিয়া লও। কাজ করিবার ইহা এক পরম কৌশল। অকৃতজ্ঞতা দ্বারা সাধুত্ব অর্জ্জন করা যায় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরি-ওঁ কাটিগড়া (কাছাড়)

২৪শে মাঘ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

জীবনে আঘাতের প্রয়োজন আছে। দুঃখ, কষ্ট, অনটন ও উৎপীড়ন যে জীবনের উপরে কখনও আসে নাই, তাহা মাখনের মত কোমল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, নয়ত শুধু কল্পনা-বিলাসে মজ্জমান হয়। আঘাত যদি বেশী হইয়া যায়, তুমি তোমার সহ্য-শক্তি দ্বারা তাহাকে সহিয়া নিও কিন্তু মুহ্যমান হইও না। জগতে আঘাতের ক্ষমতা বেশী না তোমার মনের ক্ষমতা বেশী? নিজেকে দুঃখের নিকটে ছোট হইতে দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরি-ওঁ কাটিগড়া (কাছাড়)

২৪শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। সঙ্ঘগত ভাবে কোনও বিরাট বিশাল সংগঠন-কার্য্য চালাইতে হইলে কার্য্যকরী সমিতি গড়িয়া সম্পাদক, সভাপতি প্রভৃতিকে কার্য্যভার বণ্টন অত্যাবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু পদ বা পদবী লাভের পরে অনেকের ভিতরেই প্রকৃত সেবার আগ্রহ কমিয়া যায়। ইহাতে সঙ্ঘ-গঠনের আসল উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যায়। তোমার এই অভিযোগ একেবারেই মিথ্যা নহে। অনেক ক্ষেত্রে ইহা শতকরা একশতাংশই সত্য। এই কারণে কোথাও কোথাও পরীক্ষা করিয়া দেখা সঙ্গত যে, পদ্ধতিবদ্ধ সমিতি বা কমিটি না গড়িয়া কিম্বা সম্পাদক বা সভাপতি রূপে কাহাকেও প্রধান বা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী রূপে অধিষ্ঠিত না করিয়া কাজ করা যায় কিনা। প্রয়োজন হইতেছে অকপট সেবার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরি-ওঁ শ্রীগৌরী (কাছাড়)

২৪শে মাঘ, ১৩৬৫

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ওঙ্কার-বিগ্রহে অঞ্জলি দানের নিয়ম সম্বন্ধে তোমাদের কতকগুলি সংশয় জমিয়াছে। তাহার নিরসনকল্পে আমি কয়েকটী সাধারণ কথা লিখিতেছি।

অঞ্জলি দান অশুচি শরীরে উচিত নহে। ঘুম হইতে উঠিয়া পাইখানার কাপড় ছাড় নাই, দাঁতন কর নাই, চোখ-মুখ ধোও নাই, এমতাবস্থায় তুমি অঞ্জলি দিতে পার না।

কোনও মৃতদেহ বা ব্যাধিগ্রস্ততা হেতু অশুচি দেহ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছ। এমতাবস্থায় স্নানাদি না করিয়া অঞ্জলি দিতে পার না। অবশ্য, মৃতসংকার-কালে শবের বক্ষে বিগ্রহ রাখিয়া যখন অঞ্জলি দিতেছ, তখনকার কথা বলা হইতেছে না।

অতি নিকট আত্মীয় মারা গেলেও মৃত-সংকারের পরে স্নান সারিয়াই তুমি বিগ্রহে অঞ্জলি দিতে পার।

অঞ্জলি একক বা সমবেত ভাবে দিতে পার। কিন্তু কোনও বিগ্রহ-মন্দিরে নিয়মিত অঞ্জলি হইয়া যাইবার পরে মন্দির-দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেলে তখন আবার তোমার অঞ্জলি দেওয়া হয়

নাই বলিয়া দ্বার খুলিতে মন্দির-রক্ষককে বাধ্য করিতে পার না। তিনি দ্বার স্বেচ্ছায় খুলিয়া দিলে তখনও অঞ্জলি দিতে গুরুতর বাধা নাই। তবে এইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি যত কম হয়, ততই ভাল। কারণ, জগতে শৃঙ্খলার প্রয়োজন আছে।

রজস্বলা অবস্থায় প্রথম চারিদিন স্ত্রীলোকেরা অঞ্জলি দিবে না, কিন্তু যুক্ত করে স্ত্রোত্র পাঠ করিতে পারিবে এবং বিগ্রহ স্পর্শ না করিয়া প্রণাম করিতে পারিবে। যদি হাতে পুষ্পাদি নিয়াই স্তোত্র পাঠ করে, তবে সে সেই পুষ্পাদি জলে নিক্ষেপ করিবে, বিগ্রহে নহে।

ব্যক্তিগত উপাসনায় অখণ্ড-স্তোত্রের তিন স্তবকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি হইবে। সমবেত উপাসনায় অঞ্জলি হইবে শেষ স্তবকের সময়ে। সমবেত উপাসনায় লোক-সমাগম অধিক হইলে প্রত্যেকে স্তোত্রপাঠান্তে শান্তিপাঠ করিয়া অপেক্ষা করিবে, সংগ্রাহকেরা অঞ্জলির ফুল সাজিতে করিয়া সংগ্রহ করিয়া নিয়া প্রণতঃ হইয়া বিগ্রহে অর্পণ করিবে।

দৈনিক চারিবারের ব্যক্তিগত উপাসনায় মাত্র একবারের উপাসনাতেই অঞ্জলি বিধেয়, প্রত্যেকবারের উপাসনাতে নহে।

কোনও অবস্থাতেই বিগ্রহের গায়ে পুষ্পাদি ছুঁড়িয়া মারা হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৫)

হরি-ওঁ

শ্রীগৌরী (কাছাড়)
২৫শে মাঘ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। সংসারে চতুর্দ্দিকে কেবল জ্বালা, কেবল দুঃখ। তাই বলিয়া সংসার ছাড়িয়া যাইবে কোথায়? যেখানে যাইবে, সেইখানেই সংসার। যতক্ষণ শরীর আছে, ততক্ষণ জ্বালার হাত হইতে রক্ষা নাই। তাই এই জ্বালাকে পদানত করিবার জন্য চাই অসীম ধৈর্য্য আর অতুল ভগবদ্বিশ্বাস। তুমি সেই পথ ধর মা। যাহাদিগকে জ্বালার কারণ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহারা প্রকৃত কারণ নহে। তাহারা উপলক্ষ্য মাত্র। জ্বালার কারণ তোমার আসক্তি, অপর কারণ তোমার ঈশ্বরানুগত্যের অভাব। ঈশ্বরপরায়ণতাই তোমাকে জ্বালার হাত হইতে রক্ষা করিবে। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৬)

হরি-ওঁ শ্রীগৌরী (কাছাড়)
২৫শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। আমি এবং সাধনা এইবারকার ভ্রমণে অনেক স্থানেই গিয়াছি এবং স্থানীয় ছাত্রসমাজের অবস্থা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছি। কাটিগড়ার ছাত্রদের সহযোগবুদ্ধি, সেবাপরায়ণতা, আত্মোন্নতির ইচ্ছা, সঙ্ঘবদ্ধতা এবং শ্রমে অকাতরতা যদি স্বচক্ষে দেখিয়া না আসিতাম, তাহা হইলে তুলনায় বুঝিতে পারিতাম না যে, অন্যান্য স্থানের ছাত্রসমাজ নৈতিক মানে ইহাদের অপেক্ষা কত নীচে রহিয়াছে। কাটিগড়ার ছাত্রদিগকে উচ্চ-প্রেরণা, আদর্শবাদিতা এবং সৎকর্ম্মে রুচি প্রদান করিয়া তোমরা শিক্ষকের যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছ, কেননা কেবল বি-এল-এ ব্লে আর সি-এল-এ ক্লে পড়াইতে পারিলেই কেহ শিক্ষক হয় না। ছাত্রদের ভাবী জীবনের নৈতিক ভিত্তি শক্ত করিয়া গড়িয়া দেওয়াও শিক্ষকদের কর্ত্তব্য। কাটিগড়ার ছাত্ররা অতিশয় ভাগ্যবান্ যে তোমাদের মত কয়েকজন শিক্ষক তাহারা পাইয়াছে। এই সুযোগে আমি

কাটিগড়া হাইস্কুলের প্রতিটি শিক্ষককেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

তোমরা ছাত্রদিগকে যে আদর্শ দেখাইয়াছ, তাহাতে যাহাতে তাহারা অবিচলিত থাকে, সেই দিকে প্রখর দৃষ্টি দিও। একটী ছাত্রকেও তোমরা বিপথে চলিতে দিও না। একটী তরুণ কিশোরকেও তোমরা জীবনের মূল্য সম্পর্কে খেলো ধারণা রাখিতে দিও না। প্রত্যেকে হউক বীর্য্যবরীয়ান্ দুর্দ্ধর্ষতেজা অমিতশক্তিশালী যোদ্ধা, যাহারা জীবন-সংগ্রামে বিপরীত ও প্রতিকূল অবস্থা দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রেই অস্ত্র ফেলিয়া ভীরু ফেরুপালের ন্যায় পলায়ন করে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরি-ওঁ শ্রীগৌরী (কাছাড়)
২৫শে মাঘ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের দেশ আম্রের দেশ। আম্র ফসলই তোমাদের দেশের ধান, গম, পাট, যব। ইহাই তোমাদের অধিকাংশের

জীবনোপায়, কাহারও কাহারও বা বিপুল সম্পদের মূল। সেই আম্র ফলে জ্যৈষ্ঠ মাসে। তাই বলিয়া কি কার্ত্তিক মাস হইতেই গাছের গোড়ায় নানা রূপ যত্ন-তদ্বির সুরু হয় না?

সংগঠন-কার্য্যকে জানিবে তদ্রূপ। দুই বৎসর পরে যেই ঘটনাটি ঘটিবে, তাহার জন্য দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতে থাকার নাম হইতেছে সংগঠন। চারিদিকের যতগুলি উপাদান ও উপকরণ সংযুক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট একটা ঘটনাকে করিবে জন্মদান ও সাফল্যমণ্ডিত, তাহাদের প্রত্যেকটার সহিত দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতেই অন্তরের আত্মীয়তা স্থাপনের নাম সংগঠন। দূরবীণের সাহায্যে বহু দূরবর্ত্তী শত্রুচমূকে দেখিয়া যাইয়া তাহাদের অবলম্বনীয় সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সকল রকমের চাল সম্পর্কে সাবধান হইয়া নিজেদের সৈন্যদলকে ধীরে ধীরেই অতিশয় সন্তর্পিত পদক্ষেপে, সকলের অজ্ঞাতসারে ব্যূহবদ্ধ করিয়া যাওয়ার নাম সংগঠন। এই সংগঠনে তোমরা এখনই ব্রতী হইয়া যাও।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া একই কর্ম্ম-তালিকা লইয়া আমি একই কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ করিয়া যাইতেছি। ইহার মধ্যে আমি বাধা পাইয়াছি সহস্র স্থান হইতে সহস্র বার, কিন্তু কর্ম্মতালিকায় পরিবর্ত্তন-সাধন করি নাই। কর্ম্মক্ষেত্র দিনের পর দিন বিস্তৃততর হইয়াছে পরিবর্ত্তনের মধ্যে মাত্র এইটুকুই,

নতুবা অন্য পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ভিক্ষাবৃত্তির উপাসক মঠ ও আশ্রমধারীরা আমার রচিত পুস্তক বিনামূল্যে চাহিয়া নিয়া নিজেদের পাঠাগারের আলমিরার শূন্যতা পূরণ করিয়াছেন, আবার দুই দিন পরে তাঁহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ এই পুস্তকগুলিকে অপাঠ্য ও কদর্য্য বলিয়া গালি দিয়া ছাত্রাবাসে প্রতিপালিত এক পাল ছাত্রের সম্মুখে প্রকাশ্য ভাবে আশ্রমাঙ্গনে অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিয়াছেন। ঈর্ষ্যার আমি অনেক রকমের খেলা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। গৈরিকের অন্তরালে কত প্রকারের যে ভেদ-বিসম্বাদের বুদ্ধি লুকাইয়া থাকিতে পারে, তাহার এক একটা নমুনা আমি এক একটা সহরে এক প্রকারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, গৌহাটী, ডিগবয়, বদরপুর, লামডিং, গোলাঘাট, নগাঁও, এমনকি খাস পুপুন্কী পর্য্যন্ত গৈরিকে আচ্ছাদিত অপ্রশংসনীয় মনোবৃত্তি নানা ভাবে নানা অপচেষ্টা করিয়াছে। কাহারও জেদ্ এই যে, তাহারা ভাগ্যক্রমে যেই অবতারের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। তাঁহাকেই সৃষ্টির শেষ মহিমা বলিয়া মানিতে হইবে, তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান করিলেই যথেষ্ট হইবে না, তাঁহার সম্পর্কে মৌনাবলম্বন করিয়া চলিলেও হইবে না। কাহারও আতঙ্ক এই যে, একজন বা একদল লোক যদি অযাচক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জনসমাজের সেবার চেষ্টায় অগ্রসর হয়,

তাহা হইলে ভিক্ষায় নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানগুলির যদি চাঁদা আদায় ব্যাহত হয়? কাহারো মনোগতি নিছক ঈর্ষ্যায় রুগ্ন, তাঁহারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাহারো প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু পারিয়াছে কি এই সকল অপচেষ্টা আমার দুর্ব্বার গতিকে দাবাইয়া রাখিতে? আমি অসীম প্রতিভাধর, অলৌকিক গুণমণ্ডিত কোনও অসামান্য মহাপুরুষ নহি। আমি একটী সাধারণ মানুষ। কিন্তু আমি সত্য ও পবিত্রতায় বিশ্বাস করি, আমি প্রেমের অনুপম ক্ষমতায় আস্থা রাখি, আর আমি জানি অনেক দিন পরের একটী ঘটনা ঘটাইবার জন্য দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আস্তে আস্তে সংগঠন চালাইয়া যাইতে। কে না স্বীকার করিবে যে, ভিক্ষা সংগ্রহে বিশ্বাসীদের পক্ষেও রহিমপুর বা ডিব্রুগড়ের অনুষ্ঠান একটা আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় ঘটনা? কে না জানে যে, এই দুই অনুষ্ঠানকে পণ্ড করিবার জন্য সঙ্কীর্ণতাবাদীদের সর্ব্বশক্তি সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল? কিন্তু তিলে তিলে সংগঠন করিয়া যাওয়ার ফলে কল্পনাতীত বাধার মধ্য দিয়াও এই দুইটী অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক সাফল্য লাভ করিয়াছিল। তোমরা সংগঠনে বিশ্বাসী হও এবং তজ্জন্য আগে সংগঠন কথাটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে যত্নশীল হও।

একদিকে চালাও সংগঠন, অন্যদিকে নিজেরা প্রাণপণে

সাধন কর। সাধন-বল-সম্পন্ন ব্যক্তিদের চেষ্টাই সহজে সফল হয়। সাধন করিলে সহজাত সংস্কারের ন্যায় অন্তরে প্রেমের জন্ম হয়, আর সাধনেরই ফলে তাহা ফুল্লকমলের ন্যায় দিকে দিকে পাপড়ী মেলিয়া প্রসন্ন নয়নে নিখিল বিশ্বের পানে তাকায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮)

হরি-ওঁ শ্রীগৌরী (কাছাড়)

২৫শে মাঘ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ৯ই কার্ত্তিকের পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। অনবসরহেতু এতদিন খামখানা খুলিতেই পারি নাই। এই সাড়ে তিন মাস পত্রখানা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল। আমি ত' মা প্রাণপণ চেষ্টা করি প্রত্যহ যত অধিক-সংখ্যক সম্ভব পত্র ডাকে দিতে। কিন্তু আশ্রমে অবস্থান-কালে অবিরাম দর্শনার্থীর ভিড়ে সময় করিতে পারি না। যদিও কড়া হুকুম দেওয়া আছে যে, রবিবার ছাড়া কেহ দেখা করিতে আসিবে না, তবু সেই নির্দ্দেশ অপালনের দ্বারাই যেন লোকেরা

ভক্তির পরিচয় দিতে চাহে। শৃঙ্খলাজ্ঞান এ দেশের লোকের ধাতের মধ্যেই নাই। ভ্রমণ-কালে যাহাতে ভাষণস্থান ও স্থিতিস্থান অত্যন্ত কাছাকাছি হয়, তার জন্য হাজার বার নির্দ্দেশদেওয়া সত্ত্বেও এবার ভ্রমণে আসিয়া দেখিলাম যেন সকলে জিদ করিয়াই এই দুই স্থানের মধ্যে দূরত্ব রক্ষা করিয়া সকল ব্যবস্থা করিয়াছে। কত পথ ঘুরিয়া এক এক স্থানে আসিতেছি। আসিয়াই দেখিতেছি যে, বহু লোককে খুশী করিবার জন্য বহু কার্য্যের তালিকা বহু স্থানে হইয়াছে। সব কার্য্য এক স্থানে করিলে কত অল্প সময়ে কত অধিক কার্য্য করিতে পারিতাম। ইহারা স্থানীয় দুই একজন লোককে খুশী করিবার জন্য এমন ভাবে সব কাজের স্থান নিরূপণ করিয়াছে যে, আমাদের শরীরের উপর দিয়া দস্তুরমতন অত্যাচার হইতেছে। লক্ষ্য করিতেছি, প্রায় কেহই প্রকৃত কাজ চাহে না, প্রায় সকলেই সাময়িক প্রতিপত্তি রক্ষাকেই বড় কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। তাই মা পত্র লিখিবার পর্য্যন্ত অবসর পাই না। এক এক স্থানে নিদারুণ জিদ করিয়া শেষরাত্রি দুইটা আড়াইটার সময়ে বসিয়া পত্র লেখা আরম্ভ করি। অসময়ে অতিরিক্ত শ্রম করিয়া ক্লান্ত শরীর পীড়াগ্রস্ত হইতেছে। এই সকল কারণে কত কত জরুরী পত্রের জবাব দিয়া উঠিতে পারি না। তোমরা এজন্য দুঃখিতা হইও না মা।

তোমাদের ওখানে শারদীয় অখণ্ড-উৎসবে তিনদিন ধরিয়া

সমবেত উপাসনা করিলে আর তোমার দীক্ষিত গুরুভ্রাতাদের মধ্যে সপ্তমী দিন দুই জন, অষ্টমী দিন আট জন আর নবমী দিন বারো জন মাত্র উপস্থিত হইলেন। ইহা অতি আশ্চর্য্য সংবাদ। সংখ্যায় ত' তোমরা ঐ ক্ষুদ্র রেলষ্টেশনটীতে কমপক্ষে বাষট্টি জন আছ বলিয়া জানি। ইহারা এমন সফল বিশেষ উপাসনায় তোমাদের এই সর্ব্বজনীন মিলনক্ষেত্রে যোগ দিতে আসিল না, ইহার হেতু কি? বাষট্টি জন লোকের কাছ হইতে উৎসবানুষ্ঠানের জন্য মাত্র পনের টাকা সহায়তা পাইলে আর বাকী সমস্ত ব্যয় তোমাদের দারিদ্র্য সত্ত্বেও নিজেদের স্কন্ধে বহন করিয়া এমন ব্যাপার করিলে যে, হাজার দেড় হাজার লোক মহানন্দে কীর্ত্তন করিলেন, প্রসাদ নিলেন, ইহার মধ্যে তোমাদের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব অশেষ কিন্তু কেন তোমার গুরুভ্রাতারা এমন অনুষ্ঠানে নিজেদের প্রাণের পরিচয় দিতে পারিলেন না? তোমাদের ওখানে ত' অন্যান্য স্থানের ন্যায় দলাদলি নাই, কর্ত্তৃত্ব-নেতৃত্ব নিয়া ঝগড়া-কোন্দল নাই। তবে ইহা হইল কেন? তোমরা ইহা ভাবিয়া দেখ। আমি বারংবার তোমাদের বলিয়া আসিতেছি যে, তোমরা লোককে দীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিতে উৎসাহিত করিও না। আমি বারংবার বলিয়াছি যে, নব নব গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনী সংগ্রহের জন্য তোমরা কোনও চেষ্টা করিও না। তোমরা কি নিজেদের আচরণে তাহার ব্যত্যয় ঘটাইতেছ? তোমরা কি লোককে হুজুগাকৃষ্ট

হইয়া দীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিতে প্রণোদনা দিতেছ? তোমাদের কোনও অসতর্ক আচরণের ফলে কি কতকগুলি অযোগ্য ও অপাত্র নরনারী গিয়া দীক্ষা নিয়া আসিয়া আমার বাড়াইতেছে কেবল দুশ্চিন্তার ভার? দীক্ষা নিবে অথচ সমবেত উপাসনায় আসিবে না ইহা কেন হইবে? গুরুর আদেশই যদি পালন করিবে না, তবে দীক্ষা নিতে আসা কেন? ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া আদি স্থানে যখন বিশেষ বিশেষ সংঘ বগা মঠের শিষ্যরা নবদীক্ষার্থীদের কাণে কাণে গিয়া অপপ্রচার করিয়া বলিয়াছিল, "নিও না স্বরূপানন্দের কাছে দীক্ষা" তখন সেই সকল প্রচ্ছন্নচারী ভদ্রলোকদিগকে আমি আমার পরম বান্ধব বলিয়া গণনা করিয়াছিলাম। কারণ, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে বাজে লোকগুলির আসা নিবারণ হইবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, বিভিন্ন ধর্ম্মসঙ্ঘের লোকদের এত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার সেই উপকারটুকু সাধিত হয় নাই। এত ঘটনা ঘটিবার পরেও দীক্ষাগৃহ বাজে জঞ্জাল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সময় আসিয়াছে, যেই সময়ে সমবেত-উপাসনায় অনাস্থাকারী বাজে জঞ্জাল-গুলিকে আমি আমার সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে বিরত হইব। একটা বিশেষ উপাসনাতেও বাষট্টি জন পরমার্থ-ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে তোমাদের পরিবারস্থ চারিজন বাদে মাত্র দুইটী প্রাণীর যোগদান সম্ভব হইল, ইহা ভাবিবার পরে

চিত্ত-প্রসন্নতার করুণাময়ী ভাগীরথী শুকাইয়া গিয়া কঠিন নিষ্করুণ মরুভূমিতে পরিণত হইয়া যায়। এখন হইতে তোমাদের আরও সাবধান হওয়া প্রয়োজন। দীক্ষা নিতে কেহ আসিলে হর্ষিত না হইয়া আতঙ্কিত হওয়া উচিত। গুরুবাক্য-পালনে যাহাদের আগ্রহ নাই, অপালনেই যাহাদের চূড়ান্ত কৃতিত্ব, কেন তাহারা দীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিবে? কে চাহে জগজ্জোড়া সকল লোককে নিজের শিষ্য করিতে? আমি ত' তাহা চাহি নাই।

তোমরা স্বামি-স্ত্রীতে মিলিয়া এই বৎসর চাতুর্ম্মাস্য ব্রতপালন করিতেছ শুনিয়া সুখী হইলাম। বৎসরে চারিটী মাস কঠোর নিয়ম ও ব্রতের মধ্যে থাকা অত্যন্ত শুভপ্রদ। নিরামিষ ভোজন ও সংযমব্রত পালন দ্বারা তোমরা চাতুর্ম্মাস্য পালন করিয়াছ। ইহার ভিতরে যদি আত্মপ্রচারজনক কোনও ভ্রম প্রবেশ না করে, তবে ইহার মত কুশল আর কিছুতেই নাই। এক এক সম্প্রদায়ের মধ্যে বৎসরের এক একটী সময় চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের পক্ষে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বর্ষার সময়ে ইহা করিতেন এবং অল্পভক্ষণের জন্য তাঁহারা এই সময়ে পাহাড় পর্ব্বত হইতে সমতলে নামিয়া আসিতেন। বৈষ্ণবগণ একটী নির্দ্দিষ্ট বৈষ্ণব পর্ব্ব হইতে ধরিয়া অপর একটী বৈষ্ণব পর্ব্ব পর্য্যন্ত চারিমাস কাল সাধারণতঃ এই ব্রত উদ্যাপন করিয়া থাকেন।

তোমাদের পক্ষে এই চাতুর্ম্মাস্য শারদীয়া বোধন-ষষ্ঠী হইতে সুরু করিয়া পৌষ-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত পালনীয় হইতে পারে। কোনও বৎসর শারদীয়া ষষ্ঠী আশ্বিনে পড়ে, কোনও বৎসর কার্ত্তিকেও পড়ে। সুতরাং এই চাতুর্ম্মাস্য কোনও বৎসর সাড়ে তিনমাস, কোনও বৎসর ততোধিক কাল জুড়িয়া হইবে। এই স্থলে "চাতুর্ম্মাস্য" কথাটীকে ঠিক চারিমাস না ধরিয়া যোগরূঢ় শব্দরূপে গ্রহণ করিও।

সংযম-ব্রত এক মহাব্রত। ইহা একদিন পালন করিলেও তাহার সুফল অবশ্যম্ভাবী। এক সপ্তাহ পালনে তাহার ফল কতকটা প্রত্যক্ষই করা যায়। তোমরা যদি প্রত্যেকটী দম্পতী ব্রতাবদ্ধ হইয়া এই নিয়মে চল যে, শারদীয়া ষষ্ঠী হইতে পৌষ-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত একটী শরীরও ভোগার্থে ব্যবহৃত হইবে না, তাহা হইলে সকলের সম্মিলিত সাধনা মিলিয়া এমন একটা অভাবনীয় আবেষ্টন সমগ্র দেশটা জুড়িয়া সৃষ্টি করিবে, যাহার দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইবার জন্য প্রাচীন যুগের মহামহর্ষিরা সূক্ষ্ম দেহ ছাড়িয়া স্থূল দেহেই এই ভারতভূমিতে পুনরায় ভ্রমণ করিয়া যাইতে প্রলুব্ধ হইবেন।

তুমি অপর সময়েও যেই সকল ব্যক্তিগত নিয়ম পালন করিয়া চলিয়াছ, তাহা তোমার ও তোমার পরিবারস্থ সকলের মহৎ কুশল সম্পাদন করিবে। কেবল সাধন করিয়া যাও। সাধন করিতে করিতে অন্তরে দিব্য-প্রেমের জাগরণ হইবে,

প্রত্যেকটী জীবে শিবদর্শন ঘটিবে। আমি কেবলই এই আশীর্ব্বাদ তোমাদিগকে করিতে চাহি যে, তোমাদের যেন গুরুদত্ত সাধনে শিথিলতা না আসে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৯)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১২ই ফাল্গুন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এই কয়টি দিন শরীরের উপর দিয়া একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে। পনের দিন আগেই অনুভব করিয়াছিলাম যে, শরীর আর এত অনিয়ম সহ্য করিতে পারিবে না। শ্রীগৌরীতে পীড়া আত্মপ্রকাশ করিল, বদরপুরে শ্বাসকষ্ট সুরু হইল, মাইবং-এ অর্দ্ধমৃতের মত কাজ করিয়া আসিলাম, শিলচরে পৌছিয়া শরীর একেবারে সর্ব্বকর্ম্মের অযোগ্য হইয়া পড়িল। এই কয়দিন লেখনী ধরিবারও সাহস পাই নাই। অদ্য লিখিতে বসিয়াও লেখনী ছাড়িয়া দিলাম। অন্যকে দিয়া পত্র লিখাইতে হইতেছে।

কিন্তু কেন শরীরের এই অপটুতা? কারণটা তোমাদের জানিয়া রাখা উচিত। দেশ-দেশান্তরে ছুটাছুটি করিয়া যাঁহারা

কাজ করিবেন, তাঁহাদের কাছ হইতে পূরা কাজ আদায় করিতে হইলে স্থানীয় জনসাধারণের এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, তাঁহারা যেন বৃথা সময়ের অপচয় করিতে বাধ্য না হন, তাঁহারা যেন সকলগুলি কাজ শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া করিতে পারেন। স্থানীয় কর্ত্তব্যগুলি ছাড়াও তাঁহাদের অন্যান্য অনেক শ্রমপূর্ণ কাজ যে থাকা সম্ভব, এই বিষয়ও বিবেচনা করা প্রয়োজন । স্থানীয় অব্যবস্থার ফলে আমরা অন্যান্য করণীয় কর্ত্তব্য রাত্রি জাগিয়া করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু রক্তমাংসের শরীর প্রতিদিন এ ভাবের অনিয়ম কেন সহিতে সক্ষম হইবে?

(১৫ই ফাল্গুন)

তোমাদের অঞ্চলে ত' কয়েক মাস পরে আসিতেছি। উপরিলিখিত কথাগুলি তোমরা মনে রাখিবে ত'? সময়ের বড় দাম। কর্ম্মস্থান হইতে স্থিতিস্থানে আর স্থিতিস্থান হইতে কর্ম্মস্থানে সারাদিনে বারংবার যাতায়াত করিতেই যদি সময় নষ্ট হইয়া যায়, তবে তোমাদের জন্য কাজটুকু করিব কখন? হাজার টানাটানি করিয়াও ত' চব্বিশ ঘণ্টার দিনটীকে পঁচিশ ঘণ্টা লম্বা করা যায় না। কাজের সময়টুকুকে ওর বাড়ী তার বাড়ী দৌড়াদৌড়ি করিয়া নষ্ট করার ভিতরে সার্থকতা কি রহিয়াছে? কেন তোমরা সময়কে অপচয়িত হইতে দিবে? অল্প সময়ে অধিক কাজ করিবার দিকে কেন তোমাদের লক্ষ্য

থাকিবে না? কেন তোমরা সাময়িক হুজুগকে স্থায়ী কাজের অপেক্ষা অধিক কৌলিন্য দিবে? কেন তোমরা আমাদের ন্যায় নিরন্তর কর্ম্মীদিগকে অবান্তর শ্রমে বাধ্য করিবে? এই কথাগুলি তোমাদের ভবিতে হইবে।

পাশের গ্রামের বিদ্যালয়ের চাকুরী তোমাকে ছাড়িয়া দিতে হইল জানিয়া ব্যথিত হইলাম। সত্যিকারের সেবার এরূপ অমর্য্যাদা বড়ই বেদনাদায়ক। তোমার সাত মাসের বেতন ডুবিয়া গেল, ইহা দুঃখদ সংবাদ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখজনক সংবাদ এই যে, বিদ্যালয়-পরিচালক-মণ্ডলীর ভৈরবী-চক্র একজন সত্যিকারের সেবককে নির্ব্বাসন দিল। নামমাত্র কিছু বেতন নিলেও তুমি প্রকৃত প্রস্তাবে করিয়া আসিতেছ, জনসেবা। ছাত্রদের মধ্যে তুমি তোমার গুরুদেবকে দর্শন করিতেছিলে। তাহাদের মধ্য দিয়া তুমি তোমার গুরুসেবা চালাইতেছিলে। তবে এজন্য মর্ম্মাহত হইও না। সত্যিকারের সেবা কখনও ব্যর্থ হয় না। তাহার পরিমাণ যদি এক কণাও হয়, তবু তাহা হীরকমূল্যে যাচাই হইবে। তোমার মাহিনার টাকা ডুবিয়া গেলেও তোমার জনসেবাপ্রাণতা ডুবিয়া যাইবে না। দেখিও, একদিন না একদিন তাহার স্বীকৃতি আসিবে। মন হইতে সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া দাও।

তোমাদের ওখানে আশ্রম স্থাপনের জন্য তিন একর চৌদ্দ শতক জমি পাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু এই

প্রসঙ্গে অনেকগুলি কথা মনে রাখিবার মত রহিয়াছে। কতকটা জমি পাইলেই আশ্রম করা যায় না। আশ্রম গড়িবার জন্য মানুষ চাই। শুদ্ধ জমিটাই আশ্রম নহে, তাহার ঘর-বাড়ী, কৃষি-ক্ষেত্র, গোশালা, বিদ্যালয় বা মন্দিরও আশ্রম নহে। আশ্রম মানুষের শুদ্ধ চিত্ত। তোমরা প্রত্যেকে শুদ্ধচিত্ত হইতে চেষ্টা কর।

বিগত ৮ই ফাল্গুন শুক্রবার প্রাতে সাড়ে নয়টায় স্থানান্তরে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা আমাকে পঞ্চম বা ষষ্ঠবার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল যে, কাহারও দান-করা ভূমির উপরে আশ্রম করা কত অসঙ্গত। তিন চারি একর জমি তোমরা চেষ্টা করিলে যে কোন স্থানে সঙ্গত মূল্যে কিনিয়া নিতে পার। নবক্রীত ভূমিতে একমাত্র আশ্রমীয় কার্য্য ব্যতীত অন্য কিছু হইবে না, এই সংকল্প নিয়া তোমরা যদি দশ বিশ জন কর্ম্মী অর্থের বিনিময়ে গ্রামের পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, রাস্তাঘাট মেরামতি এবং লোকের গৃহাদি নির্ম্মাণের কাজে পরিশ্রম কর, তাহা হইলে তিন চারি একর জমি কিনিবার মতন টাকা তোমাদের হাতে অনায়াসেই আসিতে পারে। তার পরে যদি কার্য্যারম্ভ কর, তখন দেখিবে, দুইটী সুলক্ষণ গোড়া হইতেই আত্মপ্রকাশ, করিয়াছে। একটী সুলক্ষণ এই যে, তোমাদের কার্য্যে অন্যায় হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ দানাভিমানী

অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদের এক কণাও থাকিবে না। দ্বিতীয়টি এই যে, কার্য্যারম্ভেই তোমাদের স্বাবলম্বন লোকমনে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবে। অশুদ্ধ-চেতা, অবিশ্বাসী, অভিসন্ধি-পরায়ণ দাতার দান গ্রহণ করিলে তজ্জন্য যাবজ্জীবন মনঃকষ্ট পাইতে হয় এবং সেই দানকে বমন করিয়া ফেলিয়া দিতে না পারা পর্য্যন্ত প্রাণে শান্তি আসে না। দাতাদের কেহ কিম্বা দাতৃবংশের কেহ যদি কোনও অন্যায় বা অবৈধ-আচরণের দ্বারা তোমাদের নিঃস্বার্থ জনসেবা-প্রচেষ্টাকে অসম্মানও করে, তথাপি দান গ্রহণ করিয়া নিজেকে ছোট করিয়া দিয়াছ বলিয়া সময়োচিত উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে তোমাদের মনে নৈতিক কুণ্ঠা জাগিবে। সুতরাং কেহ এক খণ্ড ভূমি দিবেন বা কেহ একখানা দালান তুলিয়া দিবেন, এই সংবাদে উৎফুল্ল না হইয়া বরঞ্চ সতর্ক হওয়া উচিত। দাতৃত্বের অহমিকা লইয়া যাহারা দান করে, তাহারা অতি অল্পমূল্যের ক্ষুদ্র দান করিয়াও অতি বৃহৎ প্রতিদান প্রত্যাশা করে। কতজন কত উদ্দেশ্যে দান করে, তাহার খবর কে রাখিবে? সেই উদ্দেশ্যকে চিনিতে না পারিলে দানকে চেনাও কঠিন। আর দানকে চিনিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলে লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখ, মনস্তাপ, অন্তর্জ্জ্বালা ও অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। ভূমি-খণ্ড পাইতেছ, আশ্রম করার পক্ষে ইহাই খুব বড় কথা নহে। এই ভূমি-খণ্ডের যাহা মূল্য, তাহার

শতগুণ অর্থ গৃহ-নির্ম্মাণে আবশ্যক হইতে পারে, তাহার হাজার গুণ অর্থ এই ভূমির উন্নয়নে তোমাকে ব্যয় করিতে হইতে পারে, তাহার লক্ষগুণ অর্থ প্রতিষ্ঠানটিকে ধারাবাহিক ভাবে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া লোক-কল্যাণের পথে পরিচালনা করিবার কাজে আবশ্যক হইতে পারে। প্রচুর অর্থই তুমি স্বকীয় শ্রমবলে সংগ্রহ করিয়াছ কিন্তু অতি সস্তা দামের কতটুকু ভূমি গোড়াতে দাতার কাছ হইতে দানরূপে লইয়াছিলে বলিয়া তোমার সমস্ত শ্রম, আয়ু, কৃতিত্ব ও স্বাধীনতা সেই একটি মাত্র ক্ষুদ্র-হৃদয় দাতার এবং তাহার বংশধরদের নিকটে বন্ধক রাখিতে হইবে। সুতরাং আমার মত এই যে, যদি দান গ্রহণ না করিয়া ভূমি সংগ্রহ করিতে পার, তাহা হইলেই তোমাদের পক্ষে উত্তম হইবে। এক কণা ভূমির যাহা দাম, ভূমির এক দশমাংশে একখানা দ্বিতল গৃহনির্ম্মাণ করিতে তাহার দশ, বিশ বা পঞ্চাশ গুণ অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে।

আশ্রমের জন্য মানুষই আগেকার কথা। মানুষ মিলিলে আশ্রম গড়িতে কতক্ষণ? তোমরা প্রত্যেকে মানুষ হইবার সাধনায় লাগিয়া যাও। যে কয়জনে দীক্ষা পাইয়াছ, তাহারা নিজ নিজ সাধনের প্রতি আগ্রহশীল হও। আমরা যে কৃত্রিম উপায়ে দলবৃদ্ধি চাহি না, এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিও।

তোমাদের ভিতরের শক্তি জাগ্রত হউক, তোমাদের সাধন-বল চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হউক। ইহার ফলে অকৃত্রিম সাত্ত্বিক-বুদ্ধিসম্পন্ন সাধনেচ্ছু নরনারীরাই শুধু আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হউক। স্বার্থপর, কুচরিত্র, আত্মধর্ম্মদ্বেষী, অসংযমী, অমিতাচারী, কদভ্যাসপরায়ণ, উদ্ধত ও দুর্ব্বিনীত কতগুলি গোয়ার-গোবিন্দ হুজুগে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া আমাদের শান্তির নীড়টীর ভিতরে ঢুকিয়া ইহাকে নখে ছিঁড়িয়া, দশনে চর্ব্বণ করিয়া বিপন্ন করিবার চেষ্টা না করে, তাহার দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিও। হাজার হাজার লোক কে চাহে? কিন্তু ভাবে, চরিত্রে, আদর্শে ও আচরণে ভারী ও দামী লোকগুলি যেন তোমাদের প্রচার-কার্য্যে উদ্বুদ্ধ হয়। তোমরা সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিও। ধন থাকিলেই মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য হয় না, বিদ্যা থাকিলেও না। এই সকল থাকুক বা না থাকুক, তবু, যাহা থাকিলে মানুষ প্রথমে হয় নরোত্তম, পরে হয় দেবোত্তম, তাহা থাকিলেই হইল। তাহার নাম প্রেম। প্রেম পঙ্কিলকে পবিত্র করে, দুর্ব্বলকে সবল করে, অভিমানীকে বিনীত করে, দর্পিতকে সুশান্ত করে, দাম্ভিককে আত্মপরীক্ষণে নিয়োজিত করে, ক্রোধীকে ক্ষমাশীল করে। সেই প্রেমের দিকে তাকাইয়া পথ চলিও বাবা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭০)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১৮ই ফাল্গুন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণভাজিনীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অন্যান্য জেলাতেও এই পাপের কথা শুনিয়াছি এবং ইহাকে কঠোর হস্তে দমন করিয়াছি। ধর্ম্মের নাম করিয়া নরনারীদিগকে রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রবেশ করাইয়া হরিনামের দোহাই দিয়া নানা পাপাচরণ করার প্রতিবাদ করিয়া আমি ত্রিপুরা, নোয়াখালি আদি অঞ্চলে এক শ্রেণীর গোঁসাই প্রভুদের নিকটে আতঙ্কের পাত্র হইয়াছিলাম। কাছাড় জেলাতেও এই পাপ চলিতেছে এবং কৃষ্ণপ্রেমের নাম করিয়া নারীকে পরপুরুষ-সংসর্গে আর পুরুষকে পরনারী-সঙ্গমে প্ররোচিত করা হইতেছে, একথা কিছুদিন যাবৎ কাণে আসিতেছিল। তুমি তোমার মতিভ্রান্ত স্বামীটীকে নিয়া ভাঙ্গারপারে আমার নিকট না আসিলে আমি ধারণাই করিতে পারিতাম না যে, এই পাপের প্ররোচনা এমন একজন গোঁসাই দিয়া যাইতেছেন, যিনি লোকের কাছে কৃষ্ণপ্রেমের কথা কহিয়া কান্দিয়া নান্দিয়া লোককে বশীভূত করিয়া ফেলেন এবং পরে পরিচয় দেন যে, তিনি আমারই এক ধর্ম্মভ্রাতা। "দাদায় কইছুন" বলিয়া তিনি আমার প্রিয়জনদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া অনেককে নিজ নিজ

দীক্ষামন্ত্র পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিয়াছেন। ইহাকে আমি কিছুই মনে করি নাই। কিন্তু তিনি তোমাদের ন্যায় সরলা সতী নারীদিগকে পরপুরুষ-সংসর্গে প্ররোচিত করিতেছেন, একথা তোমার মুখে শুনিবার পরে আমার বিশ্বাস হইয়াছে। এই সকল গোঁসাইদের সম্পর্কে সমাজের প্রত্যেকটী লোকের খড়্গহস্ত হওয়া প্রয়োজন। তোমরা আর এই দুর্নীতি-প্রচারক, গোস্বামী নাম-ধারণের অযোগ্য, কামুকতার পূজারীকে কৃষ্ণের পূজারী বলিয়া ভ্রম করিও না। তোমরা ইহার সংস্পর্শ হইতে শত যোজন দূরে থাকিও। এইরূপ অন্যায় চুপ করিয়া সহ্য করিলে অধর্ম্ম হয়। এইরূপ আচরণকারীদিগকে কঠোর ভাবে শাসন করিলেই প্রকৃত ধর্ম্ম হয়। তুমি তোমার বুদ্ধি-বিভ্রান্ত স্বামীকে আর এই অসৎ-সংসর্গে যাইতে দিও না। স্বামীর চরিত্রের বল্গা শক্ত হাতে মা তোমাকেই টানিয়া ধরিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭১)

হরি-ওঁ কলিকাতা
২৯শে ফাল্গুন, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তুমি খুব সাবধান হইয়া চলাফেরা করিও। স্বার্থবুদ্ধি, ভ্রান্ত সম্মান-বোধ, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা এবং অন্তরের অন্যান্য জানিত অজানিত কালিমা মানুষকে দিয়া কি যে করাইতে পারে আর কি যে না করাইতে পারে, তাহার ঠিকানা নাই। যাহারা তোমাদিগকে অকল্পনীয় অসম্মান করিয়া বিনিময়ে তোমাদের কাছ হইতে একটী তুচ্ছ প্রতিবাদ-বাক্য পর্য্যন্ত শোনে নাই, তাহারাও যে আরও অনিষ্ট করিতে পারে না, এই কলিকলুষিত জগতে তাহা ভাবিতে যাওয়া মূর্খতা। অসম্মানের বিনিময়ে কাহাকেও অসম্মান দিও না, অনিষ্টের বিনিময়ে কাহারও অনিষ্ট করিও না কিন্তু অন্যায় করিয়া যাহাদের অনুতাপ আসে না, তাহাদের দ্বারা যে আরও অনেক অন্যায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এই ধারণাটাকে মন হইতে একেবারে মুছিয়া দিও না। অন্যায়ের প্রতিকার যে অন্যায়ের দ্বারা করিবে না, অন্যায়ের সংশোধন যে কামনা করিবে কেবল প্রেমের দ্বারা, তাহার পক্ষেও সতর্ক থাকা দোষ নহে, সাবধানতা পাপ নহে।

একদা আমার পিছনেও গুপ্তঘাতক লাগান হইয়াছিল। দুইটী বৎসর কাল আমি ব্যাপারটার কিছুই জানিতে পারি নাই। অকারণে আমার সতর্ক থাকিবার ইচ্ছা হইত। অহেতুক সাবধানতার মধ্য দিয়া আমি দুইটী বৎসর কাটাইয়াছি। মনে

হইত, কে যেন অস্ত্রহস্তে পিছনে পিছনে চলিয়াছে। পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া কিছুই দেখিতে পাইতাম না। অন্তর্য্যামী মন কেবল অজানিত এক বিপদের আশঙ্কা জাগাইয়া দিত। মন ছাড়া এই ব্যাপারের কোনও সাক্ষী ছিল না। একজন অভিন্নহৃদয় সুহৃদের কাছে কথাটী প্রকাশ করিয়াছিলাম। তিনি দীর্ঘকাল গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন থাকিবার পরে বলিলেন, জগতে কিছুই অসম্ভব নহে, সুতরাং সাবধান থাকাই ভাল। সাবধান থাকিতেছি ভাবিয়াও আমি সাবধানই থাকিয়াছিলাম। কিন্তু একদিন অন্য এক ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকৃত কথাটা প্রকাশ পাইয়া গেল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সাবধান থাকার সত্যই প্রয়োজন ছিল।

আশ্রমে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিল। আশ্রমের পাঁচ ছয় জন ব্রহ্মচারী গভীর রজনীতে গুরুতর ভাবে আহত হইল। একমাত্র আমি ছাড়া আশ্রমের আর একটী প্রাণীও অনাহত ছিল না। প্রত্যেককেই একবার করিয়া হাসপাতালে যাইতে হইল। তন্মধ্যে একজনকে সাত দিন, একজনকে তিন মাস হাসপাতালে কাটাইতে হইল। পুলিশ আসিয়া ব্যাপার হাতে নিলেন, সরকার-পক্ষ মামলা পরিচালনা করিলেন। চারিজন আততায়ী আসামীরূপে অভিযুক্ত হইল এবং হাজত-বাস করিতে লাগিল। সেটা বৈশাখ মাস।

আমি বিচারালয়ে গিয়া আসামীদের ক্ষমা করিলাম। বলিলাম, মনুষ্য-মাত্রেই আমাদের ভ্রাতা, কেহ ভুল করিয়া কোনও অন্যায় আমাদের উপর করিয়া থাকিলেও আমরা তাহার প্রতিশোধ চাহি না। প্রেম ও ক্ষমাই আমাদের ধর্ম্ম। বিচারক আসামীদিগকে ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, আসামীরা যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা সাক্ষ-প্রমাণে চূড়ান্ত ভাবেই নির্দ্ধারণ হইয়াছে। আমার মাত্র রায় দিবার বাকী। এই অপরাধ কেবল আশ্রমের সাধুদের বিরুদ্ধেই নয়, রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে। গুরুতর ভাবে আহত হইয়াও আপনারা ক্ষমা করিতেছেন, ইহা আপনাদের পক্ষে শোভনীয়। আপনাদের ক্ষমা আসামীদিগকে গুরুতর শাস্তি হইতে বাঁচাইল কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে যে অপরাধ, তাহার জন্য কিছু শাসন আমি না করিয়া পারিব না।

বিচারক আসামীদিগের প্রত্যককে তিনটী মাসের জেল দিলেন। তাহারা হাজারিবাগ জেলে স্থানান্তরিত হইল। আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, এই চারিটী উপার্জ্জক ব্যক্তির অভাবে চারিটী পরিবার অনশনে দিন কাটাইতেছে। ঘরে প্রত্যেকের স্ত্রী, শিশু পুত্রকন্যা সব কাঁদিতেছে। আমার তখন আশ্রমের আয় আর কত? আশ্রমের সব ব্রহ্মচারীদের পেট ভরিয়া খাওয়াইবার মত আয় আমার নাই। পুস্তক-বিক্রয় দ্বারা

কলিকাতা হইতে যাহা আসে, তাহা আমাদের কয়জনের গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষেও নিতান্তই অপর্য্যাপ্ত। তবু এই চারিটী পরিবারকে বাঁচাইয়া রাখিবার দায়িত্ব নিলাম। অকারণে কাজ সৃষ্টি করিলাম। বিনা কাজে অমনি অমনি চারিটী যুবতী নারীকে আমি অর্থ-সাহায্য করিতে পারি না। কেননা, তাহা করিলে একদিকে আলস্যের দেওয়া হইবে প্রশ্রয়, অন্যদিকে দুর্ণামরটনেচ্ছু নিন্দকদিগকে কুকথা সৃষ্টি করিবার অবসর দেওয়া হইবে। নিষ্প্রয়োজনে প্রয়োজন সৃষ্টি করিলাম। আশ্রমে ইট কাটা, মাটি কাটা আরম্ভ করিলাম। স্ত্রীলোক চারিটীর প্রচুর অন্নের ব্যবস্থা হইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে হাজারিবাগ জেলের অধ্যক্ষকে মাসে মাসে পত্র ও অর্থ পাঠাইতে লাগিলাম। লিখিলাম,—বেচারীরা মনের ভুলে অন্যায় করিয়া জেলে দুঃখ ভুগিতেছে, তাহাদের যাহাতে মনের শান্তি হয়, সেই ভাবে যেন তাহাদের রুচিমত কাজে এই অর্থ ব্যয়িত হয়।

একদিন আমি জেলার সদর সহরে গিয়াছি। বেলা তখন দুইটা। দেখিলাম, মলিন-বেশধারী এই চারিটী ব্যক্তি পথ চলিতেছে। ডাকিয়া কাছে আনিলাম। শুনিলাম, তাহাদিগকে সদর সহর পর্য্যন্ত আসিবার রেল ভাড়া মাত্র দিয়া জেল হইতে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। সারাদিন খায় নাই। এখন

চৌত্রিশ মাইল পথ পায়ে হাটিয়া স্বগ্রামে যাইবে। আমার প্রাণ কঁদিয়া উঠিল। মিঠাইর দোকানে বসাইয়া চারিজনকে পেট ভরিয়া লুচি, হালুয়া, তরকারী খাওয়াইলাম। মোটর-বাসের ভাড়া দিয়া দিলাম। আর বলিলাম, তোদের শিশুরা জানে না যে, তোরা জেলে ছিলি। তাদের ধারণা, তোরা বিদেশে চাকরি করিতে গিয়াছিলি। বাড়ীতে পৌছা মাত্র তাহারা হয়ত মিঠাই-মণ্ডা প্রত্যাশা করিবে। শিশুদের জন্য কি নিয়া যাইবি বল্! তাহারা ক্ষুব্ধ ভাবে হইলেও জিলাপী পছন্দ করিল। আমার উপর তাহাদের রাগ কমে নাই, ইহা বুঝিয়াও প্রতিজনকে সোয়া সের করিয়া জিলাপী কিনিয়া নিজে গিয়া তাহাদিগকে বাসে উঠাইয়া দিয়া আসিলাম। হাতের টাকা এভাবে খরচ হইয়া যাওয়ায় আমার সেই জরুরী কাজগুলি আর হইল না, যাহার জন্য আমি সদর সহরে আসিয়াছিলাম। পকেট নিঃশেষ হওয়াতে আমি নিজে চৌত্রিশ মাইল হাটিয়া আশ্রমে ফিরিলাম।

এদিকে শ্রীমানরা ঘরে পৌঁছিবার আগেই পথে যাহার সহিত দেখা হইয়াছে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাহাদের স্ত্রীপুত্রেরা বাঁচিয়া আছে কিনা। সকলের কাছেই সদুত্তর পাইয়াছে, তবু আমাদের উপর মনের ঝাল তাহাদের কমে নাই। গৃহে পৌছিতেই পত্নীরা তাহাদের জড়াইয়া ধরিয়া

কাঁদিতে লাগিল। ব্যক্তি-চতুষ্টয় আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিল, যার দরুণ তাহাদের এই দুর্দ্দশা, সেই আমাকে তাহারা শীঘ্রই এই দুনিয়ার ঝকমারি হইতে চিরতরে রেহাই দিবে।

স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—বল কি! যাঁহার দয়ায় এই তিনটা মাস এক কণা অন্নাভাব অনুভব করি নাই, আবার তাঁহার অনিষ্ট করিবে?

এতক্ষণে ইহাদের ধারণা হইল, হাজারিবাগ জেলে যে মাসে মাসে টাকা পাঠান হইয়াছে, তাহা ত' তবে অভিনয় নয়। ইহাদের মন গলিল। ইহারা চিরতরে আশ্রমের বন্ধু হইল। ইহাদের মধ্যে একজন ত' বলিতে গেলে একরূপ সাধুই হইয়া গেল। রামায়ণ গান শোনা আর রামনাম জপ করা তাহার জীবনের পরমাশ্রয় হইল।

তখন সর্ব্বজন-সমক্ষে এই কথাটী ইহাদেরই সর্ব্বকনিষ্ঠের মুখে প্রকাশ পাইল যে, দুইটী বৎসর ধরিয়া কোনও প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির প্ররোচনায় এই ব্যক্তি নিয়ত টাঙ্গী হস্তে আমার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছে, যেন আমার মস্তকটীকে স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়া আমাকে দ্রুত ভবপারে যাইবার সাহায্য করিতে পারে। প্রলোভন ছিল দশ বিঘা জমির। এই ঘটনা এত সত্য যে, ইহা ঐ অঞ্চলের শত শত লোকে জানে। সুতরাং আমার

স্থলাভিষিক্ত হইয়া তুমি আশ্রমে বাস করিবার কালে হঠাৎ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইও না যে, লোককে প্রেম করিয়াও সতর্ক থাকিবার প্রয়োজন আছে। প্রেম মানুষের জন্য আত্মদানে প্রবুদ্ধ করে, এজন্য প্রেম স্বর্গীয়। সন্দেহ মানুষের প্রতি মনকে বিষাক্ত ও বিদ্বিষ্ট করে, এজন্য সন্দেহ নারকীয়। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট ভাবে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ, সন্দেহ এবং বিরূপ ভাব পোষণ না করিয়াও সতর্ক থাকা যায়। সতর্কতা প্রেমের বিরোধী নহে। তুমি প্রেমিক হইলেও রাত্রে দুয়ার খোলা রাখিয়া ঘুমাইও না। তুমি প্রেমিক হইলেও বাক্সের তালা খোলা রাখিয়া বাহিরে চলিয়া যাইও না। তুমি প্রেমিক হইলেও না জানিয়া কাহাকেও হঠাৎ ধন, অন্ন বা বিত্ত দান করিও না। সতর্কতার সহিত কোনও পুণ্য কার্য্যেরই বিরোধ নাই। প্রেমের অনুশীলন কর, সকলকে ভালবাস, সকলের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা কর কিন্তু কেহ আচম্বিতে তোমার বা সমাজের কোনও অনিষ্ট সাধন না করিতে পারে, তদ্বিষয়েও সজাগ থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত 'কুমারীর পবিত্রতা" প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার জীবনযজ্ঞ" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ
"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ"** প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **'কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা"** ও **"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ
"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

**অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-২২১০১০**